CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-237 ■ 29 May, 2026 ■ আগরতলা ২৯ মে, ২০২৬ ইং ■ ১৪ জৈষ্ঠ্য, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে দেশ থেকে তাড়াতে বদ্ধপরিকর কেন্দ্র ঃ অমিত শাহ

গান্ধীনগর, ২৮ মে (আইএএনএস) ।। দেশে থাকা সমস্ত অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করে দেশ থেকে তাড়াতে কেন্দ্র সরকার বদ্ধপরিকর বলে জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার গুজরাটের গান্ধীনগর জেলার সোনিপুর গ্রামে এক জনসভায় তিনি দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ ইতিমধ্যেই কমতে শুরু করেছে।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন, আমাদের সরকারের সংকল্প হল দেশের প্রতিটি অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করে দেশ থেকে বের করে দেওয়া।

পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতির প্রসঙ্গ টেনে তিনি দাবি করেন, তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে প্রতিদিন সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ চলত।

তিনি বলেন, আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনে প্রতিদিন অনুপ্রবেশ হতো। এখন পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে অনুপ্রবেশকারীরাই নিজেরা ফিরে যেতে শুরু করেছে।

অমিত শাহ আরও জানান, পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সরকার সীমান্ত সংক্রান্ত বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করেছে। এর মধ্যে ডিটেনশন সেন্টার তৈরি এবং সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য জমি হস্তান্তরের কাজও হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

তিনি বলেন, শুভেন্দুজি (মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী) এবং বাংলার বিজেপি সরকার ডিটেনশন সেন্টার তৈরি করেছে। তবে আমরা চাই, যারা বেআইনিভাবে এসেছে, তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের দেশে ফিরে যাক।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, যারা স্বেচ্ছায় ফিরে যাবে, তাদের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোনও আইনি পদক্ষেপ নেবে না।

অমিত শাহ বলেন, যদি তারা স্বেচ্ছায় ফিরে যায়, তা হলে বাংলার সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোনও মামলা করবে না, বরং ফিরে যেতে সাহায্যও করবে।

তিনি আশা প্রকাশ করেন, আনুষ্ঠানিক শনাক্তকরণ অভিযান শুরু হওয়ার আগেই অনেক অনুপ্রবেশকারী নিজে থেকেই ফিরে যাবে। তিনি বলেন, আমি আশা করি, পরিচয়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হরিয়ানা, পাঞ্জাব ও দিল্লিতে বিজেপির নতুন রাজ্য সভাপতি ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (আইএএনএস)।। হরিয়ানা, পঞ্জাব এবং দিল্লিতে নতুন রাজ্য সভাপতি ঘোষণা করল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। বৃহস্পতিবার বিজেপির জাতীয় সম্পাদক অরুণ সিং স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সাংগঠনিক রদবদলের কথা জানানো হয়। নতুন দায়িত্বগুলি অবিলম্বে কার্যকর হবে বলেও জানানো হয়েছে।

মোদী সরকারের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী (কর্পোরেট বিষয়ক ও সড়ক পরিবহণ) হর্ষ মালহোত্রাকে দিল্লি বিজেপির নতুন সভাপতি করা হয়েছে। তিনি বীরেন্দ্র সচদেবার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। সচদেবার নেতৃত্বেই দীর্ঘ বিরতির পর দিল্লির ক্ষমতায় ফিরেছিল বিজেপি।

হরিয়ানায় বিজেপির নতুন সভাপতি করা হয়েছে ডা. অর্চনা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দীর্ঘ জল্পনার অবসান, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি নিযুক্ত অভিষেক দেবরায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে ।। দীর্ঘ টানাপোড়েন ও জল্পনার অবসান ঘটিয়ে মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অভিষেক দেবরায়কে প্রদেশ বিজেপির নতুন সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি বিদায়ী প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্যের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। তাঁর সাংগঠনিক মেয়াদ ২০২৫ সালের আগস্ট মাসের পর্যন্ত ছিল। প্রসঙ্গত, প্রদেশ সভাপতির পদ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই দলের অন্দরমহলে জোর জল্পনা চলছিল। অবশেষে আজ বিজেপির জাতীয় নেতৃত্ব অভিষেক দেবরায়ের নাম চূড়ান্ত করে। ভারতীয় জনতা পার্টির জাতীয় সভাপতি নীতিন নবীন তাঁকে প্রদেশ বিজেপির নতুন সভাপতি হিসেবে নিয়োগ করেছেন আজ বিজেপির জাতীয় মহাসচিব ও সদর দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত অরুণ সিং এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। অবিলম্বে তিনি ত্রিপুরা বিজেপির সাংগঠনিক দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

এদিকে, ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির সভাপতি হিসেবে অভিষেক দেবরায়ের নিয়োগে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। তিনি সামাজিক

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কর্ণাটকে মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা সিদ্ধারামাইয়ার

বেঙ্গালুরু, ২৮ মে (আইএএনএস)।। কর্ণাটকের রাজনীতিতে নাটকীয় মোড় দেখা গিয়েছে আজ। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া বৃহস্পতিবার রাজ্যপালের সচিবের কাছে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। এরপর তিনি জানিয়েছেন, স্বেচ্ছায় মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়েছি। কর্ণাটক কংগ্রেস বিধায়ক দল (সিএলপি)-এর বৈঠক এবং দলের হাইকমান্ডই রাজ্যের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন সেই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

উপমুখ্যমন্ত্রী ও কর্ণাটক কংগ্রেস সভাপতি ডি কে শিবকুমার এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বর-র সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে সিদ্ধারামাইয়া এই মন্তব্য করেন। বক্তব্য রাখার সময় তিনি শিবকুমারের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে কথা বলেন এবং শিবকুমারকেও বেশ উচ্ছ্বসিত দেখা যায়।

এদিকে, পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন

এবং তিনি নিজে সেই দায়িত্বে আসছেন কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে ডি. কে. শিবকুমার কোনও মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। তিনি দুই হাত জোড় করে সংবাদমাধ্যমকে অভিবাদন জানান।

দিল্লিতে কংগ্রেস হাইকমান্ডের সঙ্গে বৈঠক প্রসঙ্গে সিদ্ধারামাইয়া করেছেন।

তিনি বলেন, হাইকমান্ড আমাকে রাজ্যসভায় যেতে বলেছিল। আমি বিনয়ের সঙ্গে সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছি। আমি জাতীয় রাজনীতিতে আগ্রহী নই এবং কর্ণাটকের রাজনীতিতেই থাকতে চাই। জনগণ আমাকে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত করেছেন এবং এখনও আমার মেয়াদের দুই বছর বাকি। ততদিন আমি রাজ্যের মানুষের সেবা করে যাব।

সিদ্ধারামাইয়া স্পষ্ট করে বলেন, তাঁর পদত্যাগ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য করেনি।

তিনি বলেন, আমি সক্রিয় রাজনীতিতেই থাকব। হাইকমান্ড আমাকে পদত্যাগ করতে বলেনি। আমি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছি। কংগ্রেস বিধায়ক দলের বৈঠকে যাঁকে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে পালিত ঈদ-উল-আযহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে ।।: ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরায় উদযাপিত হয়েছে মুসলমানদের অন্যতম প্রধান উৎসব ঈদ-উল-আযহা। আজ সকালে রাজধানী আগরতলায় গেদু মিয়া মসজিদে নামাজ পাঠ করেছেন মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা। প্রসঙ্গত, যথাযোগ্য মর্যাদায় রাজ্যেও পালিত ঈদ-উল-আযহা। এদিন মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে একে অপরকে আপন করে নিয়েছেন। আগরতলায় গেদু মিয়া মসজিদে নামাজ পাঠ করেছেন মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা। এদিন গেঁদু মিঞা মসজিদের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপিএমকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ব্যবহার হচ্ছে ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে ।।বিজেপি এবং কংগ্রেস উভয়ের কাছেই প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হল মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। সিপিআইএমকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেও সিপিআইএমকে স্তব্ধ করা যাবে না। আজ কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে এভাবেই সুর চড়িয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রাক্তন পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার।

কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের বাড়িতে ইডি-র তল্লাশির প্রতিবাদে সিপিআইএমের তরফ থেকে শহরে বিক্ষোভ মিছিলের বের করা হয়েছে। ওই মিছিলের উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রাক্তন পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার, প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে, সিপিআইএম নেতা পবিত্র কর সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। মিছিলটি আগরতলা শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে পরবর্তী সময়ে প্রতিবাদী সভার আয়োজন করে।

এদিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মধুবনী স্টেশনে জয়নগর-উধনা এক্সপ্রেসের কোচে আগুন, হতাহত নেই

পাটনা, ২৮ মে (আইএএনএস)।। বিহারের মধুবনী রেলস্টেশনে জয়নগর-উধনা এক্সপ্রেসের একটি সাধারণ কামরায় ভয়াবহ আগুন লাগে। বৃহস্পতিবারের এই ঘটনায় সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায় কোচটি। তবে ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্রেনটির একটি জেনারেল কোচ রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য স্টেশনের ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই সময় আচমকাই কোচটি থেকে ঘন কালো ধোঁয়া এবং আগুন বের হতে দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন গোটা কামরায় ছড়িয়ে পড়ে এবং সম্পূর্ণ কোচটি ভস্মীভূত হয়ে যায়।

ঘটনার সময় কোচে কোনও যাত্রী ছিলেন না। জানা গিয়েছে, গত দু'দিন ধরে ট্রেনটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্টেশনে রাখা হয়েছিল। ফলে বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

আগুন লাগার পর স্টেশনে উপস্থিত যাত্রীরা দ্রুত স্টেশন মাস্টারকে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকলের একাধিক ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। তবে দমকল কর্মীরা পৌঁছনোর আগেই কোচটির বড় অংশ আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়।

দীর্ঘ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন দমকল কর্মীরা এবং আগুন যাতে অন্য কামরায় ছড়িয়ে না পড়ে, তা নিশ্চিত করেন। এই ঘটনায় স্টেশন চত্বরে কিছু সময়ের জন্য আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়।

ঘটনার পর সমস্তিপুর রেল ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) জ্যোতি প্রকাশ মিশ্র বিশেষ ট্রেনে করে মধুবনী পৌঁছে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখেন এবং কীভাবে আগুন লাগল, সে বিষয়ে রেল আধিকারিকদের কাছ থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেন। ঘটনার গুরুত্ব

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দাবিপূরণ না হওয়ায় বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে ।। দীর্ঘদিন ধরে সরকারের কাছে তুলে ধরা দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন দাবি পূরণ না হওয়ার অভিযোগ তুলে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করল ত্রিপুরা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা সমিতি। আজ আগরতলার স্টুডেন্ট হেলথ হোমে সংগঠনের পক্ষ থেকে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের নেতৃত্বরা জানান, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের একাধিক ন্যায্য দাবি দীর্ঘদিন ধরে সরকারের কাছে তুলে ধরা হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে আগামী মাসে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হচ্ছেন তারা। সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব পালন করলেও তাদের সমস্যার সমাধানে সরকার উদাসীন মনোভাব গ্রহণ করেছে। এই পরিস্থিতিতে সরকারের বিরুদ্ধে কড়া

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দীর্ঘদিন বিদ্যুৎ সমস্যায় অতিষ্ঠ মগ পাড়াবাসী, পথ অবরোধে সামিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে ।। দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুৎ পরিষেবার বেহাল অবস্থার প্রতিবাদে পথ অবরোধে সামিল হলেন বাইখোড়ার পশ্চিম চড়কবাই মগ পাড়ার স্থানীয় বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার বাইখোড়া থেকে মুহুরীপুর যাওয়ার সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এলাকাবাসী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পশ্চিম চড়কবাই মগ পাড়ায় দীর্ঘ কয়েক বছর ধরেই ট্রান্সফরমারের সমস্যার কারণে বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। এর মধ্যে গত তিনদিন ধরে সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে গোটা এলাকা। বহুবার বিদ্যুৎ দপ্তরে অভিযোগ জানানো হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

এলাকাবাসীদের অভিযোগ, বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে বারবার বলা হচ্ছে যে মগ পাড়ার অনেক বাসিন্দা নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করেন না, তাই পরিষেবা দিতে সমস্যা হচ্ছে। তবে স্থানীয়দের দাবি, বহু গ্রাহক নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করলেও তাঁদের ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। যাঁরা বিল পরিশোধ করছেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে দপ্তর যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে বলেও দাবি ওঠে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানের দাবিতে বাধ্য হয়েই তাঁরা পথ অবরোধে বসেছেন। তাঁদের মূল

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ড্রজারের চাপায় স্কুটি আরোহীর মৃত্যু গুরুতর আহত আরও এক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে ।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন মলয়নগর এলাকায় এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক স্কুটি আরোহীর। গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন আরও এক ব্যক্তি। মৃতের নাম প্রমোদ রঞ্জন দেবনাথ এবং আহত যুবকের নাম সুধাংশু দাস। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বুধবার রাতে প্রমোদ রঞ্জন দেবনাথ স্কুটি নিয়ে সোনালী সংঘ এলাকা থেকে মলয়নগরে নিজের বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় একটি ড্রজার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুটিটিকে চাপা দেয় বলে অভিযোগ। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই গুরুতর জখম হন প্রমোদ রঞ্জন দেবনাথ ও সুধাংশু দাস।

খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত দু'জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রমোদ রঞ্জন দেবনাথকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত সুধাংশু দাস বর্তমানে হাঁপানিয়া ত্রিপুরা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোনার বিস্কুট সহ আটক মিজোরামের দুই বাসিন্দা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে ।। শ্রীভূমি জেলার রামকৃষ্ণনগরে সোনার বিস্কুট সহ মিজোরামের দুই বাসিন্দাকে আটক করেছে পুলিশ। আজ রামকৃষ্ণনগর থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এক পুরুষ ও এক মহিলা।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম জেহওয়া লালমুনপূজা এবং রেবেকালাল রিনোমি। তাদের কাছ থেকে দুটি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া বিস্কুট দুটির মোট ওজন প্রায় ২২০ গ্রাম বলে জানা গেছে। এছাড়াও

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকাকে পিস্তলের ছবি পাঠিয়ে খুন ও ধর্ষণের হুমকি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে ।। গভীর রাতে নাবালিকাকে পিস্তলের ছবি পাঠিয়ে খুন ও ধর্ষণের হুমকির অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে। পরবর্তী সময়ে পরিবারের সদস্যরা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আমতলী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

ঘটনার জানা গেছে, আমতলী থানার অন্তর্গত সেকেরকোট এলাকার এক ভাড়াটিয়া পরিবারের ১৬ বছরের নাবালিকা মেয়েকে গকুলনগর দিনদয়াল চৌমুহনি সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা জয়দেব দেবনাথ মোবাইলের মাধ্যমে গভীর

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাথরবোঝাই ডাম্পারের দুর্ঘটনা, দুই ঘণ্টা গাড়িতে আটকে চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে ।। ধলাই জেলার আমবাসা মহকুমার ঢলুবাড়ি এলাকায় আজ একটি বড়সড় সড়ক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পাথরবোঝাই একটি ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়লে দীর্ঘক্ষণ গাড়িতে আটকে থাকেন চালক। ওই ঘটনাকে ঘিরে মহকুমা প্রশাসনের দুর্যোগ মোকাবিলা দলের ভূমিকা নিয়ে উঠেছে একাধিক প্রশ্ন।

জানা যায়, ঢলুবাড়ি মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের নিকটে জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় একটি পাথরবোঝাই ডাম্পার আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারের একটি দোকানের উপর উল্টে পড়ে। দুর্ঘটনার জেরে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

ডাম্পারের চালক রহিম উদ্দিন কেবিনের ভিতরে স্টিয়ারিংয়ের সঙ্গে চাপা পড়ে গুরুতরভাবে আটকে যান। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, দুর্ঘটনার পর প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন চালক, কিন্তু দ্রুত উদ্ধার কার্য শুরু হয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দুর্ঘটনাস্থল মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের এত কাছে হওয়া সত্ত্বেও এক ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও প্রশাসনের কোনও দুর্যোগ মোকাবিলা দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়নি। এর ফলে গত বছরের তেলিয়ামুড়ার চক্মাঘাটের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার স্মৃতি আবারও ফিরে আসে সাধারণ মানুষের মনে।

উল্লেখ্য, চাকমাঘাট এলাকায় একই ধরনের দুর্ঘটনায় লরি চালক মিহিরলাল দেবনাথ সময়মতো উদ্ধার না পাওয়ায় প্রাণ হারিয়েছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছিল। যদিও পরে মহকুমা শাসক সমরজিৎ দেববর্মা সংবাদমাধ্যমকে জানান, প্রশাসন খবর পাওয়ার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 29-05-2026, 00:18

জাগরণ আগরতলা ২৯ মে, ২০২৬ ইং
১৪ জৈষ্ঠ্য, শুক্রবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

জল্পনা কল্পনার অবসান তারণ্যে ভরসা বিজেপির

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন অতিবাহিত হওয়ার পরপরই সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটায় ত্রিপুরা সহ চারটি রাজ্যের বিজেপির প্রদেশ সভাপতিদের নাম ঘোষণা করিয়াছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। চারটি রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরার বিজেপির প্রদেশ সভাপতি হিসেবে তরুণ তুর্কি বিধায়ক অভিষেক দেবরায়কে প্রদেশ সভাপতির দায়িত্ব অর্পণ করিয়া সংগঠনকে চাঙ্গা করিবার দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। অভিষেক দেব রায়কে প্রদেশ সভাপতির দায়িত্ব অর্পণ করিবার মধ্য দিয়ে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যুবসমাজের হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দেওয়ার এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করিল। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দৃঢ় বিশ্বাস যুব নেতৃত্বের হাতে সাংগঠনিক দায়িত্ব তুলে দিলে সংগঠন দ্রুত চাঙ্গা হইবে। ফলশ্রুতিতে ২০২৮ সালের ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনের জন্য দল অধিক সুবিধা পাইবে। এদিকে তরুণ তুর্কি নেতা অভিষেক দেব রায়ের হাতে সাংগঠনিক দায়িত্ব তুলিয়ে দেওয়ার সংবাদ চাউর হতেই যুবসমাজের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। নবনিযুক্ত বিজেপির প্রতি সভাপতিকে বরণ করিতে দলে দলে লোকজন আগরতলা বিমানবন্দরে হাজির হন। তাহাকে উষ্ণ সম্বর্ধনা জানাইয়া বরণ করিয়া দলীয় প্রদেশ কার্য্যালয়ে নিয়যয়া আসা হয়। এখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বারিক সাহা সহ বিজেপির বিদায়ী প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ নবনিযুক্ত প্রদেশ সভাপতিকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানান। দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া অভিষেক দেবরায় বলেন দলীয় নেতৃত্ব তাহার উপর যে দায়িত্বে অর্পণ করিয়াছেন সেই দায়িত্ব তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। এব্যাপারে তিনি সকল স্তরের নেতা কর্মী সমর্থকদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করিয়াছেন। উল্লেখ্য , এদিকে দীর্ঘদিন পতিত থাকা

চার রাজ্যে নতুন সভাপতির নাম ঘোষণা করিল বিজেপি। বৃহস্পতিবার নতুন রাজ্য সভাপতিদের নাম ঘোষণা করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন।পঞ্জাবের বিজেপি সভাপতি করা

হইয়াছে প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা কেওয়াল সিংহ ধিঁলোকে। পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দর সিংহের ঘনিষ্ঠ বলিয়া পরিচিত এই নেতা ২০২২ সালে বিজেপিতে যোগ দেন। আগামী বছরে পঞ্জাবে বিধানসভা নির্বাচন। তাহার আগে রাজ্য সভাপতি পদে নতুন মুখকে আনিয়া সংগঠনকে নির্বাচনের জন্য তৈরি রাখিতে চাইছে বিজেপি।ত্রিপুরার রাজ্য সভাপতি করা হইয়াছে রাজ্যের মাতাবাড়ির বিজেপি বিধায়ক অভিষেক দেবরায়কে। দিল্লির বিজেপি সভাপতি হইয়াছেন পূর্ব দিল্লি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা কর্পোরেট বিষয়ক এবং সড়ক পরিবহণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হর্ষ মলহোত্র। হরিয়ানার বিজেপি সভাপতি করা হয়েছে অর্চনা গুপ্তকে। পেশায় রেডিয়োলজিস্ট অর্চনা পানিপত জেলার বিজেপি সভাপতি ছিলেন।বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীনের নেতৃত্বে সম্প্রতি ৪টি রাজ্য দিল্লি, হরিয়ানা, পঞ্জাব ও ত্রিপুরা এবং এর আগে পশ্চিমবঙ্গসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে নতুন সভাপতি নিয়োগের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মূলত ২০২৬-২৭ ২৮ সালের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন এবং দলের অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক সংস্কারের এক সুদূরপ্রসারী বার্তা দিতে চাইছে।কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব স্পষ্ট বার্তা দিয়াছে যে, শুধু চেনা মুখ নয়, বরং মাঠপর্যায়ের কাজ এবং সাংগঠনিক দক্ষতাই পদ পাওয়ার মূল চাবিকাঠি।পূর্ব দিল্লির সাংসদ ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী হর্ষ মলহোত্রকে দিল্লির দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে, যিনি দীর্ঘদিন ধরিয়া দিল্লির একদম নিচু স্তর থেকে কাজ করিয়া উঠিয়া আসিয়াছেন।সাবেক মহিলা মোর্চা নেত্রী এবং পানিপতের সাবেক জেলা সভাপতি অর্চনা গুপ্তকে রাজ্য সভাপতি করা হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে দলের জন্য দীর্ঘ সময় মাঠপর্যায়ে পরিশ্রম করা কর্মীদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মূল্যায়ন করছে।যেসব রাজ্যে দ্রুত নির্বাচন এগিয়ে আসিতেছে, সেখানে সংগঠনকে সম্পূর্ণ চাঙ্গা করাই এই নিয়োগের মূল উদ্দেশ্য। ২০২৭ সালের শুরুতে পঞ্জাবে এবং ২০২৫-২৬ এর মধ্যে দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচন। পঞ্জাবে কংগ্রেসের সাবেক হেভিওয়েট নেতা ও অমরিন্দর সিং-এর ঘনিষ্ঠ কেওয়াল সিংহ ধিঁলোকে সভাপতি করিয়া বিজেপি শিখ অধ্যুষিত এই রাজ্যে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াইতে চাইছে।পঞ্জাবে কেওয়াল সিংহ ধিঁলোর মতো নেতা (যিনি ২০২২ সালে কংগ্রেসে থেকে বিজেপিতে আসেন) তাহাকে শীর্ষ পদে বসাইয়া কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বার্তা দিলদলবদল করিয়া আসিলেও যদি যোগ্য ও প্রভাবশালী হওয়া যায়, তবে বিজেপিতে শীর্ষ পদের দরজা সবার জন্য খোলা। এর মাধ্যমে অন্যান্য দলের বিক্ষুব্ধ নেতাদের আকর্ষণ করিবার একটি কৌশলও স্পষ্ট।হরিয়ানা ও দিল্লির মতো রাজ্যগুলোতে জাতপাত এবং ভোটারদের সামাজিক সমীকরণ ঠিক রাখা অত্যন্ত জরুরি। হরিয়ানায় দলের অন্দরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে লাগাম টানিতে এবং দিল্লি কর্পোরেশনের নির্বাচনসহ আগামী বিধানসভা ভোটে সাধারণ মানুষের মন জয় করিতে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি ও সবাইকে মিলাইতে পারেন এমন ব্যক্তিত্বদের বাছিয়া নেওয়া হইয়াছে।ত্রিপুরায় অভিষেক দেবরায়কে নতুন সভাপতি করা হইয়াছে। ত্রিপুরার মতো রাজ্যে দলের ভিত শক্ত রাখা এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে বিজেপির শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার ক্ষেত্রে তরুণ ও নতুন নেতৃত্বের ওপর ভরসা রাখিতেছে শীর্ষ নেতৃত্ব।কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই বার্তার মাধ্যমে স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যেবিজেপিতে কোনো স্থবিরতার জায়গা নাই। আগামী নির্বাচনগুলোতে জয় নিশ্চিত করিতে দল যেকোনো সময় বড় সাংগঠনিক রদবদল করিতে দ্বিধা করিবে না এবং লবিং-এর চেয়ে 'পারফরম্যান্স ও মাঠপর্যায়ের সক্রিয়তা'-কেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে বসছে ফ্যান পার্ক, বড়পর্দায় দেখানো হবে আইপিএলের দুই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ

আগরতলা, ২৮ মে : ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিল ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। আগামী ২৯ মে এবং ৩১ মে আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে আয়োজন করা হবে "ফ্যান পার্ক"-এর। এই উপলক্ষে বৃহস্পতিবার রাজধানীর এক হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন বিসিসিআইয়ের কর্মকর্তারা।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তথা বিধায়ক সুব্রত দেব সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। তারা জানান, ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য বড়পর্দায় সরাসরি দুটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে দর্শকরা স্টেডিয়ামের আবহে খেলা উপভোগ করতে পারেন।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শুধুমাত্র খেলা দেখানোই নয়, দর্শকদের বিনোদনের জন্যও থাকছে একাধিক আকর্ষণীয় ব্যবস্থা। ফ্যান পার্কে বিভিন্ন ধরনের এন্টারটেইনমেন্ট জোন, খাদ্য স্টল এবং পরিবার-পরিজন নিয়ে উপভোগ করার মতো নানা আয়োজন থাকবে। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করা হয়েছে, এই উদ্যোগ রাজ্যের ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলবে এবং যুব সমাজের মধ্যে ক্রিকেটের প্রতি আরও আগ্রহ বাড়াবে।

আগামীদিনে বৈশ্বিক তথ্য সংগ্রহালয়ের নতুন ঠিকানা ভারত

সুনীত রায়

আপনি যখন হোয়াটসঅ্যাপে কোনও বার্তা পাঠান, ইনস্টাগ্রাম বা ফেসবুকে কোনও ছবি পোস্ট করেন কিংবা ইমেল আ পাঠান- সেই ডেটাটা কোথায় যায়? হাওয়ার মধ্যে তো আর ভাসে না, সেটা জমা হয় ডেটা সেন্টারে। সেই ডেটা সেন্টারে সংরক্ষণের উপযোগী করার জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। রাউটিংয়ের সাহায্যে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার বন্দোবস্ত করতে হয়। ডেটা সেন্টার ছাড়া বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ অদৃশ্য হয়ে যাবে। ইউটিউব, নেটফ্লিক্স আর স্পটিফাইয়ের মত প্ল্যাটফর্মগুলি তাদের সম্পূর্ণ লাইব্রেরী ডেটা সেন্টারে সংরক্ষিত করে। "প্লে" বোতাম টিপলেই ভৌগোলিকভাবে আপনার কাছাকাছি কোনও ডেটা সেন্টারের সার্ভারে সেই নির্দিষ্ট ফাইলটিকে রিয়েল টাইমে আপনার মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ কিংবা টিভির মধ্যে স্ট্রিমিং হয় অর্থাৎ দেখতে পাওয়া যায়। আপনি যখনই ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করছেন, ব্যাংকিং অ্যাপে আপনার ব্যালান্স চেক করছেন কিম্বা ইউপিআই পেমেন্ট করছেন- তখন ডেটা সেন্টার আপনার পরিচয় যাচাই করে আপনার ব্যালান্স চেক করছে আর নিরাপদে লেনদেন রেকর্ড করছে। আর পুরো ব্যাপারটি ঘটছে কয়েক মিলিসেকেন্ডের মধ্যে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পেছনেও রয়েছে এই ডেটা সেন্টার। আপনি যখন এআইকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন, এটি "চিন্তা" আর তার প্রতিক্রিয়া জানাতে একটা ডেটা সেন্টারের হাজার হাজার প্রসেসর ব্যবহার করা হয়। স্বাস্থ্যসেবায় ডাক্তারদের এমআরআই জাতীয় বিশাল ইমেজিং ফাইল ডেটা সেন্টারে সুরক্ষিতভাবে সংরক্ষিত থাকে। রোগের প্রাদুর্ভাবের পূর্বাভাস দিতে কিম্বা নতুন ওষুধ তৈরি করতে এই ডেটা সেন্টারে সংরক্ষিত ডেটা ব্যবহার করা হয়। সম্পূর্ণ প্রেক্ষাপটটি আলোচনা করার পর নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে আমাদের বর্তমান দৈনন্দিন জীবনে ডেটা সেন্টার কতটা গুরুত্বপূর্ণ আর অপরিহার্য?

আমাদের দেশে ডেটা সেন্টার ক্রমশ উন্নত থেকে উন্নততর হচ্ছে। ডেটা সেন্টারগুলি জাতীয় নিরাপত্তা, ইন্টারনেট পরিকাঠামো আর অর্থনৈতিক উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়। ২০২৪ সাল পর্যন্ত ডেটা সেন্টারের ক্ষমতা ছিল ৯৫০ মেগাওয়াট, ২০২৬ সালের মধ্যে তা ১৮০০ মেগাওয়াট হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ২০২১ সালে ডেটা সেন্টার শিল্পের মূল্য ছিল ১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ৯৪০০ কোটি টাকা), যা ২০১৪ সালে ছিল ৩৮৫ মিলিয়ন ডলার (১ মিলিয়ন ডলারগু ৯. ৪ কোটি টাকা)। ২০২২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত আমাদের দেশে ডেটা সেন্টারের সংখ্যাটি ছিল ১৩৮। বিশ্বব্যাপী ডেটা সেন্টারের নিরিখে ভারতের স্থান হল ১৩তম। ২০২১ সাল পর্যন্ত ভারতীয় ডেটা সেন্টারগুলি ৮ বিলিয়ন বর্গফুটের বেশি এলাকা জুড়ে ছিল। মোট ডেটা সেন্টারের ৬০ู রয়েছে নভি মুম্বাই, নয়ডা, গুরগাঁও, বেঙ্গালুরুঃ আর হায়দরাবাদে। ভারতের ডেটা সেন্টারের ক্ষমতা ২০২৩ সালে ০.৯ গিগাওয়াট থেকে দ্বিগুণ হয়ে ২০২৬ সালের মধ্যে প্রায় ২ গিগাওয়াট পৌঁছাবে বলে অনুমান। এই ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আগামী তিন বছরে ৫০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে পরিকল্পনা রয়েছে। ডেটা সেন্টার স্থাপনের খরচাও বেড়েছে। প্রতি মেগাওয়াট গড় খরচ ৪০ থেকে ৪৫ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৬০ থেকে ৭০ কোটি টাকা হয়েছে।

জোন্স ল্যাঙ্গ লাসালে ইনকর্পোরেটেড (জেএলএল)-এর তথ্য অনুযায়ী ২০২৪ সালের শেষের দিকে ডেটা সেন্টার শিল্পে ৬৮১ মেগাওয়াট ক্ষমতা যুক্ত হয়েছে, আর এর জন্য ৭.৮ মিলিয়ন বর্গফুট রিয়্যালল এস্টেট জায়গারও প্রয়োজন হয়েছে। নতুন সরবরাহের ৫৭ শতাংশ মুম্বাই থেকে আর ২৫ শতাংশ চেন্নাই থেকে পাওয়া গেছে। ৫জি চালু হবার ফলে ডেটা সেন্টারের ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে, কারণ এটি ভারতে ডেটা ডাউনলোডের গতি ১০ গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। গুগল ২০২৫ সালে নভি মুম্বাইতে ১১৪৪ কোটি টাকা বিনিয়োগে ৮তলা উঁচু ৩,৮১,০০০ বর্গফুটের ডেটা সেন্টার তৈরির পরিকল্পনা করেছে। এছাড়া মাইক্রোসফটেরও মুম্বাইতে ডেটা সেন্টার তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে। সিটিআরএলএস ডেটাস্টোর্স লিমিটেড যাদের ২০২৩ সাল পর্যন্ত ৮টি ডেটা সেন্টার ছিল, তারা ২০২৪-২০২৬ সালের মধ্যে ভারতে আরও ২৫টি ডেটা সেন্টার তৈরি করার কথা ভাবছে। বর্তমানে ১.২ বিলিয়ন বর্গফুটের সঙ্গে আরও ৫ মিলিয়ন বর্গফুট সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। ২০২৩ সালে সাংহাই আর টোকিওর পরে নভি মুম্বাই এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের তৃতীয় বৃহত্তম ডেটা সেন্টার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

কলকাতা পূর্ব ভারতের একমাত্র আর ভারতীয় উপমহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ডেটা সেন্টার হাব, যার মোট ক্ষমতা হল ৬৭ মেগাওয়াট আর আয়তন ১.২ মিলিয়ন বর্গফুট। আরও একাধিক ডেটা সেন্টার তৈরির পরিকল্পনা এখানে রয়েছে। ২০২১ সাল পর্যন্ত ডেটা সেন্টারের জন্য নির্ধারিত জমির দিক থেকে কলকাতা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে এক্ষেত্রে ১৯৫ একর জমি এখানে সংরক্ষিত রয়েছে। ডেটাসেন্টারের জন্য ৪০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। আদানি এন্টারপ্রাইজেস ১০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে একটা হাইপারস্কেল ডেটা সেন্টার, সিলিকন ভ্যালি হাব নির্মাণের জন্য ৫১.৮ একরের একটা প্লট নিউটাউনে নিয়েছে। এছাড়া ভারতে এয়ারটেল, নেক্সট্রা ডেটা ৬০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে কলকাতায় ২৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার একটা হাইপারস্কেল ডেটা সেন্টারের জন্য ১,৫৪,০০০ বর্গফুটের প্লটও অধিগ্রহণ করেছে। হিরানন্দানি গ্রুপ পশ্চিমবঙ্গের উত্তরপাড়ার হিন্দমোটরে ৬টি ডেটা সেন্টার নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে। তাছাড়া ৮৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে ২৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ৬টি ডেটা সেন্টার তৈরির জন্য হুগলির উত্তরপাড়ায় ১০০ একর জমি অধিগ্রহণ করেছে। বর্তমানে ভারত, ডেটা সেন্টারের একটা ক্রমবর্ধমান শিল্প।

ইরান কি হরমুজের সমুদ্রগর্ভস্থ কেবল কেটে দিয়ে বৈশ্বিক ইন্টারনেট বন্ধ করে দিতে পারে? পশ্চিম এশিয়ার ভূরাজনৈতিক এই আশঙ্কায় ভারতে ডেটা সেন্টার স্থানান্তকরণের ব্যাপারে বহুজাতিক প্রযুক্তি সংস্থাগুলি ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর ইজরায়েলের হামলার পর হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেলের সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ায় বিশ্ব জ্বালানি সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। এই যুদ্ধে তেল স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করা হলেও, আশঙ্কা হচ্ছে তেহরান কি এবার ইন্টারনেটের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে? বিশ্বের ডিজিটাল ধমনীগুলো সমুদ্রগর্ভস্থ কেবলের আকারে এই পথগুলোর মধ্যে দিয়ে গেছে। সমুদ্রতলে বিছানো ফাইবার অপটিক্সের তারের এক বিশাল জালের ওপর অবস্থিত হরমুজ প্রণালী আর লোহিত সাগরের বাব-এল-মানদেবের এই দুটি সংকীর্ণ পথ। এই সরু সরু তারের জাল গুলি হাজার হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত- ভিডিও কলিং, ইমেল থেকে শুরু করে ব্যাঙ্কিং লেনদেন আর এআই পরিষেবা পর্যন্ত বৈশ্বিক ইন্টারনেটকে সচল রাখার প্রায় সমস্ত ডেটা এরা বহন করে। লোহিত সাগরের মধ্যে দিয়ে ১৭টি সাবমেরিন কেবল গেছে। এই কেবলগুলো ইউরোপ, এশিয়া আর আফ্রিকাকে সংযোগকারী ইন্টারনেট ট্রাফিকের সিংহভাগ বহন করে। পারস্য উপসাগরের সক্রিয় সমুদ্রগর্ভস্থ কেবলগুলো সরাসরি ভারতের বৈদেশিক ডেটা সংযোগগুলির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত।

সম্প্রতি ২০২৬ সালের ১ মার্চ ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে অবস্থিত দুটো ডেটা সেন্টার আর বাহারিনের একটি ডেটা সেন্টারের ওপর হামলা চালায়। ১লা এপ্রিল বাহারিনের আরও একটি ডাটা সেন্টারে আর ২রা এপ্রিল দুবাইয়ের একটা ওরাকল ডেটা সেন্টারে হামলা চালায়। ডেটা সেন্টারগুলির পুনরুদ্ধারের জন্যে দীর্ঘ সময় লাগার আশঙ্কা করা হচ্ছে। মার্কিন ট্রেড এন্ড ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির সহায়তায় এসসিএনএক্স-৩ সাবমেরিন কেবল সিস্টেমটি চেন্নাইকে সিঙ্গাপুরের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে যা ভারতের ডেটা করিডরকে আরও শক্তিশালী করবে। পশ্চিম এশিয়া থেকে ভারতে ডেটাসেন্টার স্থানান্তরকরণের প্রধান কারণ হল অর্থনৈতিক সুবিধা। ভারতের প্রতি মেগাওয়াট ডেটা সেন্টার নির্মাণের খরচ প্রায় ৬-৭ মিলিয়ন ডলার, যা সিঙ্গাপুর ও জাপানের খরচের অর্ধেক। ২০৪৭ সাল পর্যন্ত ২০ বছরের কর ছাড়। বিশ্বের প্রধান প্রযুক্তি বহুজাতিক সংস্থাগুলো ভারতীয় ডাটা সেন্টার পরিকাঠামোতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ইতিমধ্যে বিনিয়োগ করেছে। আমাজন ওয়েব সার্ভিসেস ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে মুম্বাই ক্লাউড অঞ্চলের জন্য ৮.৩ বিলিয়ন ডলার আর ২০২৬ সালের মার্চে হায়দ্রাবাদের জন্য আরও ৭ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তার ফলে ২০২৬ অর্থবর্ষের মধ্যে ভারতে তাদের ডেটা সেন্টারের বিনিয়োগের পরিমাণ ১৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। গুগল অন্ধ্রপ্রদেশে ১৫ বিলিয়ন ডলার আর মাইক্রোসফ ১৭.৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ২০২৫ সালের শেষে ভারতের ডেটা সেন্টারে বিনিয়োগের পরিমান ছিল ১২৫ বিলিয়ন ডলার আর সেটাই ২০২৬ সালের শেষে ১৮০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে ভারতে ডেটা সেন্টার শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়। ডেটা সেন্টারগুলোতেও তাদের পরিবেশগত প্রভাব কমানোর জন্য ক্রমবর্ধমানভাবে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি আর পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। দেশের ভবিষ্যৎ ডিজিটাল চাহিদা মেটাতে এই শিল্প যখন প্রসারিত হবে তখন স্থায়ী উন্নয়নের ওপর এই ভাবনাচিন্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০৩০ সালের মধ্যে অন্তত ৫০ শতাংশ ডেটা সেন্টার নবায়নযোগ্য শক্তির ধারা চালিত হবে-এই আশা করাটা কি খুব অন্যায় হবে?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

কেমব্রিজের ইতিহাস বদলানো এক সকাল

সাজিদুর রহমান

১৯৫০-এর দশকের শেষ দিক। জীববিজ্ঞান তখন এক অদ্ভুত সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। বড় বড় কিছু রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু সেই সমাধানগুলোই আবার জন্ম দিচ্ছে আরও জটিল সব প্রশ্ন। ১৯৪৪ সালে ওসওয়াল্ড এভেরি, কলিন ম্যাকলিওড এবং ম্যাকলিন ম্যাককার্টি প্রমাণ করেছিলেন, ডিএনএ বংশগতির বাহক। এরপর ১৯৫৩ সালে জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক উন্মোচন করেন ডিএনএর ডাবল হেলিক্স গঠন। ১৯৫৮ সালে ম্যাথিউ মেসেলসন এবং ফ্র্যাঙ্কলিন স্টাহল দেখিয়েছেন, ডিএনএ কীভাবে নিজের হুবহু প্রতিলিপি তৈরি করে। সব জানা হলো, তবু একটি মৌলিক প্রশ্ন পাহাড়ের মতো অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলডিএনএর পাতায় লেখা সেই নির্দেশগুলো বাস্তবে কীভাবে রক্তে-মাংসে প্রোটিন হয়ে ধরা দেয়? বিজ্ঞানীরা জানতেন, প্রোটিন তৈরির আসল কারখানা কোষের সাইটোপ্লাজমে থাকা ক্ষুদ্র কণা রাইবোজোম। ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে জর্জ প্যালাড ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই কণাগুলো শনাক্ত করেন। আরও জানা ছিল, এই রাইবোজোমের ভেতরে আরএনএ এবং প্রোটিন উভয়ই থাকে। এই তথ্য থেকেই তখন বিজ্ঞানীদের মাথায় একটা সহজ কিন্তু ভুল ধারণা জেঁকে বসল। জর্জ গ্যামোর মতো তাত্ত্বিকেরা তখন ভাবতে শুরু করলেন, হয়তো জিন থেকে তৈরি হওয়া আরএনএ গিয়ে রাইবোজোমের স্থায়ী অংশ হয়ে যায়। তারপর সেই রাইবোজোমটি কেবল একটি নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরির জন্য বিশেষায়িত হয়ে ওঠে। বিষয়টা অনেকটা এমন: প্রতিটি রাইবোজোম যেন একেকটি আলাদা কারখানা, যারা কেবল একটি নির্দিষ্ট নকশা নিয়েই আজীবন কাজ করে যাবে।

শুরুর দিকে এই ধারণাটা কিন্তু বেশ জুতসই মনে হয়েছিল। রাইবোজোম নিজেই এক জটিল কাঠামো; সেখানে যেহেতু আগে থেকেই আরএনএ আছে, তাই জিনের বার্তা সেখানে স্থায়ীভাবে যুক্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু গোল বাধল পরীক্ষার ফলাফল মেলাতে গিয়ে। ১৯৪৪ সালে ওসওয়াল্ড এভেরি, কলিন ম্যাকলিওড এবং ম্যাকলিন ম্যাককার্টি প্রমাণ করেছিলেন, ডিএনএ বংশগতির বাহক।

পাস্তুর ইনস্টিটিউটের তিন দিকপাল বিজ্ঞানী জ্যাক মোনো, ফ্রাঁসোয়া জ্যাকব এবং আর্থার পার্ডি বাস্তবে দেখলেন অন্য চিত্র। কোষ অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে নতুন প্রোটিন তৈরি করতে পারে। পরিবেশ সামান্য বদলালেই প্রোটিন তৈরির ধুম পড়ে যায়। প্রতিটি নতুন জিনের জন্য যদি আলাদা করে রাইবোজোম কারখানা বানাতে হতো, তাহলে অনেক সময় লাগত! রাইবোজোম নিজে এত জটিল যে তাকে হুট করে বানিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। অথচ কোষের কাজ চলছিল বিদ্যুৎগতিতে।

আরেকটি মজার বিষয় বিজ্ঞানীদের নজরে এল। বিভিন্ন অবস্থায় তৈরি হওয়া রাইবোজোমগুলোর গঠন বিশ্লেষণ করে দেখা গেল, তাদের মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। অর্থাৎ, আলাদা আলাদা বিশেষায়িত রাইবোজোমের কোনো প্রমাণ মিলল না। বরং একই রাইবোজোম বিভিন্ন জিনের প্রোটিন তৈরি করতে পারছে। এর মানে দাঁড়াল, রাইবোজোম হয়তো নিজে কোনো নির্দেশ বহন করে না; সে কেবল একটি আজ্ঞাবহ যন্ত্র।

এই দ্বন্দ্ব বিজ্ঞানীদের মনে একধরনের অস্থিরতা তৈরি করল। রাইবোজোম যদি নির্দেশ না দেয়, তবে সেই নির্দেশ আসে কোথা থেকে? ডিএনএ তো থাকে নিউক্লিয়াসে, আর রাইবোজোম সাইটোপ্লাজমে। এই দুই ভিন্ন মেরুর মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান হয় কীভাবে? মাঝখানে কি কোনো অস্থায়ী সেতু রয়েছে? বিজ্ঞানী জ্যাক মোনো এবং ফ্রাঁসোয়া জ্যাকব। পাস্তুর ইনস্টিটিউটের এই বিজ্ঞানীরা জিন নিয়ন্ত্রণ ও অপেরন ধারণার ভিত্তি নির্মাণ করেন ধীরে ধীরে এক নতুন বৈপ্লবিক চিন্তার উদয় হলো। সিডনি ব্রেনার এবং ফ্রান্সিস ক্রিক উপলব্ধি করলেন, রাইবোজোম একটি সাধারণ অনুবাদক যন্ত্র, যা যেকোনো বার্তা পড়তে সক্ষম। নির্দেশের নির্দিষ্টতা আসে বার্তার উৎস থেকে, যন্ত্র থেকে নয়। অর্থাৎ জিন থেকে কোনো এক ক্ষণস্থায়ী অণু তৈরি হয়, যা ডিএনএর তথ্য নিয়ে রাইবোজোমে পৌঁছে দেয় এবং কাজ শেষ হওয়ামাত্রই ভেঙে যায়। সে স্থায়ী নয়, কিন্তু প্রাণের স্পন্দন টিকিয়ে রাখতে সে অপরিহার্য।

এই ধারণাটি তখনো পরীক্ষাগারে প্রমাণিত হয়নি ঠিকই, কিন্তু এটি বিজ্ঞানীদের চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দিল। রাইবোজোমকে বিশেষায়িত কারখানা ভাবার ভুলটা ভাঙতেই জীবনের তথ্যপ্রবাহের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো। এই ক্ষণস্থায়ী বার্তাবাহকের খোঁজই শেষ পর্যন্ত আমাদের নিয়ে গেল সেই বহুল প্রতীক্ষিত মেসেঞ্জার আরএনএ আবিষ্কারের দিকে।

সিডনি ব্রেনার এবং ফ্রান্সিস ক্রিক উপলব্ধি করলেন, রাইবোজোম একটি সাধারণ অনুবাদক যন্ত্র, যা যেকোনো বার্তা পড়তে সক্ষম। নির্দেশের নির্দিষ্টতা আসে বার্তার উৎস থেকে, যন্ত্র থেকে নয়।

ফ্যাক্টর এক্স: জিনের অদৃশ্য ছায়া

জিন কীভাবে কোষে এনজাইম বা প্রোটিন তৈরির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে, সেই পরীক্ষা থেকে আমরা এক গভীর রহস্যের ইঙ্গিত পাই। যখন একটি জিন এক ব্যাকটেরিয়া থেকে অন্যটিতে প্রবেশ করল, তখন দেখা গেল ল্যাকটোজ ভাঙার এনজাইম তৈরির প্রক্রিয়া প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে গেছে। কোষের কোনো বাড়তি প্রস্তুতিরই দরকার পড়ল না। যেন জিন এল, নির্দেশ দিল, আর ওদিকে কাজ শুরু হয়ে গেল!

এই 'সঙ্গে সঙ্গেই' শব্দটির ভেতরেই লুকিয়ে ছিল বিজ্ঞানের এক বিশাল ধাঁধা। প্রতিটি নতুন জিনের জন্য যদি কোষে আলাদা করে বিশেষায়িত রাইবোজোম (প্রোটিন তৈরির কারখানা) তৈরি করতে হতো, তাহলে অনেক সময় লাগত। কারণ রাইবোজোম কোনো মামুলি জিনিস নয়; এটি অত্যন্ত জটিল কাঠামো। জিন আসার পর যদি নতুন রাইবোজোম তৈরির জন্য বসে থাকতে হতো, তাহলে প্রোটিন উৎপাদনে একটা লম্বা বিরতি দেখা যেত। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটল না।

এই পর্যবেক্ষণটি ফ্রাঁসোয়া জ্যাকবকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলল। তিনি বুঝতে পারলেন, আমরা হয়তো রাইবোজোমের ভূমিকা এত দিন ভুল বুঝেছি। রাইবোজোম কোনো নির্দিষ্ট প্রোটিনের জন্য তৈরি আলাদা কোনো কারখানা নয়। বরং এটি হতে পারে একটি সাধারণ অনুবাদক যন্ত্র, যা আগে থেকেই কোষে তৈরি থাকে এবং যেকোনো নির্দেশ এলেই তা পড়তে পারে। তাহলে আসল প্রশ্ন দাঁড়াল, সেই নির্দেশটি আসলে কোথা থেকে আসে?

ডিএনএ তো নিউক্লিয়াসে বন্দী থাকে, আর প্রোটিন তৈরি হয় সাইটোপ্লাজমে। মাঝখানে কোনো সেতু না থাকলে এই যোগাযোগ তো অসম্ভব! রাইবোজোম কোনো মামুলি জিনিস নয়; এটি অত্যন্ত জটিল কাঠামো। জিন আসার পর যদি নতুন রাইবোজোম তৈরির জন্য বসে থাকতে হতো, তাহলে প্রোটিন উৎপাদনে একটা লম্বা বিরতি দেখা যেত। জ্যাকব কল্পনা করলেন, জিন ও প্রোটিনের মাঝখানে নিশ্চয়ই একটি মধ্যবর্তী অণু আছে। এটি ডিএনএ থেকে তথ্য নকল করে রাইবোজোমে পৌঁছে দেয়। তবে এই অণুটি কোষে স্থায়ীভাবে পড়ে থাকতে পারে না। কারণ এটি যদি স্থায়ী হতো, তবে কোষের প্রতিক্রিয়া এত দ্রুত বদলাতে পারত না। অর্থাৎ এটি এমন এক অণু, যাকে দ্রুত তৈরি হতে হবে, দ্রুত কাজ শেষ করতে হবে এবং কাজ শেষে দ্রুত ভেঙেও যেতে হবে। এই রহস্যময় অণুটির কোনো হদিস তখনো মেলেনি। তাই জ্যাকব এর নাম দিলেন ফ্যাক্টর এক্স। এই নামের ভেতরেই ছিল এক অনিশ্চয়তা। এটি কোনো দৃশ্যমান অণু নয়, বরং ঘটনার যুক্তি মেলাতে গিয়ে তৈরি করা এক কাল্পনিক সেতু। কিন্তু বিজ্ঞান তো কেবল কল্পনায় থেমে থাকে না; কল্পনাকে প্রমাণে রূপ দিতে হয়। পাজামো পরীক্ষা (জ্যাক মোনো, ফ্রাঁসোয়া জ্যাকব ও আর্থার পার্ডির পরীক্ষাকে সংক্ষেপে বলে পাজামো) তাই কেবল জিনের অন-অফ সুইচের গল্প ছিল না; এটি এমন এক প্রশ্ন তুলে দিয়েছিল, যার উত্তর খুঁজতে গিয়ে পুরো জীববিজ্ঞানের কাঠামোই বদলে যাওয়ার উপক্রম হলো। যদি ফ্যাক্টর এক্স সত্যিই থেকে থাকে, তবে তাকে খুঁজে বের করতে হবে। তার রাসায়নিক গঠন কী? সে কোথায় তৈরি হয়? কতক্ষণ টিকে থাকে? রাইবোজোমের সঙ্গেই তার সম্পর্ক কী?

জ্যাকব রহস্যময় অণুটির নাম দিলেন ফ্যাক্টর এক্স। এই নামের ভেতরেই ছিল এক অনিশ্চয়তা। এটি কোনো দৃশ্যমান অণু নয়, বরং ঘটনার যুক্তি মেলাতে গিয়ে তৈরি করা এক কাল্পনিক সেতু। এই প্রশ্নগুলোই বিজ্ঞানীদের নতুন এক দিগন্তের দিকে ঠেলে দিল। ফ্যাক্টর এক্স তখনো কোষে এক অদৃশ্য বাতাসের মতো; তার প্রভাব বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু তাকে দেখা যাচ্ছে না। ঠিক যেন কোনো ঘরে বাতাস বইছে, কিন্তু জানালাটা কোথায়, কেউ জানে না। বিজ্ঞানীরা তখন সেই জানালাটিরই সন্ধান শুরু করলেন। আর সেই অনুসন্ধানই তাঁদের নিয়ে গেল ভাইরাস বা ফেজ সংক্রমণের গবেষণায়, যেখানে প্রথমবারের মতো দেখা মিলল এক ক্ষণস্থায়ী আরএনএর, যা হুট করে তৈরি হয় এবং কাজ শেষে নিভে যায়। পাজামো পরীক্ষা সরাসরি মেসেঞ্জার আরএনএ আবিষ্কার করেনি ঠিকই, কিন্তু এটি সেই প্রশ্নটি তৈরি করে দিয়েছিল, যা ছাড়া ১৯৬০ সালের কেমব্রিজের সেই ঐতিহাসিক আলোচনা কখনোই সম্ভব হতো না। জিনের সেই অদৃশ্য বার্তাবাহক এমআরএনএর ধারণা এভাবেই ধীরে ধীরে ডানা মেলতে শুরু করল। সংক্রমণের পর ভাইরাসের ডিএনএ যখন কোষের নিয়ন্ত্রণ দখল করে নেয়, তখন ব্যাকটেরিয়ার নিজস্ব কাজকর্ম সব লাটে ওঠে। কোষটি তখন হয়ে যায় ভাইরাসের আজ্ঞাবহ দাস। ফেজ সংক্রমণ ও অস্থায়ী আরএনএ পাজামো পরীক্ষার পর যখন জিন ও প্রোটিনের মাঝখানে একটি অস্থায়ী সেতুর সম্ভাবনা নিয়ে বিজ্ঞানীরা চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু করেছেন, ঠিক তখনই ১৯৫৬ সালের একটি পুরোনো গবেষণার কথা তাঁদের মনে পড়ে যায়। এলিয়ট ভোলকিন এবং লাজারাস অ্যাস্ট্রাচান তখন ব্যাকটেরিওফেজ টি-টু নামক ভাইরাস নিয়ে কাজ করছিলেন। তাঁদের সেই কাজ সরাসরি মেসেঞ্জার শব্দটি উচ্চারণ না করলেও পরবর্তীকালে দেখা যায়, তাঁরা আসলে আধুনিক জীববিজ্ঞানের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় রহস্যটিরই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ভোলকিন ও অ্যাস্ট্রাচান দেখছিলেন, যখন একটি ভাইরাস ই. কোলাই ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে, তখন কোষের ভেতরে ঠিক কী ঘটে। সংক্রমণের পর ভাইরাসের ডিএনএ যখন কোষের নিয়ন্ত্রণ দখল করে নেয়, তখন ব্যাকটেরিয়ার নিজস্ব কাজকর্ম সব লাটে ওঠে। কোষটি তখন হয়ে যায় ভাইরাসের আজ্ঞাবহ দাস। তাঁরা লক্ষ করলেন, সংক্রমণের ঠিক পরপরই কোষে একধরনের নতুন আরএনএ তৈরি হচ্ছে। এই আরএনএর মধ্যে দুটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল: ১. এর রাসায়নিক গঠন ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএর সঙ্গে মেলে না, বরং হুবহু ভাইরাল ডিএনএর মতো। ২. এই আরএনএ অণুটি কোষের অন্যান্য উপাদানের মতো স্থায়ী নয়। এটি অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে তৈরি হয় এবং কাজ শেষে খুব দ্রুত ভেঙে যায়। তৎকালীন বিজ্ঞানীরা রাইবোজোম নিয়ে এত বেশি মগ্ন ছিলেন যে, এই ক্ষণস্থায়ী আরএনএর গুরুত্ব তখন কেউ সেভাবে বুঝতেই পারেননি। সবার ধারণা ছিল, রাইবোজোমাল আরএনএই বোধ হয় জিনের স্থায়ী নির্দেশ। ফলে ভোলকিন-অ্যাস্ট্রাচানের এই পর্যবেক্ষণটি তখন শুধু একটি বায়ো-কেমিক্যাল তথ্য হিসেবেই ধামাচাপা পড়ে গিয়েছিল। **লেখক: শিক্ষার্থী, রসায়ন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র: নেচার, প্রসিডিংস অব দ্য ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সেস, ভাইরোলজি, কোল্ড স্প্রিং হারবার ল্যাবরেটরি প্রেস এবং জার্নাল অব মলিকুলার বায়োলজি। ক্রমশঃ**

রামনগর ৫ নম্বরে বিজেপির প্রশিক্ষণ শিবিরের সূচনা করেন বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অমিত রক্ষিত এবং মেয়র দীপক মজুমদার।

জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি ও ঘাটতির জন্য কেন্দ্রের ব্যর্থতাই দায়ী: হর্ষবর্ধন সাপকালের অভিযোগ

মুম্বই, ২৮ মে (আইএএনএস): জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি এবং ঘাটতির জন্য সম্পূর্ণভাবে মোদী সরকারের ব্যর্থতাকেই দায়ী করলেন মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হর্ষবর্ধন সাপকাল। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, 'আত্মনির্ভরতা'র প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিকে কার্যত অবহেলা করেছে কেন্দ্র সরকার।

সাপকাল বলেন, "কোনও সুস্পষ্ট নীতির অভাবে পেট্রোল, ডিজেল, সিএনজি এবং এলপিজির দাম লাগামছাড়া বেড়েছে। জ্বালানির ঘাটতি আসন্ন ছিল, তা স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন। এখন তার খেসারত দিচ্ছেন দেশের সাধারণ মানুষ।"

তিনি আরও দাবি করেন, ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই মোদী সরকার ধারাবাহিকভাবে জ্বালানির দাম বাড়িয়ে চলেছে।

সাপকাল বলেন, "সরকারি এবং বেসরকারি তেল সংস্থাগুলি এই মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে বিপুল মুনাফা করেছে। সরকার যদি তেল সংগ্রহের জন্য একটি রিজার্ভ ফান্ড তৈরি করত, তা হলে এই পরিস্থিতি এড়ানো যেত। কিন্তু তার বদলে কর্পোরেট স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, যা বড় ধরনের দুর্নীতির সামিল।"

তিনি অভিযোগ করেন, জ্বালানি ও রান্নার গ্যাসের ঘাটতির ফলে হোটেল, রেস্তোরাঁ, ছোট ব্যবসা এবং সাধারণ পরিবারের রান্নাবান্নাও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কেন্দ্রের ভুল নীতির কারণেই দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

পেঁয়াজের মূল্য ও কৃষক সমস্যার প্রসঙ্গ টেনে সাপকাল বলেন, মহারাষ্ট্রের মন্ত্রিসভার প্রায় অর্ধেক সদস্য দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করলেও রাজ্যের জন্য কোনও কার্যকর সিদ্ধান্ত মেলেনি।

তিনি বলেন, "সরকার কুইন্টাল প্রতি ১,৫০০ টাকায় পেঁয়াজ কেনার কথা বলছে। কিন্তু কৃষকরা কুইন্টাল প্রতি ৩,০০০ টাকা দাম দাবি করছেন। পাশাপাশি নাফেডের মাধ্যমে পেঁয়াজ কেনা এবং কৃষকদের সম্পূর্ণ পেঁয়াজ মজুত ক্রয়ের দাবিও তুলেছেন।"

সাপকাল স্মরণ করিয়ে দেন, ২০১৪ সালে নাসিকে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী ক্ষমতায় এলে কৃষকদের কুইন্টাল প্রতি ২,৪০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে দেবেন্দ্র ফড়নবীসও একই ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বলে দাবি করেন তিনি।

কংগ্রেস নেতা বলেন, "এখন তারা মাত্র ১,৫০০ টাকার কথা বলছে, যা কৃষকদের সঙ্গে প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়।" কৃষকদের দাবি না মানা হলে কংগ্রেস নতুন করে আন্দোলনে নামবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

এছাড়াও সাপকাল অভিযোগ করেন, বিজেপির লক্ষ্য দেশে দাঙ্গার পরিবেশ তৈরি করে ২০২৯ সালে ফের ক্ষমতায় ফেরা। তাঁর মতে, বকরিদকে ঘিরে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা সেই বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিকল্পনারই অংশ।

তিনি বলেন, "বিজেপি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতিটি উৎসব ও অনুষ্ঠানকে হিন্দু-মুসলিম ইস্যুর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা করে।" একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, বকরিদ ইস্যুতে বিজেপির অবস্থানের কারণে পশুপালন নির্ভর লক্ষ লক্ষ কৃষকের কোটি কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।

ইডি গ্রেফতারের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসু, শুনানি ২৯ মে

কলকাতা, ২৮ মে (আইএএনএস): বহু কোটি টাকার পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) হাতে গ্রেফতার হওয়ার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের একক বিচারপতির অবকাশকালীন বেঞ্চে তিনি এই আবেদন করেন। জানা গিয়েছে, বিচারপতি শম্পা দত্ত পালের অবকাশকালীন বেঞ্চে শুক্রবার মামলাটির শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগনার বিধাননগর বিধানসভা কেন্দ্রের তিনবারের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক সুজিত বসু সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন।

গত ১১ মে রাতে প্রায় ১০ ঘণ্টার ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেফতার করে ইডি। উল্লেখ্য, ৪ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার সাত দিন পর এই গ্রেফতারি হয়।

বৃহস্পতিবার তাঁর আইনজীবী গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আবেদন জমা দেন এবং আদালত সেই আবেদন গ্রহণ করে। শুক্রবার এই মামলার প্রথম শুনানির দিন ধার্য হয়েছে।

এর আগে একাধিকবার সুজিত বসুকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ইডি। বিধানসভা নির্বাচনের আগেও তাঁকে বহুবার তলব করা হয়েছিল। তবে নির্বাচনী প্রচারের ব্যস্ততার কারণ দেখিয়ে তিনি হাজিরা এড়িয়ে যান।

ফল প্রকাশের পর তিনি দু'বার ইডির সামনে হাজিরা দেন। দ্বিতীয়বার হাজিরার পর ১১ মে রাতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। বর্তমানে তিনি ইডি হেফাজতে রয়েছেন।

ইডির অভিযোগ, উত্তর ২৪ পরগনার দক্ষিণ দমদম পুরসভায় বিভিন্ন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে অযোগ্য প্রার্থীদের টাকা নিয়ে সুপারিশ করেছিলেন সুজিত বসু। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, প্রায় ১৫০ জন অযোগ্য প্রার্থীর নিয়োগে সুপারিশ করে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেছিলেন তিনি।

গ্রেফতারের আগে সুজিত বসুর অফিস ও বাড়িতেও তল্লাশি চালায় ইডি। পাশাপাশি তাঁর ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খতিয়ে দেখে একাধিক সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের হদিস পেয়েছে বলে দাবি সংস্থার। ইডির আরও দাবি, সুজিত বসুর মালিকানাধীন একটি রেস্তোরাঁ ২০২০ সালের কোভিড লকডাউনের সময় বন্ধ থাকা সত্ত্বেও কোটি কোটি টাকা আয় দেখিয়েছে।কলকাতার বিশেষ প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ) আদালতে ইডির আইনজীবী দাবি করেন, লকডাউনের সময় ওই রেস্তোরাঁর অ্যাকাউন্টে ১.১ কোটি টাকা জমা পড়েছিল। পাশাপাশি সুজিত বসুর ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টেও ২.২ কোটি টাকা স্থানান্তরিত হয়েছিল বলে তদন্তকারীদের দাবি।

দিল্লি বিধানসভার জার্নাল ও কেন্দ্রীয় আইনসভা বিতর্কের ৮৯ খণ্ড প্রকাশ করলেন ওম বিড়লা

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (আইএএনএস): লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বৃহস্পতিবার দিল্লি বিধানসভার ত্রৈমাসিক জার্নাল 'বিধান-চেতনা'র প্রথম সংখ্যা এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার (১৯২৪-১৯৩০) কার্যবিবরণীর ৮৯টি খণ্ড প্রকাশ করলেন। তিনি বলেন, এই উদ্যোগ গণতান্ত্রিক আলোচনা, সংসদীয় গবেষণা ও আদর্শগত সংলাপকে নতুন দিশা দেবে।

দিল্লি বিধানসভায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে ওম বিড়লা বলেন, "আলোচনা, যুক্তি এবং জ্ঞানভিত্তিক বিতর্কই গণতন্ত্রের প্রকৃত শক্তি। এই ঐতিহাসিক প্রকাশনা নতুন প্রজন্মকে সাংবিধানিক ঐতিহ্য, সংসদীয় পরম্পরা এবং জাতি গঠনের মূল্যবোধের সঙ্গে যুক্ত করবে। এর ফলে ভারতের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ আরও শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ হবে।"

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সংসদীয় ও সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, দিল্লির মন্ত্রী প্রবেশ সাহিব সিং এবং একাধিক বিধায়ক।

এক্স হ্যান্ডলে ওম বিড়লা লেখেন, "দিল্লি বিধানসভার ঐতিহাসিক ভবনে কেন্দ্রীয় আইনসভার (১৯২৪-১৯৩০) কার্যবিবরণীর ৮৯টি খণ্ড এবং ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'বিধান-চেতনা'র প্রথম সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি এবং বক্তব্য রেখেছি।"

তিনি আরও বলেন, "দিল্লি বিধানসভার তরফে কেন্দ্রীয় আইনসভার ৪০৭টি ঐতিহাসিক বৈঠকের কার্যবিবরণী ৮৯ খণ্ডে এবং ৩২,৩৭৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা ভারতের সংসদীয় ঐতিহ্য, গণতান্ত্রিক চেতনা এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এক অনন্য ও দূরদর্শী পদক্ষেপ।"

বিড়লা বলেন, পুরনো সচিবালয়ের এই ঐতিহাসিক ভবনের দেওয়ালগুলি স্বাধীনতা আন্দোলন, আদর্শগত বিতর্ক এবং জাতি গঠনের সংকল্পের সাক্ষী। সেই ইতিহাস আজও এই অমূল্য কার্যবিবরণী ও নথিপত্রে প্রতিফলিত হচ্ছে।

তিনি উল্লেখ করেন, "এই কার্যবিবরণীতে কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রথম ভারতীয় সভাপতি বিখলভাই প্যাটেলের নিরপেক্ষ নেতৃত্ব, মহামনা পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের দেশপ্রেম, পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায়ের গর্জন, বিপিনচন্দ্র পালের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা এবং মাধব শ্রীহরি আনেয়-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের আদর্শগত মনের ছাপ স্পষ্ট।"

উল্লেখ্য, বিখলভাই প্যাটেল ছিলেন কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রথম ভারতীয় সভাপতি, যা পরবর্তীতে আধুনিক লোকসভার পূর্বসূরি হিসেবে পরিচিত হয়।

লোকসভার স্পিকার বলেন, সভাপতির দায়িত্ব পালনে নিরপেক্ষতা, স্বশাসন এবং সংসদীয় শৃঙ্খলার যে ঐতিহ্য বিখলভাই প্যাটেল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা আজও দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে অনুপ্রেরণা।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দিল্লি বিধানসভার স্পিকার বিজেন্দর গুপ্ত। তিনি বলেন, এই ঐতিহাসিক উদ্যোগ ভারতের সমৃদ্ধ সংসদীয় ঐতিহ্য ও আধুনিক আইন প্রণয়ন ব্যবস্থার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন তৈরি করেছে।

বিজেন্দর গুপ্ত আরও বলেন, এই অনুষ্ঠান প্রমাণ করে যে প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস সংরক্ষণের পাশাপাশি আধুনিক গণতান্ত্রিক আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিও গভীর দায়বদ্ধতা রয়েছে।

তৃণমূলের মুখপাত্র পদ থেকে ইস্তফা অরূপ চক্রবর্তীর

কলকাতা, ২৮ মে (আইএএনএস): তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র পদ থেকে ইস্তফা দিলেন দলের কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী। বৃহস্পতিবার তিনি দলীয় নেতৃত্বের কাছে ই-মেলের মাধ্যমে নিজের পদত্যাগপত্র পাঠান।

ইস্তফাপত্রে তিনি জানান, ব্যক্তিগত কারণেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পাশাপাশি, তাঁকে এই দায়িত্ব দেওয়ার জন্য দলীয় নেতৃত্বের প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন তিনি।

এর আগে বুধবার কলকাতা পুরসভার (কেএমসি) অ্যাকাউন্টস কমিটির সদস্য পদ থেকেও ইস্তফা দেন অরূপ চক্রবর্তী।

বৃহস্পতিবার দুপুর প্রায় ১টা নাগাদ তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে পাঠানো ই-মেলে অরূপ চক্রবর্তী লেখেন, "দলের হয়ে এই দায়িত্ব পালন করতে পেরে আমি গর্বিত। যতদিন এই দায়িত্বে ছিলাম, ততদিন মানুষের কাছে এবং সংবাদমাধ্যমের সামনে দলের আদর্শ, মূল্যবোধ ও দর্শন তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।"

তিনি আরও লেখেন, "দলীয় নেতৃত্ব আমার উপর যে আস্থা রেখেছেন এবং আমাকে এই দায়িত্ব দিয়েছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।"

কলকাতা পুরসভার ৯৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী জানান, ব্যক্তিগত কারণেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বুধবার তিনি কলকাতা পুরসভার অ্যাকাউন্টস কমিটির সদস্য পদ থেকে ইস্তফাপত্র জমা দেন পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডের কাছে। এদিন তৃণমূলের আরও এক কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষও তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বরো নম্বর ১২-র চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেন।

পরে দুই নেতাই কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের কাছেও নিজেদের পদত্যাগপত্র জমা দেন। তবে দু'জনেই স্পষ্ট করে জানান, তাঁরা কাউন্সিলর পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছেন না। শুধুমাত্র পুরসভার নির্দিষ্ট দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন।

পরে সাংবাদিক বৈঠকে অরূপ চক্রবর্তী বলেন, "বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রত্যাশিত হয়নি। তবে মানুষের রায়কে গুরুত্ব দিতেই হবে। যদি আমরা পরাজয় মেনে নিতে না পারি, তা হলে আগের জয়ও মিথ্যে হয়ে যায়। এখন দলের কর্মীরা বিপদের মধ্যে রয়েছেন। এতদিন যারা মন্ত্রী ছিলেন, তাঁরা এখন কোথায়?"

এদিনই তৃণমূল নেতা ও চিকিৎসক শান্তনু সেনও দলীয় মুখপাত্র পদ থেকে ইস্তফা দেন। তিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়ে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানান।

প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ শান্তনু সেন বলেন, বিধানসভা নির্বাচনে মানুষের রায় মেনে নিয়েই তিনি এই পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় মুখপাত্র পদ থেকে ইস্তফা শান্তনু সেনের

কলকাতা, ২৮ মে (আইএএনএস): তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় মুখপাত্র পদ থেকে ইস্তফা দিলেন চিকিৎসক ও দলের নেতা শান্তনু সেন। তা নিয়ে তৃণমূলের অস্বস্তি তৈরি হয়েছিল বলে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়।

এরপর বুধবার আরজি কর কাণ্ড নিয়েও মুখ খোলেন তিনি। নতুন সরকারকে তদন্তে সবরকম সাহায্য করতে প্রস্তুত বলেও জানান।

শান্তনু সেন বলেন, "দলের মুখপাত্র হিসেবে অনেক অনৈতিক কাজকে সমর্থন করতে হয়েছে। মন থেকে না মানলেও সেগুলি করতে হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের ফল থেকেই স্পষ্ট, মানুষ আরজি কর কাণ্ড বা নিয়োগ দুর্নীতিকে মেনে নেয়নি। মানুষের সেই রায়কে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তাই আমি ইস্তফা দিয়েছি।"

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, "দলের জন্মলগ্ন থেকে আমি তৃণমূলের একজন বিশ্বস্ত সৈনিক হিসেবে কাজ করেছি। দল যখনই প্রয়োজন বোধ করেছে, নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।"

তিনি আরও লেখেন, "মন সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে এবং নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ধন্যবাদ জানিয়ে পোস্ট করেছিলেন শান্তনু সেন। তা নিয়ে তৃণমূলের অস্বস্তি তৈরি হয়েছিল বলে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়।

এরপর বুধবার আরজি কর কাণ্ড নিয়েও মুখ খোলেন তিনি। নতুন সরকারকে তদন্তে সবরকম সাহায্য করতে প্রস্তুত বলেও জানান।

শান্তনু সেন বলেন, "দলের মুখপাত্র হিসেবে অনেক অনৈতিক কাজকে সমর্থন করতে হয়েছে। মন থেকে না মানলেও সেগুলি করতে হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের ফল থেকেই স্পষ্ট, মানুষ আরজি কর কাণ্ড বা নিয়োগ দুর্নীতিকে মেনে নেয়নি। মানুষের সেই রায়কে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তাই আমি ইস্তফা দিয়েছি।"

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, "দলের জন্মলগ্ন থেকে আমি তৃণমূলের একজন বিশ্বস্ত সৈনিক হিসেবে কাজ করেছি। দল যখনই প্রয়োজন বোধ করেছে, নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।"

তিনি আরও লেখেন, "মন থেকে সমর্থন না থাকলেও, বিভিন্ন কঠিন সময়ে দলের হয়ে প্রকাশ্যে সংবাদমাধ্যমে বহু বিতর্কিত ইস্যুতে লড়াই করেছি। সেই কারণে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অনেক কথা শুনতে হয়েছে। কিন্তু এখন আরজি কর কাণ্ড, চাকরি দুর্নীতি-সহ বিভিন্ন অনৈতিক কাজ ও দুর্নীতির জন্য মানুষ আমাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই এই অবস্থায় মুখপাত্র হিসেবে সেইসব বিষয়কে সমর্থন করতে আমার বিবেক সায় দিচ্ছে না। মানুষের রায়কে সম্মান জানিয়েই আমি তৃণমূলের সর্বভারতীয় মুখপাত্র পদ থেকে ইস্তফা দিতে চাই।"

উল্লেখ্য, সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। বিজেপি পেয়েছে ২০৮টি আসন, অন্যদিকে তৃণমূল পেয়েছে ৮০টি আসন। নির্বাচনী বিপর্যয়ের পর থেকেই তৃণমূলের অন্দরে অসন্তোষ ও বিদ্রোহের সুর শোনা যাচ্ছে। একের পর এক নেতা প্রকাশ্যে দলের সমালোচনা করছেন। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি ও তোলাবাজির অভিযোগে মানুষ ক্ষুব্ধ হয়েই এই রায় দিয়েছে বলেও দলের মধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে।

কেরলে ইডি অভিযানে 'পরিকল্পিত হামলা' তত্ত্ব খারিজ সিপিআই(এম)-এর কংগ্রেসকেও তোপ বৃন্দা কারাটের

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (আইএএনএস): কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের বাড়িতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) তল্লাশিকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির মাঝে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানাল সিপিআই(এম)। দলের প্রবীণ নেত্রী বৃন্দা কারাট বৃহস্পতিবার দাবি করেন, সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ও প্রতিবাদকে ইডি 'পরিকল্পিত হামলা' বলে তুলে ধরার চেষ্টা করছে, যা সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর।

একই সঙ্গে কেরলের শাসক কংগ্রেসকেও কটাক্ষ করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, সিপিআই(এম)-এর নেতৃত্বকে হেয় ও দুর্বল করতে কংগ্রেস বিজেপির সঙ্গে যোগসাজশ করে কাজ করছে।

আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বৃন্দা কারাট বলেন, "ইডির তল্লাশির বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ ছিল সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু তদন্তকারী সংস্থা সেটিকে পরিকল্পিত হামলা হিসেবে তুলে ধরছে।"

তিনি বলেন, "যদি সত্যিই ইডির উপর হামলার পরিকল্পনা করা হত, তা হলে গোটা কেরলজুড়ে যেখানে যেখানে তল্লাশি হয়েছে, সেখানেই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু তা হয়নি। এটিই প্রমাণ করে যে মানুষের ক্ষোভ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ফেটে পড়েছিল।"

বৃন্দা কারাট আরও অভিযোগ করেন, পিনারাই বিজয়নের বাড়ি ও অফিসে ইডির তল্লাশি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাঁর দাবি, বিরোধী শিবিরের একজন প্রবীণ নেতাকে ভয় দেখানো, অপমান করা এবং চাপে রাখতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, "পিনারাই বিজয়নের মেয়ের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ সাজানো।"

উল্লেখ্য, ইডির অভিযানের পর বুধবার দিল্লিতে সিপিআই(এম)-এর কর্মী-সমর্থকরা প্রতিবাদে রাস্তায় নামেন। বৃন্দা কারাটও সেই বিক্ষোভে অংশ নেন। পরে দিল্লি পুলিশ তাঁদের আটক করে। বাম নেতৃত্বের অভিযোগ, কেন্দ্র সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইডিকে ব্যবহার করছে।

কেরলে বিক্ষোভ ঘিরে হিংসার প্রসঙ্গে বৃন্দা কারাট বলেন, "পিনারাই বিজয়ন অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সম্মানিত নেতা। তাঁকে অন্যায়ভাবে নিশানা করা হলে মানুষের ক্ষোভ তৈরি হওয়াই স্বাভাবিক।"

তিনি দাবি করেন, "ইডি যে এটিকে পরিকল্পিত হামলা বলছে, তা সম্পূর্ণ ভুল। যদি তা পরিকল্পিত হত, তবে কেরলের সর্বত্র ইডির দল একই ধরনের প্রতিক্রিয়ার মুখে পড়ত।"

এই তল্লাশি ঘিরে সিপিআই(এম) এবং কংগ্রেসের মধ্যে নতুন করে রাজনৈতিক সংঘাতও শুরু হয়েছে।

ইডির অভিযানের পর পিনারাই বিজয়ন মন্তব্য করেছিলেন, "এবার নিশ্চয়ই রাহুল গান্ধী খুশি হবেন।" তিনি কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সেই প্রশ্নের প্রসঙ্গ টানেন, যেখানে রাহুল জানতে চেয়েছিলেন কেন সিএমআরএল-এক্সালজিক আর্থিক লেনদেন মামলায় এখনও পিনারাই বিজয়নের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি ইডি।

এই প্রসঙ্গে বৃন্দা কারাট বলেন, "কংগ্রেস নেতাদের সাম্প্রতিক মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট, তারা বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করছে।" তিনি আরও বলেন, "সিপিআই(এম)-এর নেতৃত্বকে হেয় করার এই চেষ্টা সফল হবে না। আমাদের দল অতীতেও বহু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে, ভবিষ্যতেও এই ধরনের সস্তা রাজনৈতিক কৌশলের কাছে মাথা নত করবে না।"

দাবি আদায়ে আন্দোলনের হুশিয়ারি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকা সমিতির। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় গমের আটার ভূমিকা অনস্বীকার্য

ভারতীয়দের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় গমের আটার ভূমিকা অনস্বীকার্য। সকালের জলখাবারের নরম রুটি থেকে শুরু করে রাতের গরম পরোটাআটা ছাড়া আমাদের একদিনও চলে না। তবে ইদানীং সোশ্যাল মিডিয়ায় ফিটনেসপ্রেমীদের মধ্যে একটি নতুন ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে, যার নাম 'নো হুইট ফ্লাওয়ার' বা আটা বর্জন। বহু ডায়েটিশিয়ান ও ফিটনেস ফ্রিক এখন আটাকে ডায়েট থেকে পুরোপুরি বাদ দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। তাঁদের দাবি, গমের আটা খেলে ওজনের পাশাপাশি শরীরে মেদ বাড়ে এবং নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু সত্যিই কি আটার রুটি খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর? এটি কি সত্যিই রোগের ঝুঁকি বাড়ায়?

আপনিও যদি এই দ্বিধায় ভুগে থাকেন, তবে এই প্রতিবেদনটি আপনার জন্য। এই বিষয়ে ফোর্টিস হাসপাতালের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ শুভম বৎসল জানিয়েছেন, গমের আটা স্বাস্থ্যের জন্য সরাসরি ক্ষতিকর নয়। তবে এটি ভুল পরিমাণে এবং ভুল উপায়ে খেলে শরীরে একাধিক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা সাইড ইফেক্ট দেখা দিতে পারে।

ঠিক কী বলছেন বিশেষজ্ঞ? ডাঃ শুভম বৎসল জানান, গম সবার শরীরের জন্য ক্ষতিকর নয়। তবে হ্যাঁ, যদি এটি ভুল উপায়ে এবং অতিরিক্ত মাত্রায় খাওয়া হয়, তবে শরীরের ক্ষতি হতে পারে। প্রথমত মনে রাখা দরকার, গম হল একটি 'কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট' যার মধ্যে গ্লুটেন -এর মাত্রা অনেক বেশি থাকে। তাই যাঁরা গ্লুটেন-অ্যালার্জি বা সিলিয়াক ডিজিজে ভুগছেন, তাঁদের আটা এড়িয়ে চলাই উচিত।

আটার রুটি কেন ক্ষতিকর হতে পারে?

বিশেষজ্ঞের মতে, আপনি যদি প্রতিদিন তিন বেলা বা অতিরিক্ত মাত্রায় আটার রুটি খান, তবে তা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক প্রমাণিত হতে পারে। কারণ,আটার রুটি খাওয়ার পর রক্তে হঠাৎ করে শর্করার মাত্রা বা সুগার স্পাইক হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে একটানা এমনটা চলতে থাকলে তা ওজন বৃদ্ধি এবং 'ফ্যাটি লিভার'-এর অন্যতম বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তাহলে আটা খাওয়ার সঠিক নিয়ম কী?

তার মানে এই নয় যে, আজ থেকেই ডায়েট থেকে আটাকে পুরোপুরি ছেঁটে ফেলতে হবে। এর জন্য কিছু স্বাস্থ্যকর বিকল্প বেছে নেওয়া যেতে পারে। আটার পরিমাণ কমিয়ে তার সঙ্গে অন্য কোনও পুষ্টিকর শস্যের আটা মিশিয়ে নিলে এর 'গ্লাইসেমিক ইনডেক্স' অনেকটাই কমে যায়।

ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য: আপনি যদি সুগারের রোগী হন, তবে গমের আটার সঙ্গে জোয়ারের আটা মিশিয়ে রুটি তৈরি করুন। এতে সুগার নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

প্রোটিনের ঘাটতি মেটাতে: শরীরে প্রোটিনের মাত্রা বাড়াতে চাইলে গমের আটার সঙ্গে বাজরার আটা মেশানো অত্যন্ত উপকারী হতে পারে।

অ্যানিমিয়া বা আয়রনের ঘাটতি দূর করতে: শরীরে রক্তের বা আয়রনের অভাব থাকলে রাগির আটা মেশানো সবচেয়ে সেরা বিকল্প। জোয়ার, বাজরা এবং রাগিএই তিনটি শস্যই অত্যন্ত পুষ্টিগুণে ভরপুর। এগুলো গমের আটার সঙ্গে মিশিয়ে 'মাল্টিগ্রেন' বানিয়ে খেলে ওজন যেমন দ্রুত কমবে, তেমনই প্রোটিন ও আয়রনের ঘাটতিও দূর হবে। তাই অন্ধভাবে আটা খাওয়া বন্ধ না করে, খাওয়ার অভ্যাসে একটু বদল আনুনতাতেই সুস্থ থাকবে শরীর!

কোন কোন উপসর্গ দেখলে বুঝবেন হিট স্ট্রোক হতে পারে

তীব্র দাবদহে পুড়ছে দোটা দেশে। মৌসম ভবনের তরফে ইতিমধ্যেই তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে একাধিক রাজ্যে। ভয়ঙ্কর এই গরমে শরীরের যত্ন না নিলেই যে 'হিট স্ট্রোক'-এর মতো বিপজ্জনক পরিস্থিতির শিকার হতে হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাইরের আচ্ছাদন যেমন ছাতা, প্রয়োজনীয় পোশাকের দরকার তো আছেই সঙ্গে শরীরের ভেতরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 'হিট স্ট্রোক'-এর মতো বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে শরীর নিজের তাপমাত্রা আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। সঠিক সময়ে নজর না দিলে মস্তিষ্ক, কিডনি এবং হার্টের মতো শরীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলি বিকল হয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে শিশু, বয়স্ক এবং যারা রোদে কায়িক পরিশ্রম করেন, তাদের ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি থাকে। গ্রীষ্মকালে আমাদের রোজকার কিছু ভুল অভ্যাস আবার এই হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। যেমন, গরমে শরীর থেকে প্রচুর জল ঘাম হয়ে বেরিয়ে গেলেও পর্যাপ্ত পরিমাণে জল না খাওয়ার ফলে শরীর দ্রুত ডিহাইড্রেটেড হয়ে যায়। এছাড়া খালি পেটে বাড়ি থেকে বের হওয়া, দুপুরের তীব্র রোদে দীর্ঘক্ষণ থাকা বা খুব বেশি

পরিশ্রমের কাজ করলেও শরীরের তাপমাত্রা হঠাৎ বেড়ে যেতে পারে। অনেকে এই গরমেও ভারী বা আঁটসাঁট পোশাক পরেন, যা শরীরকে ঠান্ডা হতে বাধা দেয়। আবার রোদ থেকে ফিরেই সঙ্গে সঙ্গে খুব ঠান্ডা জল বা বরফ দেওয়া পানীয় খেলে শরীরের ভেতরের তাপমাত্রার ভারসাম্য মুহূর্তেই বিগড়ে যায়। তাতেও বাড়ে বিপদ।

তবে হিট স্ট্রোক হওয়ার আগে শরীরে কিছু নির্দিষ্ট উপসর্গ দেখা যায়। সেগুলো কখনওই অবহেলা করা ঠিক নয়। প্রাথমিক লক্ষণ হিসেবে শরীরে তীব্র জ্বর জ্বর ভাব, মাথা ঘোরা, চরম ক্লান্তি, মাথাব্যথা এবং বমি বমি ভাব দেখা দিতে পারে। পরিস্থিতি আরও জটিল হলে আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে মানসিক বিভ্রান্তিও তৈরি হয়। কথা জড়িয়ে যাওয়া, শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যাও দেখা যায়। বিশেষ করে যদি বুক ধড়ফড়ানি হঠাৎ বেড়ে যায়, আচমকা ঘাম হওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় কিংবা রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়েন, তবে বুঝতে হবে পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর। তখন সময় নষ্ট না করে অবিলম্বে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন।

লিচুতে লুকিয়ে আছে বড় বিপদ

তীব্র গরমে বাজারে তরমুজ, আমের পাশাপাশি যে ফলটির দিকে আমজনতার নজর সবচেয়ে বেশি থাকে, তা হল রসে টইটম্বুর ও মিষ্টি লিচু। গ্রীষ্মের এই ফলটি কেবল খেতেই সুস্বাদু নয়, বরং পুষ্টিগুণেও ভরপুর। লিচুতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, ফাইবার, পটাসিয়াম এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা শরীরকে হাইড্রেটেড রাখার পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (Immunity) বাড়াতে সাহায্য করে। আর এই কারণেই গরমে আট থেকে আশিসবাই চুটিয়ে লিচু উপভোগ করেন। কিন্তু আপনি কি জানেন, অতিরিক্ত লিচু খাওয়া আপনার স্বাস্থ্যের জন্য বড় বিপদের কারণ হতে পারে? বিশেষ করে খালি পেটে বা একসঙ্গে অনেক লিচু খেলে শরীরের ওপর এর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, লিচুর মধ্যে এমন কিছু প্রাকৃতিক উপাদান বা টক্সিন থাকে যা সরাসরি আমাদের ব্লাড সুগার লেভেলকে প্রভাবিত করে। যার ফলে হঠাৎ শরীর দুর্বল হয়ে যাওয়া, মাথা ঘোরার মতো একাধিক স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই শরীরকে সুস্থ রেখে লিচুর আসল স্বাদ ও ফায়দা পেতে হলে এটি কখন, কতটা এবং কীভাবে খাওয়া উচিত, তা জেনে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

অতিরিক্ত লিচু খেলে ঠিক কী কী ক্ষতি হতে পারে?

আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ ডক্টর কিরণ গুপ্তা জানিয়েছেন, পরিমিত পরিমাণে লিচু খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য অবশ্যই ভালো। তবে কেউ যদি পরিমাণের চেয়ে বেশি লিচু খেয়ে ফেলেন, তবে রক্তে শর্করার মাত্রা বা ব্লাড সুগার অস্বাভাবিকভাবে ওঠানামা করতে পারে। বিশেষ করে খালি পেটে লিচু খাওয়া সবচেয়ে বিপজ্জনক। এর ফলে হঠাৎই শরীরে তীব্র দুর্বলতা, মাথাধরা, মাথা ঘোরা এবং মারাত্মক ক্লান্তি দেখা দিতে পারে। শুধু তাই নয়, অতিরিক্ত লিচু খাওয়ার ফলে পেট ব্যথা, গ্যাস, অম্বল, ডায়েরিয়া এবং ত্বকে অ্যালার্জির মতো সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

লিচু খাওয়ার সঠিক নিয়ম কী? বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী, লিচু সবসময় একটি নির্দিষ্ট সীমায় রেখে খাওয়া উচিত। একজন সুস্থ ব্যক্তি সারাদিনে সর্বোচ্চ ৮ থেকে ১০টি লিচু খেতে পারেন। এর বেশি না খাওয়াই শ্রেয়। খাওয়ার আগে লিচু জল দিয়ে খুব ভালো করে ধুয়ে নেওয়া জরুরি, যাতে এর খোসায় থাকা কোনো রাসায়নিক বা জীবাণু পেটে না যায়।

কখনোই সকালবেলা বা অন্য কোনও সময়ে খালি পেটে লিচু খাবেন না। শিশুদের ক্ষেত্রেও এই নিয়মটি কড়াভাবে বজায় রাখতে হবে, তাদের কখনই খালি পেটে লিচু দেবেন না। ফ্রিজে রাখা ঠাণ্ডা লিচু সরাসরি বের করেই খাবেন না। ফ্রিজ থেকে বের করার পর কিছুক্ষণ বাইরে রেখে তা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এলে তবেই খাওয়া উচিত। যাঁদের লিচু থেকে দূরে থাকা উচিত--- কিছু নির্দিষ্ট শারীরিক সমস্যা থাকলে লিচু এড়িয়ে চলাই ভালো, অথবা খাওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত: ১. ডায়াবেটিস রোগী: যাঁরা মধুমেহ বা উচ্চ রক্ত শর্করার সমস্যায় ভুগছেন। ২. লো ব্লাড সুগার: যাঁদের রক্তে শর্করার মাত্রা এমনিতেই কম থাকে (Hypoglycemia)। ৩. অ্যালার্জির সমস্যা: যাঁদের চট করে বিভিন্ন খাবারে অ্যালার্জি হয়ে যায়। ৪. হজমের সমস্যা: যাঁদের হজমশক্তি দুর্বল বা প্রায়শই পেটের গোলমাল লেগে থাকে, তাঁদের অতিরিক্ত লিচু থেকে দূরে থাকা উচিত। সুতরাং, গরমের এই রসালো ফলটি অবশ্যই খান, তবে পরিমাপ বজায় রেখে। রসনা তৃপ্তির চক্করে নিজের স্বাস্থ্যকে ঝুঁকিতে ফেলবেন না!

ফর্মালিন মেশানো মাছ স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর

বাজারে তাজা মাছ দেখে কিনলেও তাতে ফর্মালিন মেশানো থাকতে পারে, যা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। দীর্ঘক্ষণ মাছ ভালো রাখতে অসাধু ব্যবসায়ীরা এই রাসায়নিক ব্যবহার করে থাকেন, যা থেকে ক্যানসারের মতো রোগ হতে পারে। তবে বাড়িতে বসেই সহজ কিছু ঘরোয়া পদ্ধতিতে মাছের এই বিষাক্ত পদার্থ পুরোপুরি দূর করা সম্ভব।

বাজার থেকে মাছ কিনে আনার পর প্রথমেই কলের ঠান্ডা জলে অন্তত দশ থেকে পনেরো মিনিট ভালো করে ধুয়ে নিন। বিজ্ঞানীরা বলছেন, টানা জলের স্রোতে ধুলে মাছের গায়ে লেগে থাকা রাসায়নিকের অনেকটাই ধুয়ে গিয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া যায়। মাছ রান্নার আগে এই প্রাথমিক ধাপটি কোনও অবস্থাতেই এড়িয়ে যাবেন না। ফর্মালিন দূর করার অন্যতম সেরা উপায় হল লবণ-জলের মিশ্রণ ব্যবহার করা। একটি বড় পাত্রে জলের সঙ্গে বেশ খানিকটা লবণ মিশিয়ে তাতে মাছগুলো অন্তত পনেরো মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। এরপর সাধারণ জলে আরও একবার ধুয়ে নিলে রাসায়নিকের প্রভাব প্রায় থাকে না বললেই চলে। ভিনিগার অত্যন্ত কার্যকর একটি উপাদান যা মাছের গায়ের বিষাক্ত পদার্থ নষ্ট করতে সাহায্য করে। এক বাটি জলের সঙ্গে সামান্য ভিনিগার মিশিয়ে মাছগুলো ডুবিয়ে রাখুন এবং কিছুক্ষণ পর পরিষ্কার জলে ধুয়ে ফেলুন। এতে মাছের আঁশটে গন্ধ দূর হওয়ার পাশাপাশি রাসায়নিকের ভয়ও পুরোপুরি কেটে যায়। বাড়িতে ভিনিগার না থাকলে পাতিলেবুর রস ব্যবহার করতে পারেন, কারণ লেবুর অ্যাসিডিক গুণ ফর্মালিন কাটায়। জলের মধ্যে বেশ কিছুটা লেবুর রস মিশিয়ে সেই মিশ্রণে মাছ ভিজিয়ে রাখলে দারুণ উপকার পাওয়া যায়। এরপর সাধারণ জলে ধুয়ে নিলে সেই মাছ আপনার এবং আপনার পরিবারের রান্নার জন্য পুরোপুরি নিরাপদ হয়ে উঠবে।

হলুদ শুধু রান্নার স্বাদ বাড়ায় না, এটি মাছ থেকে ক্ষতিকর পদার্থ দূর করতেও সমানভাবে কার্যকরী। মাছ কাটার পর তাতে সামান্য হলুদ গুঁড়ো মাখিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিন, তারপর পরিষ্কার জলে ভালো করে ধুয়ে নিন। এই পদ্ধতিতে মাছের গায়ে লেগে থাকা জীবাণু ও রাসায়নিক নষ্ট হয়ে যায় এবং মাছ সতেজ থাকে। চাল ধোয়া জল দিয়ে মাছ পরিষ্কার করার রেওয়াজ আমাদের দেশে বহু পুরোনো এবং এটি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। চাল ধোয়া জলে মাছ ডুবিয়ে রাখলে এর মধ্যে থাকা স্টার্চ রাসায়নিক পদার্থ শুষে নিতে সাহায্য করে। প্রায় দশ মিনিট পর এই জল ফেলে দিয়ে পরিষ্কার জলে মাছ ধুয়ে নিলে আর বিষাক্ত পদার্থের ভয় থাকে না। উপরোক্ত যে কোনও একটি পদ্ধতি অনুসরণ করার পর মাছটিকে সঠিকভাবে এবং উচ্চ তাপমাত্রায় রান্না করা জরুরি। সঠিকভাবে ফুটিয়ে রান্না করলে মাছের ভেতরে থাকা অবশিষ্ট জীবাণু বা রাসায়নিক পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। তাই সুস্থ থাকতে বাজার থেকে আনা মাছ সরাসরি রান্নার বদলে এই নিয়মগুলো কখনও এড়িয়ে যাবেন না।

কিছু খাবার ফ্রিজে রাখলে বিষাক্ত হয়ে উঠতে পারে

বাজার থেকে খাবার এনেই সোজা ফ্রিজে ঢুকিয়ে দেওয়ার অভ্যাস আমাদের অনেকেরই আছে। কিন্তু এমন বেশ কিছু খাবার রয়েছে যা ফ্রিজে রাখলে উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়। পুষ্টিগুণ নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি সেগুলি আমাদের শরীরের জন্য মারাত্মক বিষাক্তও হয়ে উঠতে পারে।

আলুর স্টার্চ ফ্রিজের ঠান্ডা তাপমাত্রায় খুব দ্রুত শর্করায় পরিণত হতে শুরু করে। পরে এই আলু রান্না করলে বা ভাজলে তা থেকে অ্যাক্রিলামাইড নামক ক্ষতিকর রাসায়নিক তৈরি হয়। তাই আলু কখনও ফ্রিজে না রেখে বাইরের সাধারণ তাপমাত্রায় খোলা জায়গায় রাখা উচিত।

ফ্রিজের ভেতরের আর্দ্রতা পেঁয়াজকে খুব দ্রুত নরম করে দেয় এবং এতে ছত্রাক জন্মাতে পারে। এর ফলে পেঁয়াজের নিজস্ব স্বাদ ও পুষ্টিগুণ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। তাই পেঁয়াজ সব সময় আলো-বাতাস চলাচল করে এমন শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করা উচিত। রসুনের ক্ষেত্রেও ফ্রিজের ঠান্ডা পরিবেশ বেশ ক্ষতিকর, কারণ এতে রসুনের কোয়া তাড়াতাড়ি অঙ্কুরিত হয়। ভেতরে ভেতরে রসুন রাবারের মতো নরম হয়ে যায় এবং এতে বিষাক্ত ছত্রাক বাসা বাঁধতে পারে। অন্যান্য খাবারের সঙ্গে রসুন ফ্রিজে রাখলে তার উগ্র গন্ধ বাকি খাবারেও ছড়িয়ে পড়তে পারে।

অনেকেই মধু ভালো রাখার জন্য ফ্রিজে রেখে দেন, যা একেবারেই ভুল একটি ধারণা। ঠান্ডায় মধু খুব দ্রুত জমাট বেঁধে যায় এবং এর ভেতরে থাকা প্রাকৃতিক গুণাগুণ নষ্ট হতে শুরু করে। খাঁটি মধু বাইরের সাধারণ তাপমাত্রায় বছরের পর বছর রাখলেও তা কোনও দিন নষ্ট হয় না। টমেটো ফ্রিজে রাখলে এর ভেতরের কোষের গঠন ভেঙে যায়, ফলে তা দ্রুত নরম হয়ে পড়ে। এর স্বাদ ও গন্ধ যেমন নষ্ট হয়, তেমনই টমেটোর ভেতরের জরুরি পুষ্টিগুণও উধাও হয়ে যায়। স্যালাড বা রান্নার জন্য টমেটোর আসল স্বাদ পেতে হলে তা সব সময় বাইরেই রাখা ভালো।

ফ্রিজের অতিরিক্ত ঠান্ডায় অনেক খাবারের সেলুলার স্ট্রাকচার বা কোষের গঠন পুরোপুরি ভেঙে যায়। এর ফলে খাবারের ভেতরে থাকা উপকারী এনজাইমগুলো নষ্ট হয়ে বিষাক্ত উপাদানে পরিণত হতে পারে। তাই দীর্ঘমেয়াদি সুস্থতার জন্য সব খাবার একসঙ্গে ফ্রিজে জমিয়ে রাখার অভ্যাস আজই বদলানো প্রয়োজন। মনে রাখবেন, ফ্রিজ হল খাবার ভালো রাখার যন্ত্র, তবে সব ধরনের খাবারের জন্য তা উপযুক্ত নয়। না জেনে ভুল খাবার ফ্রিজে রাখলে তা পরিবারের সকলের স্বাস্থ্যের জন্যই মারাত্মক বিপদের কারণ হতে পারে। তাই আজই রান্নাঘর গুছিয়ে নিন এবং এই নির্দিষ্ট পাঁচটি খাবার ফ্রিজের বাইরে রাখার ব্যবস্থা করুন।

তেল ছাড়া চিক রান্নার এক অজানা পদ্ধতি

বাঙালি আর মুরগির মাংসের প্রেম যেন চিরন্তন, কিন্তু রোজ রোজ অতিরিক্ত তেল-মশলা দেওয়া খাবার শরীরের জন্য একেবারেই ভালো নয়। তবে স্বাস্থ্য সচেতন হতে গিয়ে সাধের মাংস থেকে দূরে থাকার কিন্তু কোনও প্রয়োজন নেই। আজ আপনাদের জন্য রইল এমন এক অজানা রেসিপি, যেখানে এক ফোঁটা তেল ছাড়াই অনায়াসে বানিয়ে ফেলতে পারবেন সুস্বাদু চিকেন।

এই রান্নার জন্য প্রথমেই ৫০০ গ্রাম চিকেন খুব ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে একটি পরিষ্কার পাত্রে রেখে দিন। এরপর মাংসের মধ্যে দু'চামচ টক দই, সামান্য হলুদ গুঁড়ো ও স্বাদমতো নুন দিয়ে খুব ভালো করে মাখিয়ে নিন। ম্যারিনেট করা এই মাংসটি অন্তত আধ ঘণ্টার জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে দিলে মশলাগুলো দারুণভাবে মাংসের ভিতরে ঢুকে যাবে।

এবার একটি মিক্সিং জারে দুটো বড় মাপের পেঁয়াজ, কয়েক কোয়া রসুন, আদা এবং তিন-চারটে কাঁচা লঙ্কা একসঙ্গে বেটে নিন। খুব মিহি পেস্ট তৈরি হয়ে গেলে সেটা আলাদা করে সরিয়ে রাখুন, কারণ এই মশলাটাই রান্নার স্বাদ অনেকটা বাড়িয়ে দেবে।

এছাড়াও একটা মাঝারি মাপের টমেটো ছোট ছোট টুকরো করে কেটে আলাদা বাটিতে রেখে দিন, যা গ্রেভিতে সুন্দর রং আনবে।

রান্না শুরু করার জন্য গ্যাসে একটি নন-স্টিক কড়াই বসিয়ে দিন এবং কড়াইটি মাঝারি আঁচে একটু গরম হতে দিন। কড়াই গরম হয়ে গেলে ওই পেঁয়াজ-আদা-রসুনের পেস্ট সরাসরি দিয়ে দিন, এর জন্য আগে থেকে কোনও তেল দেওয়ার দরকার নেই।

মশলাটা ধীরে ধীরে নাড়তে থাকুন, যাতে কাঁচা গন্ধটা একেবারে চলে যায় এবং মশলাটা কড়াইয়ের গায়ে লেগে না যায়। মশলা থেকে সুন্দর গন্ধ বের হতে শুরু করলে কেটে রাখা টমেটোর টুকরোগুলো এর মধ্যে দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে দিন। টমেটো গলে নরম হয়ে এলে সামান্য ধনে গুঁড়ো ও জিরে গুঁড়ো মিশিয়ে মশলাটা আরও কিছুক্ষণ ধরে কষিয়ে নিন।

খেয়াল রাখবেন আঁচ যেন খুব বেশি না থাকে, দরকার হলে সামান্য একটু জলের ছিটে দিয়ে মশলাটা কষাতে পারেন। মশলা খুব ভালো করে কষানো হয়ে গেলে আগে থেকে ম্যারিনেট করে রাখা চিকেনের টুকরোগুলো কড়াইয়ে দিয়ে দিন। এবার মশলার সঙ্গে মাংস খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে ঢাকা দিয়ে অন্তত দশ মিনিট মাঝারি আঁচে রান্না হতে দিন।

মাংস থেকেই যে জল বেরোবে, তাতেই চিকেন অনেকটা সেদ্ধ হয়ে আসবে, তাই আলাদা করে বেশি জল দেওয়ার দরকার নেই।

দশ মিনিট পর ঢাকা খুলে দেখুন মাংস প্রায় নরম হয়ে এসেছে, এই পর্যায়ে আরও কিছুক্ষণ ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিন। যদি একটু বেশি গ্রেভি পছন্দ করেন, তবে এই সময়ে সামান্য গরম জল মিশিয়ে আরও পাঁচ মিনিট ফুটিয়ে নিতে পারেন। সবশেষে ওপর থেকে একটু গরম মশলা গুঁড়ো এবং ফ্রেশ ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিলেই চিকেন রান্না একেবারে শেষ।

দেখতে যেমন লোভনীয় হবে, এই তেল ছাড়া চিকেনের স্বাদও কিন্তু আপনার মন জয় করতে পুরোপুরি বাধ্য। গরম ভাত, রুটি কিংবা পরোটার সঙ্গে পরিবেশন করুন ধোঁয়া ওঠা এই স্বাস্থ্যকর এবং সুস্বাদু মুরগির মাংস।

৩০ হাজার কোটি টাকার মেগা প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (আইএএনএস): প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী জানান, বুধবার অনুষ্ঠিত প্রগতি বৈঠকে রেল, বিদ্যুৎ, সড়ক যোগাযোগ-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ''প্রগতি বৈঠকে ৩০ হাজার কোটিরও বেশি মূল্যের প্রকল্প পর্যালোচনা করা হয়েছে। রেল, বিদ্যুৎ এবং সড়ক যোগাযোগ ক্ষেত্রের কাজ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি বন্দর, স্বচ্ছ ভারত মিশন ২.০ এবং অন্যান্য সামাজিক প্রকল্প নিয়েও কথা হয়েছে।''

প্রধানমন্ত্রী এদিন প্রগতি-র ৫১তম বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। তথ্যপ্রযুক্তি-নির্ভর এই বহুমুখী প্ল্যাটফর্মের লক্ষ্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে দ্রুত এবং সক্রিয় প্রশাসনিক কাজ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

বৈঠকে নয়টি রাজ্যে চলা রেল, বিদ্যুৎ এবং সড়ক ক্ষেত্রের সাতটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হয়। পাশাপাশি কেন-বেতওয়া নদী সংযোগ প্রকল্প নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী।

বিদ্যুৎ প্রকল্প পর্যালোচনার সময় প্রধানমন্ত্রী শহরাঞ্চল, আবাসন এলাকা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানে ছাদে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের উপর জোর দেন। তিনি বলেন, বিদ্যুতের খরচ কমানো, শক্তি নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং পরিষ্কার জ্বালানির প্রসারে 'রুফটপ সোলার' প্রকল্পকে মিশন মোডে এগিয়ে নিতে হবে।

সড়ক ও বন্দর সংযোগ প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মহারাষ্ট্রের বাধাভান বন্দরকে বহুমুখী পরিবহণ নির্ভর আধুনিক লজিস্টিক হাব হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

তিনি বলেন, ''এই প্রকল্পকে শুধুমাত্র একটি বন্দর হিসেবে দেখা উচিত নয়। উপকূলীয় জলপথ, অভ্যন্তরীণ জলপথ, ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর, উচ্চগতির রেল, সড়ক এবং বিমান যোগাযোগের মাধ্যমে এটিকে জাতীয় প্রবেশদ্বার হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।''

স্বচ্ছ ভারত মিশন ২.০-এর কার্যকর বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, শুধুমাত্র পরিকাঠামো তৈরি নয়, নিয়মিত নজরদারি, নাগরিকদের অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকৃত ফল নিশ্চিত করতে হবে।

রাজ্যগুলিকে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র এবং গোবরধন প্ল্যান্ট দ্রুত সম্পূর্ণ করার নির্দেশও দেন তিনি।

কেন-বেতওয়া নদী সংযোগ প্রকল্প প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আন্তঃরাজ্য জল সমস্যা সমাধানে এই প্রকল্পকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা যেতে পারে। সহযোগিতা, সময়মতো অনুমোদন, প্রযুক্তিনির্ভর পর্যবেক্ষণ এবং মিশন মোডে বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই ধরনের প্রকল্প এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

একই সঙ্গে নদী সংযোগ, জল সংরক্ষণ, ভূগর্ভস্থ জলের পুনর্ভরণ এবং আধুনিক সেচব্যবস্থাকে সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের দিকেও জোর দেন প্রধানমন্ত্রী।

মোদী বলেন, সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নে দেরি হলে শুধু ব্যয়ই বাড়ে না, সাধারণ মানুষ সময়মতো প্রয়োজনীয় পরিষেবা থেকেও বঞ্চিত হন।

তিনি বলেন, ''প্রতিটি বিলম্ব মানুষের জীবন, আঞ্চলিক উন্নয়ন এবং সরকারি সম্পদের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। তাই মন্ত্রক, দফতর এবং রাজ্য সরকারগুলিকে আরও সক্রিয় ও সময়সীমাবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।''

এছাড়াও খাল ও ক্যানাল নেটওয়ার্কের নতুন ব্যবহার নিয়েও ভাবনার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি ক্যানালের উপর এবং পাশে সৌর প্যানেল বসিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন।

তাঁর মতে, এতে জমির সর্বোত্তম ব্যবহার হবে, জল বাষ্পীভবন কমবে, নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদন বাড়বে এবং জল পরিকাঠামো থেকেও অতিরিক্ত অর্থনৈতিক সুবিধা পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়া নির্মাণে ৭ দিনের মধ্যে বিএসএফকে ৬০০ হেক্টর জমি দিয়েছে বাংলা সরকার: অমিত শাহ

গান্ধীনগর, ২৮ মে (আইএএনএস): বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে পশ্চিমবঙ্গের নবগঠিত বিজেপি সরকার মাত্র সাত দিনের মধ্যে সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে (বিএসএফ) ৬০০ হেক্টর জমি হস্তান্তর করেছে বলে দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

বৃহস্পতিবার গুজরাটের গান্ধীনগর জেলার সোনিপুর গ্রামে ৩৪০ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই দাবি করেন।

অমিত শাহ বলেন, ''নির্বাচনী প্রচারে আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আপনারা যদি আমাদের সরকার গঠনের সুযোগ দেন, তাহলে কয়েক দিনের মধ্যেই বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়া নির্মাণের কাজ শুরু হবে।''

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেন, ''মাত্র সাত দিনের মধ্যে বিএসএফকে ৬০০ হেক্টর জমি হস্তান্তর করার জন্য আমি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে অভিনন্দন জানাই। পাশাপাশি চিকেন নেক এলাকায় আরও ১২১ হেক্টর জমিও কেন্দ্র সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।''

এই পদক্ষেপকে বিজেপির বৃহত্তর জাতীয় নিরাপত্তা নীতির অংশ বলেও উল্লেখ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

তিনি দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশ অনেকটাই কমে গিয়েছে।

অমিত শাহ বলেন, ''আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে প্রতিদিন অনুপ্রবেশ চলত। এখন পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে অনুপ্রবেশকারীরাই নিজেরা ফিরে যেতে শুরু করেছে।''

একই সঙ্গে তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিজেপির রাজনৈতিক বিস্তারের কথাও তুলে ধরেন। সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে অমিত শাহ বলেন, ''আজ দেশের ৮০ শতাংশ ভৌগোলিক এলাকা বিজেপি শাসিত। সবচেয়ে সাম্প্রতিক উদাহরণ পশ্চিমবঙ্গ, যেখানে দিদির সরকার সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে।''

তিনি আরও দাবি করেন, ''উত্তরাখণ্ড থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত গোটা গঙ্গা উপত্যকাজুড়ে এখন বিজেপির গেরুয়া পতাকা উড়ছে।''

গান্ধীনগর সফরে অমিত শাহ একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। এর মধ্যে ছিল পানীয় জলের প্রকল্প, সংস্কার করা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং কালোল ও গান্ধীনগর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি, গত ১০ দিনের মধ্যে এই দুই বিধানসভা এলাকায় প্রায় ১,২০০ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজের উদ্বোধন বা সূচনা হয়েছে।

তিনি জানান, এই প্রকল্পগুলির জন্য অর্থ এসেছে রাজ্য সরকার, কেন্দ্র সরকার এবং বিভিন্ন বেসরকারি শিল্পগোষ্ঠীর কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল থেকে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে ঈদের শুভেচ্ছা মোদীর, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদারের বার্তা

ঢাকা, ২৮ মে (আইএএনএস): বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এবং সে দেশের মানুষকে ঈদ-উল-আযহার শুভেচ্ছা জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও গভীর করার ব্যাপারেও ভারতের আগ্রহের কথা জানিয়েছেন তিনি।

বাংলাদেশের প্রথম সারির সংবাদপত্র 'দ্য ডেইলি স্টার'-এ প্রকাশিত ভারতীয় হাইকমিশনের শেয়ার করা চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী লেখেন, ''এই পবিত্র উৎসব ভারতের সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। দেশের কোটি কোটি মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে এই উৎসব উদযাপন করেন।''

চিঠিতে তিনি আরও উল্লেখ করেন, ঈদ-উল-আযহা ত্যাগ, সহমর্মিতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের মতো চিরন্তন মূল্যবোধকে সামনে আনে, যা শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশ্ব গঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নরেন্দ্র মোদী বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক গভীর ঐতিহাসিক বন্ধন, সাংস্কৃতিক মিল এবং শান্তি, স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের অভিন্ন লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে।

তিনি লেখেন, ''ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে আগ্রহী, যাতে জনগণকেন্দ্রিক সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করা যায়। আমাদের জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যগুলির প্রতিফলিত অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দুই দেশের মানুষের পারস্পরিক কল্যাণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই তৈরি।''

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করে মোদী বাংলাদেশের মানুষের অব্যাহত উন্নতি ও সমৃদ্ধির আশাও ব্যক্ত করেন।

অন্যদিকে, মোদীর শুভেচ্ছাবার্তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি আশা প্রকাশ করেন, পারস্পরিক সম্মান, বন্ধুত্ব ও সদিচ্ছার ভিত্তিতে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক আরও মজবুত হবে।

বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর দফতরের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে বলা হয়েছে, ''ঈদ-উল-আযহার আনন্দঘন উপলক্ষে আমাকে এবং বাংলাদেশের জনগণকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ। বাংলাদেশ ও ভারতের জনগণের মধ্যে সম্পর্ক পারস্পরিক সম্মান, বন্ধুত্ব এবং সদিচ্ছার ভিত্তিতে আরও দৃঢ় হোক।''

উল্লেখ্য, গত ২৪ মে বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদায়ী ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সেই বৈঠকে তিনি দুই দেশের জনগণের পারস্পরিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধির স্বার্থে বহুমুখী সহযোগিতা আরও বাড়ানোর ব্যাপারে ভারতের আগ্রহ পুনর্ব্যক্ত করেন।

বৈঠকে তারেক রহমান ভারতীয় হাইকমিশনারকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে তাঁর অবদানের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যৎ দায়িত্বের জন্য শুভেচ্ছা জানান। সেই বৈঠকে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমানও উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, বৈঠকে দুই দেশের উন্নয়নমূলক অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ সহযোগিতার সম্ভাব্য ক্ষেত্র নিয়েও সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়েছে।

বীর সাভারকরের জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধা অমিত শাহের, স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদানের প্রশংসা

গান্ধীনগর, ২৮ মে (আইএএনএস): স্বাধীনতা সংগ্রামী বিনায়ক দামোদর সাভারকরের জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার গুজরাটের গান্ধীনগর জেলার সোনিপুর গ্রামে এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, সাভারকর আজীবন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সমাজ সংস্কারের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

অমিত শাহ বলেন, ''সাভারকরজি এমন এক দেশভক্ত ছিলেন, যাঁকে সরকার থেকে আলাদা করে কোনও সম্মানসূচক উপাধি দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। দেশের প্রতিটি শিশু তাঁকে 'বীর সাভারকর' নামেই চেনে।''

তিনি দাবি করেন, সাহস ও আত্মত্যাগের মাধ্যমেই সাভারকর 'বীর' উপাধি অর্জন করেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে সাভারকরের অবদানের কথা উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ''সমগ্র স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তিনিই একমাত্র নেতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী, যিনি এক জীবনে দু'বার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পেয়েছিলেন।''

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সেলুলার জেলে বন্দি থাকাকালীন সাভারকরের জীবনের একটি ঘটনার কথাও তুলে ধরেন অমিত শাহ।

তিনি বলেন, ''এক ব্রিটিশ জেলর তাঁকে ব্যঙ্গ করে বলেছিল, তাঁর ১২০ বছরের সাজা হয়েছে এবং তিনি কোনওদিন জেল থেকে বেরোতে পারবেন না। তখন সাভারকর জবাব দিয়েছিলেন, ব্রিটিশ সরকারই এতদিন টিকবে না, তার আগেই ভারত স্বাধীন হয়ে যাবে।''

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ প্রসঙ্গেও সাভারকরের ভূমিকার কথা স্মরণ করেন তিনি। অমিত শাহ বলেন, ব্রিটিশরা ১৮৫৭ সালের ঘটনাকে শুধুমাত্র 'বিদ্রোহ' বলে উল্লেখ করলেও সাভারকর সেটিকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসেবে তুলে ধরেছিলেন।

তিনি বলেন, ''সাভারকর 'দ্য ইন্ডিয়ান ওয়ার অফ ইন্ডিপেনডেন্স ১৮৫৭' নামে একটি বই লেখেন। বইটি প্রকাশের আগেই ব্রিটিশ সরকার ভয়ে সেটির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল।''

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও দাবি করেন, সেলুলার জেলে কাগজ-কলম না পাওয়ায় সাভারকর নিজের রক্ত দিয়ে জেলের দেওয়ালে দেশাত্মবোধক কবিতা লিখতেন।

সমাজ সংস্কারে সাভারকরের অবদান নিয়েও কথা বলেন অমিত শাহ। তিনি বলেন, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সাভারকর সরব ছিলেন এবং দলিত সম্প্রদায়ের জন্য মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

তিনি বলেন, ''সেই সময় সাভারকরজি দলিত সমাজের জন্য মন্দির খুলে দেন এবং 'পতিত পাবন মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন।''

অমিত শাহের মতে, সাভারকরের অবদান শুধুমাত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি ভারতীয় সমাজ ও সংস্কারের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

শেষে বীর সাভারকরের জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে ''গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম'' জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ৫০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছানোর লক্ষ্যে ভারত-কানাডার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত, কানাডা সফর শেষ করলেন পীযূষ গয়াল

টরন্টো/নয়াদিল্লি, ২৮ মে (আইএএনএস): ভারত ও কানাডার মধ্যে বর্তমানে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ৮.৫ বিলিয়ন ডলার হলেও, ২০৩০ সালের মধ্যে তা ৫০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্যে দুই দেশই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গয়াল। কানাডায় তাঁর তিন দিনের গুরুত্বপূর্ণ সফর শেষে বৃহস্পতিবার এক সরকারি বিবৃতিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

পীযূষ গয়ালের সফরসূচিতে টরন্টোয় শিক্ষা, উদ্ভাবন, প্রশাসন, ব্যবসায়িক সংগঠন, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী এবং প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ও আলোচনা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তিনি কানাডায় সর্ববৃহৎ ভারতীয় ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। ১০০-রও বেশি ভারতীয় সংস্থার শিল্পপতিরা এই প্রতিনিধিদলে অংশ নেন। ভারত-কানাডা অর্থনৈতিক সম্পর্ক পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে এটিকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

২৫ মে অটোয়া এবং ২৬ থেকে ২৮ মে পর্যন্ত টরন্টো সফরের মূল লক্ষ্য ছিল ভারত-কানাডা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। বিশেষ করে ভারত-কানাডা কমপ্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ অ্যাগ্রিমেন্ট (সিইপিএ)-এর চলমান আলোচনা দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়।

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই সফর ভারত-কানাডা অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বে নতুন গতি সঞ্চার করেছে এবং বিনিয়োগ, প্রযুক্তিগত সহযোগিতা ও দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে ভারত যে বিশ্বের অন্যতম প্রধান গন্তব্য হয়ে উঠেছে, তা আরও স্পষ্ট করেছে।

সফরকালে টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত মাঙ্ক স্কুল অব গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড পাবলিক পলিসিতে শিক্ষক, গবেষক ও ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে ভাষণ দেন পীযূষ গয়াল। সেখানে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতের দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সংস্কারমূলক পদক্ষেপ এবং বিশ্বমঞ্চে ভারতের ক্রমবর্ধমান নেতৃত্বের কথা তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, ভারত ও কানাডার মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্পমহল ও নীতিনির্ধারকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে।

পীযূষ গয়াল অন্টারিও সেন্টার অব ইনোভেশন (ওসিআই)-ও পরিদর্শন করেন এবং উদ্ভাবন, স্টার্টআপ উন্নয়ন ও শিল্প-শিক্ষা-সরকারি সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংস্থাটির উদ্যোগ সম্পর্কে অবহিত হন।

এছাড়াও 'কানাডা-ইন্ডিয়া টেক কানেক্ট'-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের মতো উদীয়মান প্রযুক্তি নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা করেন তিনি।

গয়াল বলেন, ভারতের স্টার্টআপ ও উদ্ভাবনী পরিবেশ অত্যন্ত শক্তিশালী এবং এআই, ক্লিনটেক, অ্যাগ্রিটেক ও ডিপ টেকের মতো ক্ষেত্রে ভারত ও কানাডার মধ্যে সহযোগিতার বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে।

তিনি ভারত-কানাডা করিডরে কাজ করা বিভিন্ন আঞ্চলিক বাণিজ্য সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও বৈঠক করেন এবং ব্যবসায়িক সহযোগিতা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির বিষয়ে তাঁদের মতামত শোনেন। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নবউদ্যম এবং সিইপিএ আলোচনার ফলে নতুন বাণিজ্যিক সুযোগ তৈরি হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

সফরের সময় অন্টারিওর প্রিমিয়ার ডগ ফোর্ডের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন পীযূষ গয়াল। উৎপাদন, প্রযুক্তি, পরিকাঠামো, পরিচ্ছন্ন শক্তি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের মতো কৌশলগত ক্ষেত্রে ভারত-অন্টারিও সহযোগিতা আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা হয়।

দুই পক্ষই বাণিজ্য ও বিনিয়োগ অংশীদারিত্ব আরও শক্তিশালী করার ব্যাপারে নিজেদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।

আনন্দ পর্বত খুনের মামলায় মূল অভিযুক্ত গ্রেফতার, এক নাবালককেও আটক করল দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (আইএএনএস): দিল্লির আনন্দ পর্বত থানা এলাকায় ঘটে যাওয়া নৃশংস খুনের ঘটনায় বড় সাফল্য পেল দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। বৃহস্পতিবার পুলিশ জানিয়েছে, মামলার মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং এক নাবালককেও আটক করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, নিহত ২১ বছরের যুবক সাগরকে গত ১৪ ও ১৫ মে-র মধ্যরাতে পুরনো শত্রুতার জেরে একাধিকবার ছুরি মেরে খুন করা হয়েছিল। এই ঘটনায় আনন্দ পর্বত থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) ১০৩(১) এবং ৩(৫) ধারায় মামলা রুজু করা হয়। মামলার এফআইআর নম্বর ২২০/২০২৬।

দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের গ্রেফতারের ফলে মামলার তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে এবং ঘটনার পূর্ণাঙ্গ রহস্য উদঘাটনের পথে তদন্ত আরও এগিয়েছে। পাশাপাশি অন্য কোনও সহযোগী জড়িত ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ক্রাইম ব্রাঞ্চ জানিয়েছে, ধৃত মূল অভিযুক্তের নাম হিমাংশু তিওয়ারি। বয়স ১৯ বছর। সে দিল্লির প্যাটেল নগরের বালজিত নগর এলাকার বাসিন্দা। তার বাবার নাম রাজকুমার তিওয়ারি। এছাড়াও 'স' নামে এক নাবালককে জুভেনাইল জাস্টিস আইনের আওতায় আটক করা হয়েছে।

পুলিশের দাবি, পুরনো শত্রুতার জেরে হিমাংশু তিওয়ারি ও তার সঙ্গীরা মিলে সাগরকে ছুরি মেরে খুন করে। ঘটনার পর গ্রেফতার এড়াতে তারা রাজস্থানে পালিয়ে যায়।

ক্রাইম ব্রাঞ্চ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৫ ও ২৬ মে-র মধ্যরাতে হেড কনস্টেবল নবীন গোপন সূত্রে খবর পান যে, পলাতক অভিযুক্ত হিমাংশু তিওয়ারি রাজৌরি গার্ডেনের ওয়েস্ট সাইড মলের কাছে আসবে।

এরপর দ্রুত একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়। ইনস্পেক্টর প্রকাশ চাঁদের নেতৃত্বে গঠিত ওই দলে ছিলেন এসআই অমিত কুমার, হেড কনস্টেবল নবীন ও বিনোদ কুমার এবং কনস্টেবল কৃষ্ণ। পুরো অভিযানের তত্ত্বাবধানে ছিলেন এসিপি রাজকুমার।

পুলিশ ওয়েস্ট সাইড মলের কাছে ফাঁদ পেতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। সেই সময় নাবালক অভিযুক্তকেও আইনি প্রক্রিয়া মেনে আটক করা হয়।

জেরার মুখে হিমাংশু তিওয়ারি নাকি স্বীকার করেছে যে, পুরনো শত্রুতার কারণেই সে ও তার সঙ্গীরা সাগরকে ছুরি মেরে খুন করেছিল। পরে গ্রেফতার এড়াতে তারা রাজস্থানে পালিয়ে যায়।

পুলিশ জানিয়েছে, পরে টাকা জোগাড় এবং এক সহযোগীর সঙ্গে দেখা করতে দিল্লিতে ফিরেছিল অভিযুক্তরা। সেই সময়ই ক্রাইম ব্রাঞ্চ তাদের পাকড়াও করে।

পুলিশের দাবি, হিমাংশু পড়াশোনা করলেও অল্প বয়সেই খারাপ সঙ্গের প্রভাবে অপরাধ জগতে জড়িয়ে পড়ে। পুরনো শত্রুতা এবং অপরাধমূলক যোগাযোগের জেরেই এই খুনের ঘটনায় সে যুক্ত হয়।

ঘটনার পর একাধিক জায়গা বদল করে আত্মগোপন করে ছিল সে। অবশেষে ক্রাইম ব্রাঞ্চের জালে ধরা পড়ে। সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার (বিএনএসএস) ৩৫.১(সি) ধারায় হিমাংশু তিওয়ারিকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। নাবালকের বিরুদ্ধে জুভেনাইল জাস্টিস আইনের অধীনে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পরে দু'জনকেই আদালত এবং সংশ্লিষ্ট জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে পেশ করা হয়। এরপর পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের জন্য তাদের আনন্দ পর্বত থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

সীমান্ত ব্যবস্থাপনা ও সীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা ভারত-চিনের

বেজিং, ২৮ মে (আইএএনএস): ভারত ও চিনের মধ্যে সীমান্ত সংক্রান্ত পরামর্শ ও সমন্বয় ব্যবস্থার (ডব্লিউএমসিসি) ৩৫তম বৈঠক অনুষ্ঠিত হল বেজিংয়ে। বৈঠকে সীমা নির্ধারণ, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, পারস্পরিক সমন্বয় কাঠামো গঠন এবং আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বুধবার অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে ভারতীয় পক্ষ আন্তঃসীমান্ত নদী সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের বৈঠক দ্রুত আয়োজনের উপর জোর দেয়। দুই দেশই কূটনৈতিক ও সামরিক স্তরে নিয়মিত যোগাযোগ ও মতবিনিময় বজায় রাখার বিষয়ে একমত হয়েছে। বিশেষ প্রতিনিধি (এসআর) পর্যায়ের ২৪তম বৈঠকে যে সিদ্ধান্তগুলি হয়েছিল, সেই কাঠামোর আওতায় এই যোগাযোগ বজায় থাকবে বলে জানানো হয়েছে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের (এমইএ) বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ''আলোচনা ছিল গঠনমূলক এবং ভবিষ্যতমুখী। ভারত-চিন সীমান্ত এলাকার বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। সীমান্ত অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে, তাতে উভয় পক্ষ সন্তোষ প্রকাশ করেছে। এর ফলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হওয়ার পথে এগোচ্ছে।'' ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন বিদেশ মন্ত্রকের যুগ্মসচিব (পূর্ব এশিয়া) সুজিত ঘোষ। চিনা প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন চিনের বিদেশ মন্ত্রকের বাউন্ডারি অ্যান্ড ওশানিক অ্যাফেয়ার্স বিভাগের মহাপরিচালক হউ ইয়ানচি।

দুই দেশই পরবর্তী বিশেষ প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণে একসঙ্গে কাজ করার বিষয়ে একমত হয়েছে। আগামী বৈঠকটি চিনে অনুষ্ঠিত হবে। সফর চলাকালীন ভারতীয় প্রতিনিধিদলের প্রধান সুজিত ঘোষ চিনের বিদেশ মন্ত্রকের এশিয়া বিষয়ক বিভাগের মহাপরিচালক লিউ জিনসং এবং সহকারী বিদেশমন্ত্রী হং লেই-এর সঙ্গেও বৈঠক করেন।

উল্লেখ্য, এর আগে এপ্রিল মাসে নয়াদিল্লিতে ভারত ও চিনের মধ্যে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও)-এর দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয়েছিল। সেখানে এসসিও নেতাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা হয়।

বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে জানানো হয়, এসসিও-সংক্রান্ত বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা ও পরামর্শ আরও জোরদার করার বিষয়ে দুই দেশ একমত হয়েছে। ১৬ ও ১৭ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন ভারতের এসসিও ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর রাষ্ট্রদূত অলোক এ. দিমরি এবং চিনা প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন রাষ্ট্রদূত ইয়ান ওয়েনবিন। দুই প্রতিনিধিদল যৌথভাবে বিদেশ মন্ত্রকের সচিব (পশ্চিম) সিবি জর্জের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। সেখানে এসসিও কাঠামোর আওতায় নিরাপত্তা, বাণিজ্য, সংযোগ ব্যবস্থা এবং জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে সহযোগিতা পর্যালোচনা করা হয়।

বর্তমানে ২০২৫-২৬ সালের জন্য এসসিও-র চেয়ারম্যান পদে রয়েছে কিরগিজস্তান। দেশটির প্রেসিডেন্ট সাদির জাপারভ এবারের সভাপতিত্বের মূল প্রতিপাদ্য ঘোষণা করেছেন ''এসসিও-র ২৫ বছর: টেকসই শান্তি, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে একসঙ্গে।''

বহু বছর পর বদল, কলকাতায় রেড রোডের বদলে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বকরিদের নামাজ

কলকাতা, ২৮ মে (আইএএনএস): বহু বছরের প্রথা ভেঙে এ বার কলকাতায় বকরিদের নামাজ অনুষ্ঠিত হল ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। বৃহস্পতিবার প্রথমবারের মতো রেড রোডের পরিবর্তে ব্রিগেডে আয়োজন করা হয় ঈদ-উল-আজহার নামাজের। দীর্ঘদিন ধরেই কলকাতায় ঈদ-উল-ফিতর এবং ঈদ-উল-আজহার নামাজ রেড রোডে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিল। বামফ্রন্ট সরকারের সময় থেকে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলেও এই প্রথা বজায় ছিল। তৃণমূল আমলে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বছরে দু'বার রেড রোডে আয়োজিত নামাজে উপস্থিত থাকতেন।

তবে খোলা রাস্তায় ধর্মীয় জমায়েতের কারণে প্রতি বছরই মধ্য কলকাতায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হতো। এ বার কলকাতার কোথাও খোলা রাস্তায় বকরিদের নামাজ আয়োজন করা হয়নি।

কলকাতা পুলিশ শহরজুড়ে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিল। বিশেষ করে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড এবং সংলগ্ন এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। বিভিন্ন মসজিদের আশপাশেও নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছিল। আকাশপথে নজরদারির জন্য ড্রোনও ব্যবহার করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছিলেন, জনসাধারণের অসুবিধা ও যানজট সৃষ্টি করে এমন কোনও ধর্মীয় জমায়েত রাস্তায় করতে দেওয়া হবে না। সেই ঘোষণারই প্রভাব এ বার বকরিদের নামাজের আয়োজনের ক্ষেত্রে দেখা গেল বলে মনে করা হচ্ছে।

গত বছর ভারতীয় সেনার পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড, যাদের অধীনে রেড রোডের প্রশাসনিক দায়িত্ব রয়েছে, নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে খিলাফত কমিটিকে বিকল্প জায়গায় ঈদের নামাজ আয়োজনের পরামর্শ দিয়েছিল। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন জানিয়েছিলেন, তিনি পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড কর্তৃপক্ষকে অনুমতি দেওয়ার জন্য রাজি করানোর চেষ্টা করবেন। তবে নির্বাচনে পরাজয়ের ফলে তাঁর সরকারের পতন হওয়ায় এ বার রেড রোডে নামাজ আয়োজন সম্ভব হয়নি এবং ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডেই বকরিদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়।

Page 3_5_7- JAGARAN.pmd 3 29-05-2026, 00:22

গাফিলতি প্রমাণিত হলে কাউকে রেহাই নয়, দায় নিচ্ছি: সিবিএসই ওএসএম বিতর্কে ধর্মেন্দ্র প্রধান

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (আইএএনএস): সিবিএসই-র অন-স্ক্রিন মার্কিং (ওএসএম) পদ্ধতি ঘিরে বিতর্কের মধ্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বৃহস্পতিবার আশ্বাস দিয়ে বলেন, মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় ইচ্ছাকৃত গাফিলতি বা অনিয়ম ধরা পড়লে দায়ীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকেও তীব্র আক্রমণ করেন তিনি। প্রধানের অভিযোগ, একের পর এক নির্বাচনী পরাজয়ের জেরে হতাশা থেকেই রাহুল গান্ধী সরকারের প্রতিটি সংস্কারমূলক পদক্ষেপের বিরোধিতা করছেন।

দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, "প্রায় ৪০ কোটি স্ক্যান করা পৃষ্ঠার ডিজিটাল মূল্যায়ন করেছে সিবিএসই। প্রায় ১৭ লক্ষ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে এবং প্রায় ৯৮ লক্ষ উত্তরপত্র সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্রতিটি উত্তরপত্রে গড়ে ৪০টি পৃষ্ঠা রয়েছে। প্রথমবারের মতো অন-স্ক্রিন মার্কিং পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হয়েছে।"

ওএসএম-কে ছাত্রবান্ধব ও আধুনিক উদ্যোগ বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিশ্বের বহু বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই এই ধরনের ডিজিটাল মূল্যায়ন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য, "এই ব্যবস্থার মাধ্যমে পড়ুয়ারা নিজেদের উত্তরপত্র দেখতে পারে এবং নম্বর সংক্রান্ত সংশয় দূর করতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ মাথায় রেখেই ওএসএম চালু করা হয়েছে। তবে কিছু ত্রুটি সামনে এসেছে এবং তার দায় আমি নিচ্ছি। কোনও ছাত্রের প্রশ্নের উত্তর বাকি থাকবে না।"

তিনি জানান, প্রযুক্তিগত ও পরিচালনাগত সমস্যার সমাধানে আইআইটি কানপুর ও আইআইটি মাদ্রাজের বিশেষজ্ঞ দলকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রধান বলেন, "আইআইটি কানপুর ও আইআইটি মাদ্রাজের বিশেষজ্ঞরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন। অর্থমন্ত্রীর কাছেও অনুরোধ করা হয়েছে যাতে পেমেন্ট প্রক্রিয়া সহজ করা যায়। বর্তমানে সিবিএসই পোর্টাল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা এবং ক্যানারা ব্যাঙ্কের পেমেন্ট গেটওয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, "যদি কোনও ইচ্ছাকৃত অনিয়ম বা গাফিলতি ধরা পড়ে, তাহলে কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না। গণতন্ত্রে সকলকেই জবাবদিহি করতে হয় এবং আমরা দায় এড়িয়ে যাচ্ছি না।"

রাহুল গান্ধীর অভিযোগের জবাবে ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, "সিবিএসই ইতিমধ্যেই স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক নীতিমালা মেনেই সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। কোনও গাফিলতি পাওয়া গেলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

তিনি আরও দাবি করেন, "রাহুল গান্ধী এখন এমন এক মানসিক অবস্থায় রয়েছেন যেখানে তিনি প্রতিটি বিষয়েই বিরোধিতা করছেন। ইভিএম হোক, ডিজিটাল ইন্ডিয়া হোক বা অন্য কোনও সংস্কার তিনি সব কিছুর বিরোধিতা করেছেন। দেশের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সঙ্গে তিনি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছেন না।"

শিক্ষার্থীদের বিষয় নিয়ে রাজনীতি না করার আবেদনও জানান কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী। তাঁর কথায়, "এটা রাজনীতির সময় নয়। পরীক্ষার্থীরা ইতিমধ্যেই চাপের মধ্যে রয়েছে। তাদের উদ্বেগ আরও বাড়ানো উচিত নয়।"

উল্লেখ্য, বুধবার রাহুল গান্ধী সিবিএসই-র ওএসএম পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং বেসরকারি সংস্থা 'কোএম্পট এডুটেক'-কে চুক্তি দেওয়ার বিষয়ে অভিযোগ করেন। এর জবাবে সিবিএসই জানায়, সমস্ত প্রক্রিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের সাধারণ আর্থিক বিধি (জেনারেল ফিনান্সিয়াল রুলস) মেনেই সম্পন্ন হয়েছে এবং রিকোয়েস্ট ফর প্রোপোজাল (আরএফপি) ২০২৫ সালের ২৮ অগস্ট কেন্দ্রীয় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট পোর্টালে প্রকাশ করা হয়েছিল।

সিবিএসই-র দাবি, "যোগ্য সংস্থাকেই নিয়ম মেনে চুক্তি দেওয়া হয়েছে। রাহুল গান্ধীর অভিযোগ বিভ্রান্তিকর এবং তথ্যভিত্তিক নয়।"

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকে পশ্চিম এশিয়া পরিস্থিতি ও ভূমধ্যসাগরে ভারতের স্বার্থ নিয়ে আলোচনা জয়শঙ্করের

নিকোসিয়া, ২৮ মে (আইএএনএস): সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্ট নিকোস ক্রিস্টোডুলাইডস-এর সঙ্গে বৃহস্পতিবার বৈঠক করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। বৈঠকে পশ্চিম এশিয়ার পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ভারতের কৌশলগত স্বার্থ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

বৈঠকের পর এক্স-এ পোস্ট করে জয়শঙ্কর জানান, তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র শুভেচ্ছাবার্তা সাইপ্রাস প্রেসিডেন্টের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

জয়শঙ্কর লেখেন, "সম্প্রতি হওয়া রাষ্ট্রীয় সফরে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ফলাফল এসেছে, যা আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে নতুন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। সেই সিদ্ধান্তগুলির দ্রুত বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়েছি। পাশাপাশি পশ্চিম এশিয়া তথা মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি এবং ভূমধ্যসাগরে ভারতের স্বার্থ নিয়েও আলোচনা হয়েছে।"

বর্তমানে সরকারি সফরে সাইপ্রাসে রয়েছেন জয়শঙ্কর। সেখানে তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিদেশমন্ত্রীদের অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। সফরকালে নেদারল্যান্ডস, পোল্যান্ড, ফ্রান্স, ইউক্রেন, এস্তোনিয়া এবং সৌদি আরবের বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গেও তাঁর বৈঠক হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২০ থেকে ২৩ মে পর্যন্ত ভারত সফরে এসেছিলেন সাইপ্রাস প্রেসিডেন্ট নিকোস ক্রিস্টোডুলিডেস। সেই সফরেই ভারত-সাইপ্রাস সম্পর্ককে 'স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ'-এ উন্নীত করার ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

নয়াদিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে বৈঠকের পর মোদী এক্স-এ লিখেছিলেন, "ভারত-সাইপ্রাস সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করতে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। দুই দেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা মাথায় রেখে আমরা এই বন্ধুত্বকে স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

তিনি আরও বলেছিলেন, "আমাদের সম্পর্ক অভিন্ন মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এক শক্তিশালী এবং ভবিষ্যতমুখী অংশীদারিত্ব। দুই দেশের মধ্যে বিনিয়োগ ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ক্রমশ বাড়ছে এবং আগামী দিনে তা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আমরা আশাবাদী।"

ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে সন্ত্রাস দমন সংক্রান্ত যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন, সুষমা স্বরাজ ইনস্টিটিউট অফ ফরেন সার্ভিস এবং সাইপ্রাসের ডিপ্লোম্যাটিক অ্যাকাডেমির মধ্যে সহযোগিতা, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণাক্ষেত্রে সমন্বয়সহ একাধিক বিষয়ে সমঝোতা হয়েছে।সফরকালে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে একটি সেলফিও তোলেন সাইপ্রাস প্রেসিডেন্ট। সেই ছবি এক্স-এ পোস্ট করে তিনি লেখেন, "প্রধানমন্ত্রী মোদী, আমার প্রিয় বন্ধু নরেন্দ্র, আমাকে এবং আমার প্রতিনিধিদলকে যে আন্তরিক অভ্যর্থনা ও আতিথেয়তা দেওয়া হয়েছে, তার জন্য আমি ভারতের জনগণ এবং আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।"

রাষ্ট্রপতির 'পুলিশ কালার' সম্মানে ভূষিত সিকিম পুলিশ

গ্যাংটক, ২৮ মে (আইএএনএস): সিকিম পুলিশকে দেশের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ সম্মান 'প্রেসিডেন্ট অব ইন্ডিয়া'স পুলিশ কালার' প্রদান করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বৃহস্পতিবার গ্যাংটকে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এই সম্মান তুলে দেন।

রাজ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন, পেশাদারিত্ব এবং সাধারণ মানুষের প্রতি পুলিশকর্মীদের সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের স্বীকৃতি হিসেবেই সিকিম পুলিশকে এই সম্মান দেওয়া হয়েছে। পুলিশের এই জনমুখী ভূমিকার জন্য রাজ্যের মানুষের মধ্যে তাদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা তৈরি হয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সিকিম পুলিশের বর্তমান ও প্রাক্তন সমস্ত আধিকারিক এবং কর্মীদের অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, ১৮৯৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সিকিম পুলিশ রাজ্যে শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারতের পুলিশ ব্যবস্থা দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব বহন করছে। সেই সময়ে পুলিশের মূল উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের সেবা নয়, বরং তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করা এবং শাসকদের নির্দেশ কঠোরভাবে কার্যকর করা।

তিনি আরও বলেন, সেই ঔপনিবেশিক মানসিকতা পুলিশ ব্যবস্থার মধ্যেও গভীরভাবে প্রোথিত হয়েছিল, যার ফলে জনগণের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠার বদলে শাসকসুলভ মনোভাব তৈরি হয়েছিল।

বর্তমান সময়ে পুলিশ ব্যবস্থার মানসিকতার পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতি জোর দিয়ে বলেন, নাগরিকদের প্রকৃত অর্থে ক্ষমতায়িত করতে হলে এই ঔপনিবেশিক মানসিকতা পুরোপুরি ত্যাগ করা প্রয়োজন।

রাষ্ট্রপতির কথায়, "তবেই দেশের নাগরিকেরা 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যে পৌঁছতে আন্তরিকভাবে অংশ নিতে পারবেন।"

তিনি আরও বলেন, পুলিশ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ মানুষ যাতে ভয় ছাড়াই নিজেদের অভিযোগ জানাতে পারেন, সেই কারণে পুলিশকে আরও বেশি জনবান্ধব হতে হবে।

বিশেষ করে নারী, শিশু এবং সমাজের দুর্বল অংশের প্রতি সংবেদনশীল মনোভাব গ্রহণের উপরও জোর দেন রাষ্ট্রপতি।

পুলিশকর্মীদের উদ্দেশে দ্রৌপদী মুর্মু বলেন, তাঁদের শুধু আইনরক্ষক হিসেবে নয়, সাধারণ মানুষের "সহযোগী ও পথপ্রদর্শক" হিসেবেও গড়ে উঠতে হবে। তবেই জনগণ ও পুলিশের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস আরও দৃঢ় হবে।

তিনি বলেন, পুলিশের কাজ শুধু অপরাধীদের গ্রেফতার করা নয়, বরং একটি নিরাপদ ও সামাজিকভাবে সচেতন সমাজ গড়ে তোলাও পুলিশের অন্যতম দায়িত্ব।

হরিয়ানা, পাঞ্জাব ও দিল্লিতে

● প্রথম পাতার পর

গুপ্তাকে। পেশায় রেডিওলজিস্ট অর্চনা গুপ্তা এতদিন বিজেপির হরিয়ানা ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন।

আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনের মুখে থাকা পঞ্জাবে বিজেপির নতুন সভাপতি হয়েছেন সরদার কেওয়াল সিং ধিলোঁ।

পাঁচ মাস আগে নীতিন নবীন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি হওয়ার পর এই প্রথম একাধিক রাজ্যে বড় ধরনের সাংগঠনিক রদবদল হল। এই নিয়োগের ফলে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় স্তরে নতুন পদাধিকারীদের দল গঠনের প্রক্রিয়াও শুরু হতে চলেছে বলে দলীয় সূত্রে খবর।

নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাপতিরা খুব শীঘ্রই বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করবেন বলে জানা গিয়েছে।

চারটি রাজ্যের মধ্যে পঞ্জাব বিজেপির নতুন সভাপতিকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে সবচেয়ে বেশি নজর থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বে বিজেপির প্রচার কৌশল ও রাজনৈতিক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

বর্তমানে আম আদমি পার্টি (আপ) শাসিত পঞ্জাবে ভগবন্ত মান সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও আইনশৃঙ্খলা অবনতির একাধিক অভিযোগ উঠেছে। ফলে আগামী নির্বাচনকে ঘিরে রাজ্যে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে।

অন্যদিকে, কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্কটে ভুগছে। এই পরিস্থিতিতে বিজেপি রাজ্যে নিজেদের রাজনৈতিক জমি আরও মজবুত করার লক্ষ্যে এগোচ্ছে। সম্প্রতি আপের একাধিক সাংসদ, যার মধ্যে রাঘব চাড্ডাও রয়েছেন, বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় দলের নির্বাচনী সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

সোনামুড়া মহকুমা জুড়ে শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হচ্ছে পবিত্র ঈদ উল আযহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৮ মে: দেশ ও রাজ্যের অন্যান্য এলাকার পাশাপাশি সোনামুড়া মহকুমা জুড়েও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের ত্যাগের উৎসব পবিত্র "ঈদ উল আযহা"। শুক্রবার সকাল থেকেই মহকুমার বিভিন্ন মসজিদ ও ঈদগাহে ঈদের নামাজ আদায় করতে ভিড় জমাতে দেখা যায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের। বড়দের পাশাপাশি ছোটদের মধ্যেও উৎসবের আনন্দ ছিল চোখে পড়ার মতো।

এদিন ঈদের নামাজ আদায় শেষে সমগ্র রাজ্যবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানান প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার রাজ্য সভাপতি বিল্লাল মিয়া। তিনি বলেন, "ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। বিগত বছরের ন্যায় এ বছরও সম্প্রীতির শহর সোনামুড়ায় শান্তিপূর্ণভাবেই ঈদ উৎসব পালিত হবে বলে আমি আশাবাদী।"

অন্যদিকে, সোনামুড়া টাউন জামে মসজিদের সভাপতি অ্যাডভোকেট জসিম উদ্দিন নামাজ শেষে সকলকে ঈদের শুভেচ্ছা জানান। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, পবিত্র ঈদ সমগ্র রাজ্যে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা বয়ে আনবে এবং উৎসব উদযাপনকে কেন্দ্র করে যেন কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে।

পাশাপাশি তিনি সকলের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়ে বলেন, নির্দিষ্ট স্থান ও পর্দার আড়ালেই যেন কোরবানি সম্পন্ন করা হয়, যাতে নিজেদের ধর্মীয় উৎসব উদযাপন অন্য কারও অসুবিধার কারণ না হয়।

বজ্রাঘাতে মৃত পান্থরি দেববর্মার পরিবারকে সমবেদনা রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মার

আগরতলা, ২৮ মে : হেজামারা ব্লকের অন্তর্গত দুগ্রাইবাড়ি এলাকায় বজ্রাঘাতে মৃত পান্থরি দেববর্মার পরিবারকে সমবেদনা জানাতে বৃহস্পতিবার তাদের বাড়িতে যান স্থানীয় বিধায়ক তথা রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা।

জানা যায়, গত ১৮ মে বৃষ্টির সময় বজ্রাঘাতের ঘটনায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন দুগ্রাইবাড়ি এলাকার মধ্যবয়সী মহিলা পান্থরি দেববর্মা। পরে তার মৃত্যু হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনার খবর পেয়ে এদিন মৃতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে তাদের বাড়িতে পৌঁছান রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা।

এসময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় ভিসি চেয়ারম্যান সুভাষ দেববর্মা সহ এলাকার অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। মন্ত্রী শোকাহত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে সার্বিক খোঁজখবর নেন এবং তাদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

পাশাপাশি তিনি এই ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করে পরিবারটির পাশে থাকার আশ্বাস দেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বানও জানান তিনি।

এই ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সিপিএমকে দুর্বল করার

● প্রথম পাতার পর

বলেন, বিজেপি এবং কংগ্রেস উভয়ের কাছেই প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হল মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। কেরলমের সিপিআইএমের অন্যতম শক্ত ঘাঁটি হওয়ায় সেখানে দলকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, ইডি, সিবিআই এবং প্রশাসনিক শক্তিকে ব্যবহার করে নির্বাচন প্রহসনে পরিণত করা হচ্ছে। ভোট লুট ও অর্থের প্রভাব খাটিয়ে সরকার গঠন করা হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। তাঁর দাবি, বর্তমানে সিপিআইএম সাংগঠনিকভাবে কিছুটা দুর্বল হলেও দলের নীতি ও আদর্শ সঠিক পথেই রয়েছে। মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলে, তাদের সমস্যার কথা শুনে ও প্রশ্নের জবাব দিয়েই দল আবার শক্তিশালী হয়ে উঠবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তাঁর অভিযোগ, ইডি ও সিবিআই দিয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে গ্রেপ্তার করে সিপিআইএমকে স্তব্ধ করা যাবে। এমনটা যারা ভাবছে তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। সিপিআইএম লড়াইয়ের ময়দানে ছিল, আছে এবং আগামী দিনেও থাকবে।

কেরলমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ইডি-র পদক্ষেপকে স্বৈরাচার ও নয়া ফ্যাসিবাদের বহিঃপ্রকাশ বলেও মন্তব্য করেন তিনি। পাশাপাশি আরএসএস নেতৃত্বাধীন বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে দমিয়ে দেওয়ার অভিযোগও তুলেন মানিক সরকার।

দীর্ঘ জল্পনার

● প্রথম পাতার পর

মাধ্যমে লেখেন, তাঁর গতিশীল নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক দক্ষতায় দল আরও শক্তিশালী হবে এবং ত্রিপুরার মানুষের কল্যাণে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাবে বলে আমরা আশাবাদী। তাঁর সফল কার্যকালের জন্য রইল আন্তরিক শুভকামনা।

পাশাপাশি, ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার জন্য অভিষেক দেবরায়কে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন সাংসদ তথা প্রাক্তন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য। তিনি বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁর গতিশীল নেতৃত্ব এবং সাংগঠনিক দূরদর্শিতায় দল আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং ত্রিপুরার মানুষের কল্যাণে নিরলস ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাবে।

আগামী দিনে তাঁর একটি সফল কার্যকাল কামনা করছি। তাছাড়া, প্রদেশ বিজেপির সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার জন্য অভিষেক দেবরায়কে আন্তরিক অভিনন্দন সাংসদ তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, মন্ত্রী রতন লাল নাথ, মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, মন্ত্রী সুধাংশু দাস সহ অন্যান্যরা।

প্রদেশ বিজেপি সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পর রাজ্যে এলেন অভিষেক দেবরায়। মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরে তাঁকে ঘিরে অনুগামী ও দলীয় কর্মীদের ব্যাপক উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছে। বিমানবন্দর চত্বরে রেকর্ড সংখ্যক বিজেপি কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতিতে উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয়।

নবনিযুক্ত সভাপতিকে ফুলের তোড়া, পুষ্পস্তবক এবং রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী রিসা পরিয়ে শুভেচ্ছা জানান মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। এসময় অভিষেক দেবরায়ও মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ গ্রহণ করেন, যা উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে বিশেষ সাড়া ফেলে।

বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় সহ বিজেপির একাধিক নেতা ও কর্মীরা। দলীয় কর্মীরা ফুল দিয়ে নবনিযুক্ত সভাপতিকে সংবর্ধনা জানান এবং স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে এমবিবি বিমানবন্দর এলাকা।

দলের নতুন সভাপতিকে স্বাগত জানাতে সকাল থেকেই বিমানবন্দরে ভিড় জমাতে শুরু করেন বিজেপি সমর্থকরা। নেতৃত্বের প্রতি কর্মীদের এই উচ্ছ্বাস আগামী দিনে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অভিষেক দেবরায় বলেন, দল আমাকে একটি গুরু দায়িত্ব দিয়েছে। আমি এটাকে কোনও পদ হিসেবে নয়, দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছি। দলের প্রত্যেক কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করাই আমার মূল লক্ষ্য।

তিনি আরও বলেন, বিজেপি সরকার রাজ্যের উন্নয়নের জন্য ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে এবং আগামী দিনেও সাধারণ মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস বজায় রেখে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে।

শুক্রবার বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নবনিযুক্ত রাজ্য সভাপতি অভিষেক দেবরায়ের হাতে দায়িত্ব তুলে দেবেন বিদায়ী প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

এদিন তিনি বলেন, আগামীকাল সকাল ১১টায় প্রদেশ কার্যালয়ে এই দায়িত্ব হস্তান্তর কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। ওই অনুষ্ঠানে দলের একাধিক শীর্ষ নেতৃত্ব, বিধায়ক, পদাধিকারী এবং কর্মীরা উপস্থিত থাকবেন।

পরবর্তীতে বেলা ২টায় আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে নবনিযুক্ত রাজ্য সভাপতি অভিষেক দেবরায়কে সংবর্ধনা জানিয়ে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে বিজেপির বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি দলের সমর্থকরাও উপস্থিত থাকবেন।

অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে দেশ

● প্রথম পাতার পর

শনাক্তকরণ অভিযান শুরু হওয়ার আগেই অনেকে নিজেরাই ফিরে যাবে।

গান্ধীনগর জেলায় ৩৪০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েই এই মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

সভায় তিনি বিজেপির রাজনৈতিক সাফল্য এবং শাসনব্যবস্থার প্রসঙ্গও তুলে ধরেন। অমিত শাহ দাবি করেন, বর্তমানে দেশের "৮০ শতাংশ ভৌগোলিক এলাকা" বিজেপি শাসিত।

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনকেও বিজেপির বড় সাফল্য বলে উল্লেখ করেন তিনি।

তবে কেন্দ্রের এই পদক্ষেপ জাতীয় নিরাপত্তা এবং সীমান্ত ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত বলেও দাবি করেন অমিত শাহ। তাঁর কথায়, সীমান্ত সুরক্ষা জোরদার করা এবং বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করা মোদী সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার।

রাজ্যে পালিত ঈদ-উল-আযহা

● প্রথম পাতার পর

ইমাম মৌলানা আব্দুর রহমান সবাইকে নামাজ আদাহ করিয়েছেন। রাজ্যের ও বহিরাজ্যের সমস্ত মুসলিম ভাই ও বোনদের পবিত্র ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি।

ড্রেজারের চাপায় স্কুটি

● প্রথম পাতার পর

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

ঘটনার পর পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করেছে। কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল এবং ড্রেজার চালকের গাফিলতি ছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রমোদ রঞ্জন দেবনাথের মৃত্যুর খবরে এলাকাজুড়ে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দীর্ঘদিন বিদ্যুৎ সমস্যায়

● প্রথম পাতার পর

দাবি, অবিলম্বে এলাকায় নতুন ট্রান্সফরমার বসাতে হবে এবং বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করতে হবে।

অন্যদিকে, বিদ্যুৎ না থাকায় এলাকায় পানীয় জলের সমস্যাও চরম আকার ধারণ করেছে। ফলে বিদ্যুতের পাশাপাশি পানীয় জলের দাবিতেও আন্দোলনে সামিল হন এলাকার মহিলারা।

বৃহস্পতিবার ঈদ উপলক্ষে সরকারি ছুটি থাকায় দীর্ঘ সময় অবরোধ চললেও প্রশাসনের কোনো আধিকারিককে ঘটনাস্থলে দেখা যায়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। বর্তমানে প্রশাসন কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং কবে সমস্যার সমাধান হয়, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন মগ পাড়ার বাসিন্দারা।

সোনার বিস্কুট সহ আটক

● প্রথম পাতার পর

তাদের ব্যবহৃত একটি রয়্যাল এনফিল্ড মোটরসাইকেলও জব্দ করেছে পুলিশ। মোটরসাইকেলটির নম্বর এএস১১এএফ ৯১৮৩।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, গোপনে সোনার বিস্কুট বিক্রি করতে এসে পুলিশের জালে ধরা পড়ে ওই দুই ব্যক্তি। পরে তাদের শুল্ক বিভাগের হাতে তুলে দেয় রামকৃষ্ণনগর থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া সোনার বিস্কুট আসল নাকি নকল, তা খতিয়ে দেখছে প্রশাসন। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, আটক ব্যক্তিরা কোনও প্রতারক চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। যদিও এ বিষয়ে এখনও বিস্তারিত কিছু জানায়নি পুলিশ। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

নাবালিকাকে পিস্তলের ছবি

● প্রথম পাতার পর

রাতে অত্যাধুনিক পিস্তলের ছবি পাঠিয়ে নাবালিকা মেয়েটিকে গুলি করে হত্যার এবং ধর্ষণের হুমকি দেয়। পরবর্তী সময়ে নাবালিকা মেয়েটির পরিবার মৌখিকভাবে ঘটনাটি আমতলী থানায় জানায়। এরপর বৃহস্পতিবার সকালেও অভিযুক্ত একই কায়দায় মোবাইলে গুলি করে হত্যার এবং ধর্ষণ করার হুমকি প্রদান করে চলেছে। এই অবস্থায় নাবালিকা মেয়েটি সহ তার পরিবার আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে উঠেছে।

অবশেষে বাধ্য হয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে নাবালিকা মেয়েটির বাবা অভিযুক্ত জয়দেব দেবনাথ এর বিরুদ্ধে লিখিত আকারে গুলি করে হত্যার হুমকি এবং ধর্ষণ করার হুমকির অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ নাবালিকা মেয়েটির বাবাকে আশ্বস্ত করেছে বিষয়টি তারা সুষ্ঠু তদন্ত অনুসারে অভিযুক্ত জয়দেব দেবনাথ এর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এদিন নাবালিকা মেয়েটির বাবার সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে পুলিশ প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পুলিশ যেন আইনগত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

দাবিপূরণ না হওয়ায়

● প্রথম পাতার পর

ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়ে আন্দোলনের ডাক দেন সংগঠনের নেতৃত্বরা।

এদিনের আলোচনা সভায় সংগঠনের বহু সদস্য ও কর্মী-সহায়িকারা উপস্থিত ছিলেন। সভায় আগামী দিনের আন্দোলনের রূপরেখা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

পাথরবোঝাই

● প্রথম পাতার পর

সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে স্থানীয়দের বক্তব্য, বাস্তব পরিস্থিতিতে উদ্ধার কাজে স্পষ্ট বিলম্ব দেখা গিয়েছে।

পরবর্তীতে দমকল কর্মী এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘ প্রয়াসে প্রায় দুই ঘণ্টা পর আহত চালককে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। এরপর তাঁকে দ্রুত চিকিৎসার জন্য ধলাই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আহত রহিম উদ্দিনের বাড়ি অসমের শিলচরে বলে জানা গেছে।

এদিকে স্থানীয় বাসিন্দারা ঢলুবাড়ি ব্রিজ থেকে বাজার এলাকা পর্যন্ত জাতীয় সড়কের বেহাল ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার দিকেও প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, রাস্তার ওই অংশ অত্যন্ত সরু এবং দু'পাশে গভীর খাদ থাকায় ভারী যানবাহন চলাচলে প্রায়ই সমস্যা তৈরি হয়।

মধুবনী স্টেশনে

● প্রথম পাতার পর

বিবেচনা করে আগুন লাগার সঠিক কারণ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তা তদন্তে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশও দেন ডিআরএম।

প্রাথমিকভাবে রেল কর্তৃপক্ষের অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। তবে তদন্ত রিপোর্ট জমা পড়ার পরই প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে।

উল্লেখ্য, এর আগেও ১৮ মে সাসারাম-পাটনা ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ট্রেনের একটি জেনারেল কোচে আগুন লেগেছিল। তখনও প্রাথমিকভাবে শর্ট সার্কিটকেই কারণ বলে মনে করা হয়েছিল।

ক্রীড়াঙ্গন

আগরতলায় বসছে আইপিএল-এর মেগা 'ফ্যান পার্ক' বড় পর্দায় ফাইনালের রোমাঞ্চ উপভোগের সুযোগ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে। টাটা ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ ২০২৬-এর মেগা ফাইনাল ও প্লে-অফের উন্মাদনা এবার সরাসরি স্টেডিয়ামের মতো করে উপভোগ করার সুবর্ণ সুযোগ পেতে চলেছেন ত্রিপুরার ক্রিকেটপ্রেমীরা। ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ বোর্ড চলতি মরসুমের প্লে-অফ পর্বের জন্য দেশের পাঁচটি রাজ্যের মোট ৫টি শহরে 'ফ্যান পার্ক' চালুর ঘোষণা করেছে, যার মধ্যে অত্যন্ত গৌরবজনকভাবে স্থান করে নিয়েছে রাজধানী আগরতলা। আগামীকাল, শুক্রবার (দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার) এবং ৩১ মে (মেগা ফাইনাল) আগরতলায় এই ফ্যান পার্কের আসর বসবে। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রবেশাধিকার থাকা এই ফ্যান পার্কে বিশাল স্ক্রিনে লাইভ ম্যাচ সম্প্রচারের পাশাপাশি থাকবে মিউজিক, ফুড কোর্ট এবং নানা ধরনের বিনোদনমূলক আয়োজন। আগরতলা ছাড়াও দেশের বাকি যে চারটি শহরে এই ফ্যান পার্ক বসছে, সেগুলি হলো গোয়ালিয়র, গাজীপুর, ম্যাঙ্গালুরু এবং কাকিনাড়া। এই মেগা আয়োজনকে কেন্দ্র করে আজ, বৃহস্পতিবার দুপুর ১২:৩০ মিনিটে আগরতলার প্রাণকেন্দ্রে এক অভিজাত হোটেলের কনফারেন্স হল-এ এক গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রেস মিটে উপস্থিত ছিলেন আইপিএল প্রতিনিধি মিস্টার মিত। এছাড়াও ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন টিসিএ সচিব সুব্রত দে, কোষাধ্যক্ষ বাসুদেব চক্রবর্তী এবং উপদেষ্টা তপন লোধ। কর্মকর্তা ও আইপিএল প্রতিনিধিরা যৌথভাবে জানান, প্রান্তিক স্তরের ক্রিকেট ভক্তদের মাঝে স্টেডিয়ামের আবহ পৌঁছে দিতেই বিসিসিআই-এর এই দুর্দান্ত পরিকল্পনা। এই ফ্যান পার্কগুলিতে শুধু খেলা দেখাই নয়, দর্শকদের জন্য থাকছে 'ভার্চুয়াল ব্যাটিং জোন', 'বোলিং নেট', 'ফেস পেইন্টিং', 'পিচ পারফেক্ট' এবং 'ডোন্ট মিস দ্য বল'-এর মতো একগুচ্ছ আকর্ষণীয় ইন্টারেক্টিভ গেম জোন, যা ছোট-বড় সকল ক্রিকেটপ্রেমীদের আনন্দকে দ্বিগুণ করে তুলবে। টিসিএ কর্তারা আশাপ্রকাশ করেছেন যে, আগরতলার এই ফ্যান পার্কে হাজার হাজার ক্রিকেটপ্রেমীর সমাগম ঘটবে এবং এক অভূতপূর্ব ইলেকট্রিক বাতাবরণ তৈরি হবে। হুইসেল, চিয়ারিং, প্রিয় দলের জার্সি আর ফেস পেইন্টিংয়ের রঙে সেজে উঠে আগরতলাও এবার আইপিএল জ্বরে কাঁপতে প্রস্তুত। ইতিমধ্যে কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গেছে, এখন শুধু মাঠের লড়াই বড় পর্দায় দেখার অপেক্ষা।

গোল্ড কাপ ক্রিকেটে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে উড়িয়ে দারুন শুরু ত্রিপুরার, আজ প্রতিপক্ষ ঝাড়খণ্ড

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। দেরাদুনের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দুর্দান্ত জয় দিয়ে ৪২তম সর্বভারতীয় উত্তরাখণ্ড গোল্ড কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে নিজেদের অভিযান শুরু করল ত্রিপুরা। দেবভূমি গোল্ড কাপ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন সোসাইটি আয়োজিত এই টুর্নামেন্টের ৫০ ওভারের লিগ ম্যাচে আজ ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (টিসিএ) ৭ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াকে (আরবিআই) পরাজিত করে। টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরার নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের মুখে পড়ে ৪৯.২ ওভারে ২০৮ রানে অল-আউট হয়ে যায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। আরবিআইয়ের পক্ষে সুমিত কুমার সর্বোচ্চ ৮১ এবং অমেয়া দান্দেকর ৪৯ রান করেন। ত্রিপুরার বোলারদের মধ্যে বিক্রম দেবনাথ ১০ ওভারে ৪৬ রান দিয়ে ৪টি উইকেট দখল করে ম্যাচের সেরা (প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ) নির্বাচিত হন। এছাড়া দীপ্তনু চক্রবর্তী, ভিকি সাহা এবং স্বরূভ সাহিনী প্রত্যেকে ২টি করে উইকেট নেন। জবাবে ২০৯ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ত্রিপুরা মাত্র ৩০ ওভারেই ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায়। দলের পক্ষে ওপেনার শ্রীদাম পাল ২৭ বলে ৩৭ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে ভিত গড়ে দেন। এরপর ঋতুরাজ ঘোষ রায় এবং সেন্টু সরকার অপরাজিত থেকে দলকে মাঠ ছাড়েন। ঋতুরাজ ৮৭ বলে ১১টি চার ও ২টি ছক্কার সাহায্যে ৮০ রান এবং সেন্টু সরকার মাত্র ৪৯ বলে ৯টি চার ও ২টি ছক্কায় ৭৩ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন। আরবিআইয়ের পক্ষে আলী মুর্তজা, শাহবাজ নাদিম ও অমেয়া দান্দেকর ১টি করে উইকেট পান। প্রথম ম্যাচেই এই দাপুটে জয়ের পর ত্রিপুরা শিবির দারুণ আত্মবিশ্বাসী। টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় লিগ ম্যাচে আগামীকাল, শুক্রবার সকাল ৯টায় একই মাঠে ঝাড়খণ্ড রাজ্য ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের মুখোমুখি হবে রজত দের নেতৃত্বাধীন ত্রিপুরা দল।

অস্মিতা সিটি লীগ ফের শুরু আগামীকাল থেকে, জার্সি বন্টনে দুর্নীতির অভিযোগ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। অনিবার্য কিছু কারণে পিছিয়ে গেল রাজ্যস্তরের মহিলাদের অস্মিতা সিটি লীগের দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সংশোধিত নতুন সূচি অনুযায়ী, এই পর্যায়ের খেলাগুলি আগামী ৩০ ও ৩১ মে অনুষ্ঠিত হবে। দপ্তরের পক্ষ থেকে সমস্ত প্রতিযোগী খেলোয়াড়দের আগামী ৩০ মে সকালেই নির্দিষ্ট প্রতিযোগিতাস্থলে রিপোর্ট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ক্রীড়া সূচির পাশাপাশি বেশ কয়েকটি ইভেন্টের খেলাধুলার ভেনু বা স্থানেও পরিবর্তন আনা হয়েছে বলে দপ্তর সূত্রে জানা গেছে সংশোধিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, অনূর্ধ-১৪ ও অনূর্ধ-১৭ বিভাগের ভলিবল এবং ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতাগুলি রাজধানীর এন এস আর সি সি-র পরিবর্তে উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগরের আর সি পি ই কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তবে বাস্কেটবল এবং কাবাডি ইভেন্টের ক্ষেত্রে ভেনুতে কোনো বদল আনা হয়নি। পূর্বনির্ধারিত সূচি মেনে অনূর্ধ-১৪ ও ১৭ বিভাগের এই দুটি ইভেন্ট রাজধানীর এন এস আর সি সি-তেই অনুষ্ঠিত হবে। এদিকে, প্রতিযোগিতার সূচি পরিবর্তনের মাঝেই খেলোয়াড়দের নিম্নমানের পোশাক বা জার্সি প্রদানকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভ ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন জেলার তরফে অভিযোগ উঠেছে যে, ক্রীড়া দপ্তর যেখানে প্রতি খেলোয়াড়ের জার্সিবাবদ মাথা পিছু ৩০০ টাকা করে বরাদ্দ করেছে, সেখানে বহু জেলায় খেলোয়াড়দের অত্যন্ত সস্তা ও নিম্নমানের জার্সি দেওয়া হয়েছে। অভিযোগকারীদের দাবি, সরবরাহ করা এই জার্সিগুলির বাজারমূল্য কোনোভাবেই ১৫০ টাকার বেশি নয়। এই পরিস্থিতিতে বরাদ্দের বাকি টাকা কোথায় গেল, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পাশাপাশি সমগ্র বিষয়ে ক্রীড়া দপ্তরকে অবিলম্বে কড়া নজরদারি ও তদন্ত করার দাবি জানানো হয়েছে।

রক্ষণাত্মক কৌশলেও হল না শেষরক্ষা! ইউনিটি কাপে জামাইকার কাছে হার ভারতের

২৪ বছর পর ইংল্যান্ডের মাঠে নেমেছিল ভারত। দু'যুগ পর বিলেতভূমে নেমে অভিজ্ঞতা সুখকর হল না খালিদ জামিলের ছেলেদের। ফিফা ক্রমতালিকায় ভারত ১৩৬। জামাইকা ৭১। অর্থাৎ শক্তির বিচারে লড়াইটা যে অসম, সেটা সবারই কমবেশি জানা ছিল। সেটাই দেখা গেল ইউনিটি কাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে। শক্তিশালী জামাইকার কাছে ০-২ গোলে পরাজিত হল ভারত। ফলে ফাইনালে ওঠা হল না সন্দেশ ঝিঙ্খান, রাহুল ভেকেদের। শনিবার তৃতীয় স্থান নির্ধারণের ম্যাচে জিম্বাবোয়ের মুখোমুখি হবে মেন ইন ব্লু। ইউনিটি কাপে ভারতীয় দলের জার্সিতেই ছিল এক বিশেষ চমক। কলারের ভেতরে লেখা ছিল 'বন্দে মাতরম'। ম্যাচে ভারত শুরু থেকেই রক্ষণাত্মক কৌশল নেয়। প্রথম একাদশে দেখা যায় পাঁচ ডিফেন্ডার। রাহুল ভেকে, রোশন সিং, সন্দেশ ঝিঙ্খান, নিখিল পূজারি, আকাশ মিশ্র। এই পাঁচজনের মধ্যে আকাশ কিছুটা এগিয়ে খেলছিলেন। তবুও রক্ষণ ভেদ হতে সময় লাগেনি। মাত্র ৮ মিনিটেই কোর্টনি ক্লার্ক দুর্দান্ত এক গোল করে জামাইকাকে এগিয়ে দেন। ঝটিকি পালটা আক্রমণ থেকে দৃষ্টিনন্দন এক গোল করেন ক্লার্ক। নিখুঁত এক থ্রু পাস থেকে জামাইকার আক্রমণ গড়ে ওঠে। বাঁ-দিক থেকে আসা শট প্রথমে ঠেকান গুরপ্রীত সিং সান্ধু। তবে পুরোপুরি ক্লিয়ার করতে না পারায় 'রেগে বয়েজ'রা আক্রমণ ধরে রাখে। বক্সের বাঁ-দিকে কিছুটা ফাঁকা জায়গায় থাকা ক্লার্ক একজন ভারতীয় ডিফেন্ডারকে আড়াল করে শট নেন। গুরপ্রীত চেষ্টা করেও তা আটকাতে পারেননি। বল সোজা জালের ডান দিকের উপর কোণে জড়িয়ে যায়। প্রথমার্ধে ভারত তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য আক্রমণ গড়ে তুলতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই আক্রমণের গতি বাড়ায় ভারত। ৫৩ মিনিটে লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে বল জালে জড়ালেও শেষ পর্যন্ত অফসাইডের কারণে গোলটি বাতিল হয়ে যায়। এর ঠিক পাঁচ মিনিট পরেই আরও একটি ধাক্কা! চোট পেয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন রায়ান উইলিয়ামস। তাঁর চোট নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই চিন্তা বাড়বে কোচ খালিদ জামিলের। তবুও হাল ছাড়েনি ভারত। ম্যাচের বয়স তখন ৬৩ মিনিট। প্রথমবার জামাইকা কিছুটা হলেও চাপে পড়ে। এরই মধ্যে ব্লু টাইগার্স অসাধারণ জায়গা থেকে ফ্রি-কিক পায়। যদিও ছাংতের শট ডিফেন্সের দেওয়ালে লাগে। কর্নার পায় ভারত। তবে সমতা ফেরেনি। ৭৮ মিনিটে কাহেইম ডিক্সন গোল করে ব্যবধান বাড়িয়ে ২-০ করেন। সেটাই ছিল জামাইকার জয়সূচক গোল।

বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডস চ্যাম্পিয়ন পর্তুগালের কাছে হারবে আর্জেন্টিনা

২০১০ বিশ্বকাপে জার্মানির সব ম্যাচের ফল সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করে আলোচনায় আসে পল নামের অক্টোপাস। তখন তাকে বিশ্বজুড়ে একধরনের 'অলৌকিক ভবিষ্যদ্বক্তা' হিসেবে দেখা হয়েছিল।

এরপর জার্মান অর্থনীতিবিদ ইয়াকিম ক্লেমেন্ট একটি জটিল পরিসংখ্যানভিত্তিক পূর্বাভাস মডেল তৈরি করেন। ২০১৪ সাল থেকে তাঁর এই মডেল বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন দল সঠিকভাবে অনুমান করে আসছে। এই মডেল অনুযায়ী, জুলাইয়ে বিশ্বকাপ জিততে যাচ্ছে ভার্জিল ফন ডাইক-কোডি গাকপোদের নিয়ে গড়া নেদারল্যান্ডস দল।

শুধু জয়ী দল নয়, এই মডেল পুরো ৪৮ দলের টুর্নামেন্টের চিত্রও বিশ্লেষণ করে। এতে বলা হয়েছে, দ্বিতীয় রাউন্ডে ব্রাজিলকে হারাতে পারে জাপান এবং একই পর্যায়ে দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে বাদ পড়তে পারে স্কটল্যান্ড। এ ধরনের নানা সম্ভাব্য ফলও এতে দেখানো হয়েছে।

এই মডেল অনুযায়ী ইংল্যান্ডের সেমিফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছানোর কথা বলা হয়েছে। তবে ২০০৬ সালের পর আবারও তাদের পথ আটকে দিতে পারে পর্তুগাল। অর্থাৎ বিশ্বকাপ ফাইনাল হতে যাচ্ছে পর্তুগাল ও নেদারল্যান্ডসের মধ্যে। তবে এই মডেলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী হচ্ছে কোয়ার্টার ফাইনালে পর্তুগালের আর্জেন্টিনার হেরে যাওয়া।

জার্মান অর্থনীতিবিদ ক্লেমেন্ট নিজেকে একজন নৈরাশ্যবাদী' বলে মনে করেন এবং ১০ বছর ধরে যুক্তরাজ্যে বসবাস করছেন। তাঁর মতে, এই গবেষণার উদ্দেশ্য কখনোই কাউকে নির্দিষ্ট ফল জানিয়ে দেওয়া বা বাজিতে জেতার উপায় বের করা ছিল না। বরং তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন, ফলাফল আগেভাগে অনুমান করার চেষ্টা কতটা হাস্যকর হতে পারে।

ক্লেমেন্ট বলেন, 'এটা শুরু হয়েছিল অর্থনীতিবিদদের সেই অহংকার দেখানোর জন্য, যাঁরা মনে করেন, তাঁরা এমন বিষয়ও ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন, যেগুলো সম্পর্কে তাঁদের আসলে কোনো ধারণাই নেই।'২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন প্রতিযোগিতার সহ-আয়োজক যুক্তরাষ্ট্রের কোচ মরিসিও পচেত্তিনো। গতকাল রাতে ঘোষিত ২৬ সদস্যের এই দলে আছেন দলের মূল তারকা ক্রিস্টিয়ান পুলিসিক, টাইলার অ্যাডামস ও ওয়েস্টন ম্যাককেনি। ২৬ জনের মধ্যে ১৩ জনই ২০২২ বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্রের শেষ ষোলোতে ওঠা দলের সদস্য ছিলেন। বাকি ১৩ জন এবারই প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন। ইংল্যান্ডের ক্লাবে খেলা মোট পাঁচজন খেলোয়াড়কে দলে রেখেছেন পচেত্তিনো।

এই তালিকায় আছেন বোর্নমাউথের মিডফিল্ডার টাইলার অ্যাডামস, ফুলহামের লেফটব্যাক অ্যান্টোনি রবিনসন, লিডস ইউনাইটেডের মিডফিল্ডার ব্রেডান অ্যারনসন, ক্রিস্টাল প্যালেসের ডিফেন্ডার ক্রিস রিচার্ডস এবং কভেন্ট্রির হাজি রাইট।

এদিকে বিশ্বকাপ দলে জায়গা না পাওয়া খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগতভাবে ফোন না করার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন কোচ পচেত্তিনো। তিনি জানান, বাদ পড়া ২০ জনের বেশি খেলোয়াড়কে তিনি ব্যক্তিগত কল না দিয়ে ই—মেইলের মাধ্যমে সিদ্ধান্তটি জানিয়েছেন। পচেত্তিনো আরও বলেন, এ ধরনের সিদ্ধান্তের পর তিনি নিজেও কোনো কোচের কাছ থেকে ফোন পেতে চান না।

এর আগে খেলোয়াড়দের সঙ্গে নিজেদের যোগাযোগের ধরনের কারণে সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন পচেত্তিনো। তবে খেলোয়াড়দের সঙ্গে পচেত্তিনোর আচরণের নীতি আগের মতোই অপরিবর্তিত আছে, যা তিনি ২০২৪ সালের আগস্টে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই অনুসরণ করছেন।

পচেত্তিনোর ভাষ্য, 'প্রথম দিন থেকেই খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিষ্কার যোগাযোগ গড়ে তোলাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেই যোগাযোগ যদি স্বচ্ছভাবে তৈরি করা যায়, তাহলে আমরা যে পদ্ধতিতে কথা বলি, তা পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই। আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যেকোনো দলে জায়গা পাওয়া।'

এ সময় বড় টুর্নামেন্টের দল থেকে নিজের বাদ পড়ার অভিজ্ঞতার কথাও জানান তিনি। খেলোয়াড় হিসেবে পচেত্তিনো ১৯৯৪ ও ১৯৯৮ সালের আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ দলে জায়গা পাননি। তিনি বলেন, 'আমি একজন খেলোয়াড় ছিলাম। যখন আমি দলে সুযোগ পাইনি, তখন কোচের ফোনও চাইতাম না। আমি যদি জিজ্ঞেস করি "কেন আমি দলে নেই?", তাহলে তারা কী বলবে? তারা তো মিথ্যা বলবেআর যদি আমি ফোন করি, সেটা শুধু নিজের জন্য।'

ক্লেমেন্ট আরও যোগ করেন, 'আর এখন এটা এমন অবস্থায় এসেছে, যেখানে কেউ যদি ভাগ্যগুণে বারবার ঠিক হয়ে যায়, মানুষ তাকে একজন "গুরু" ভাবতে শুরু করে।'

নিজের প্রথম পূর্বাভাস ২০১৪ বিশ্বকাপে জার্মানির জয় দিয়ে সত্যি হলেও তিনি ভেবেছিলেন, ২০১৮ সালে আবার হিসাব করলে সেটি হয়তো ভুল প্রমাণিত হবে এবং আগেরটা কেবলই একটি আকস্মিক ঘটনা হিসেবে ধরা পড়বে।

কিন্তু বাস্তবে তাঁর পূর্বাভাস ২০১৮ সালে ফ্রান্স এবং ২০২২ সালে আর্জেন্টিনার ক্ষেত্রেও সঠিক হয়। তিনি বলেন, 'আমি পরপর তিনবার ঠিক হওয়ার কারণে এখন মানুষ মনে করে এই মডেলকে হারানো সম্ভব নয়, আর পরেরবারও আমাকে অবশ্যই ঠিক হতে হবে।'

তবে সত্য হলো, বিশ্বকাপে সাফল্য কিছু 'সিস্টেমিক' বা কাঠামোগত কারণের ওপর আংশিকভাবে নির্ভর করে যেমন দেশের জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক শক্তি, আবহাওয়া এবং ফিফা র‍্যাঙ্কিং। তবু ক্লেমেন্ট পাঠকদের সতর্ক করে বলেন, তাঁর প্রতি চার বছর পরপর প্রকাশিত এই পূর্বাভাসকে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে না দেখাই ভালো। কারণ, এসব উপাদান শুধু ফলাফলের একটি অংশ ব্যাখ্যা করতে পারে, পুরো চিত্র নয়।

ক্লেমেন্টের মতে, এখানে 'বাকি ৫০ শতাংশ হলো ভাগ্য'। বিশেষ করে যখন সমান শক্তির দুটি দল মুখোমুখি হয়, তখন ফলাফল অনেকটাই নির্ভর করে সেদিনের ফর্ম, রেফারির একটি সিদ্ধান্ত বা ভাগ্যের ছোট কোনো ঘটনায়। যেমন, বল পোস্টে লেগে ফিরে আসবে নাকি গোল হবেএ ধরনের বিষয়গুলোই অনেক সময় ম্যাচের ভাগ্য বদলে দেয়। ফলে এসব ঘটনা পুরোপুরি অনিশ্চিত এবং আগে থেকে অনুমান করা প্রায় অসম্ভব।

প্রতিবার বিশ্বকাপ সামনে এলে ক্লেমেন্টের এই মডেল তাঁর দৈনন্দিন কাজের বাইরে একধরনের স্বস্তি ও বিনোদনের জায়গা হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, '২০২৬ সালে যখন বিশ্বজুড়ে এত সংকট চলছে, যুদ্ধসহ নানা অস্থিরতা চলছে, তখন এটা আমাকে ভালো অনুভূতি দিয়েছে। আশা করি, পাঠকেরাও এটা উপভোগ করবেন এবং বিশ্বের নানা দুঃসংবাদ থেকে কিছুটা হলেও মনোযোগ সরিয়ে নিতে পারবেন।'

তবে প্রতিটি সঠিক পূর্বাভাসের পর ক্লেমেন্টের ওপর প্রত্যাশার চাপও বাড়তে থাকে। তিনি এখন বিনিয়োগ ব্যাংক প্যানমুর লাইবেরামে কৌশলবিদ (স্ট্র্যাটেজিস্ট) হিসেবে কাজ করেন। অফিসে সহকর্মী অর্থনীতিবিদেরা প্রায়ই তাঁকে নানা প্রশ্ন করেন। যেমন নেদারল্যান্ডসের টটেনহাম মিডফিল্ডার জাভি সিমন্সের এসিএল ইনজুরি কীভাবে তাঁর মডেলে প্রভাব ফেলবে?

চূড়ান্ত পর্যায়ে বিশ্বকাপ শুরুর আগমুহূর্তে সব ধরনের সতর্কতা ও ব্যাখ্যা সত্ত্বেও প্রস্তুত আছেন ক্লেমেন্ট। তিনি বলেন, 'আমার কয়েকজন সহকর্মী আমার সেই নোট দেখে নেদারল্যান্ডসের ওপর বাজি ধরেছেন। আর নেদারল্যান্ডস যদি বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়ে যায়, তাহলে পরের দিন আমাকে সম্ভবত বাসা থেকে কাজ করতে হবে।'

বিশ্বকাপের ৪৮টি দেশ ঠিক করে ফেলল কোথায় ঘাঁটি গাড়বে, দেখে নিন মেসি-রোনাল্ডো-নেমার-এমবাপেদের অনুশীলনের জায়গা

বিশ্বকাপের চূড়ান্ত প্রস্তুতির জন্য প্রতিটি দেশই আয়োজক দেশে গিয়ে শিবির করে। দু'তিন সপ্তাহের এই শিবিরে কোচেরা বেছে নেন প্রথম একাদশ। তৈরি হয় রণকৌশল। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ আয়োজক দেশের আবহাওয়া এবং মাটির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া। এ বারও প্রতিযোগী ৪৮টি দেশ শিবিরের জন্য পছন্দ মতো জায়গা বেছে নিয়েছে।

চূড়ান্ত প্রস্তুতি শিবিরের গোপনীয়তা বজায় রাখতে চায় সব দল। যাতে খেলার ধরন, কৌশলের আঁচ না পায় প্রতিপক্ষ দলগুলি। গত বারের চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা শিবির করবে কানসাস সিটিতে। সেখানকার স্পোর্টিং কেসি ট্রেনিং সেন্টারে খেতাব ধরে রাখার চূড়ান্ত প্রস্তুতি সারবেন লিয়োনেল মেসিরা। একই শহরে চূড়ান্ত প্রস্তুতি সারবে আলজেরিয়া। তারা বেছে নিয়েছে কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো। আমেরিকার এই শহরেরই সোপি সকার ভিলেজে তাঁবু ফেলবে ইংল্যান্ড। নেদারল্যান্ডস ঘাঁটি গাড়ছে কানসাস সিটির কেসি কারেন্ট ট্রেনিং ফেসিলিটিতে। অর্থাৎ কানসাস সিটিকে বেছে নিয়েছে আর্জেন্টিনা-সহ চারটি দল।

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোরা বিশ্বকাপের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেবেন পাম বিচ গার্ডেন্সের গার্ডেন্স নর্থ কাউন্টি ডিস্ট্রিক্ট পার্কে। ব্রাজিল তাঁবু ফেলবে নিউ জার্সির কলম্বিয়া পার্ক ট্রেনিং ফেসিলিটি। নেমার জুনিয়রদের মতোই এই শহরে চূড়ান্ত প্রস্তুতি সারবে হাইতি। তারা বেছে নিয়েছে স্টকস্টোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো। গত বিশ্বকাপের চমক মরক্কো নিউ জার্সির দ্য পিঙ্গরি স্কুলে শিবির করবে। সেনেগাল বেছে নিয়েছে এখানকার রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে।

বিশ্বকাপের দাবিদারদের মধ্যে স্পেন বেছে নিয়েছে চ্যাটানুগার বেলর স্কুল। কিলিয়ান এমবাপের ফ্রান্স বোস্টনের বেন্টলি বিশ্ববিদ্যালয়ে চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেবে। জার্মানি তাঁবু ফেলবে উইন্সটন সালেমের ওয়েক ফরেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে।

অস্ট্রেলিয়া শিবিরের জন্য পছন্দ করেছে সান ফ্রান্সিসকো বে এলাকার ওকল্যান্ড রুটস ট্রেনিং ফেসিলিটিকে। এখানকারই স্পার্টান সকার কমপ্লেক্সে তাঁবু ফেলবে প্যারাগুয়ে। অস্ট্রিয়া প্রস্তুতি নেবে গোলেটার ইউসি সান্টা বারবারা হার্ডার স্টেডিয়ামে। গত বিশ্বকাপের আয়োজক কাতার পছন্দ করেছে এখানকারই ওয়েস্টমন্ট কলেজকে। বেলজিয়ামের পছন্দ রেনটনের সিয়াটল সাউন্ডার্স এফসি পারফরম্যান্স সেন্টার এবং ক্লাব হাউস। বসনিয়া প্রস্তুতি নেবে স্যান্ডির আরএসএল স্টেডিয়ামে। বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক কানাডা ভ্যাঙ্কুভারের ন্যাশনাল সকার ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে। আইভোরি কোস্টের তাঁবু পড়ছে ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নে। কঙ্গোর ফুটবলারেরা অনুশীলন করবেন হিউস্টনের হিউস্টন ট্রেনিং সেন্টারে। কলম্বিয়া গুয়াডালাজারার অ্যাকাডেমিয়া অ্যাটলাস এফসিকে বেছে নিয়েছে শিবিরের জন্য। এখানকারই চিভাস ভার্দে ভ্যালেতে ঘাঁটি গাড়বে দক্ষিণ কোরিয়া। কেপ ভার্দে বেছে নিয়েছে টাম্পার ওয়াটার্স স্পোর্টসপ্লেক্সকে। কুরাকাও চূড়ান্ত অনুশীলন করবে বোকা র‍্যাটনের ফ্লোরিডা অ্যাটলান্টিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। চেচিয়া বেছে নিয়েছে ডালাসের ম্যানসফিল্ড মাল্টি পারপাস স্টেডিয়ামে। সুইডেন অনুশীলন করবে ডালাসের এফসি ডালাস স্টেডিয়ামে। ইকুয়েডর প্রস্তুতি নেবে কলম্বাসের কলম্বাস ক্রু পারফরম্যান্স সেন্টারে। মিশর বেছে নিয়েছে স্পোক্যানের গনজাগা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে।

ঘানা বেছে নিয়েছে বোস্টনের ব্রায়ান্ট বিশ্ববিদ্যালয়। ইরান শিবির করছে মেক্সিকোর তিজুয়ানায়। জর্ডন বেছে নিয়েছে পোর্টল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে। জাপান ঘাঁটি গাড়বে ন্যাশভিলের ন্যাশভিল এফসিতে। এশিয়ার আর এক দেশ সৌদি আরব প্রস্তুতি নেবে অস্টিন এফসি স্টেডিয়ামে। বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক মেক্সিকো অনুশীলন করবে মেক্সিকো সিটির সেন্টো ডে অল্টো রেন্ডিমিয়েন্টোয়। নরওয়ে তাঁবু ফেলবে গ্রিনসবোরো ইউএনসি গ্রিনসবোরোয়। নিউ জিল্যান্ড থাকবে সান দিয়াগো বিশ্ববিদ্যালয়ের টোরেরো স্টেডিয়ামে। সুইৎজারল্যান্ড সান দিয়াগোর এসডিজেএ-তে অনুশীলন করবে। পানামা অনুশীলন করবে নিউ টেকুমসেথের নোট্টাওয়াসাগা ট্রেনিং সেন্টারে। স্কটল্যান্ড শার্লট এফসিতে শিবির করবে। তিউনিসিয়া অনুশীলন করবে মন্টেরের রায়াডস ট্রেনিং সেন্টারে। তুরস্ক বেছে নিয়েছে মেসার অ্যারিজোনা অ্যাথলেটিক গ্রাউন্ড। উরুগুয়ে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেবে ক্যানকানের মায়াকোবা ট্রেনিং সেন্টারে। আর বিশ্বকাপের প্রধান আয়োজক দেশ আমেরিকা প্রস্তুতির জন্য বেছে নিয়েছে আরভিনের গ্রেট পার্ক স্পোর্টস কমপ্লেক্স। প্রথম বার বিশ্বকাপে সুযোগ পাওয়া এশিয়ার উজবেকিস্তান আটলান্টায় শিবির করবে। তাদের অনুশীলন হবে আটলান্টা ইউনাইটেড ট্রেনিং সেন্টারকে।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

সম্প্রীতি ও ত্যাগের বার্তায় মোহনপুর জামে মসজিদে ঈদ-উল-আযহা উদযাপন

আগরতলা, ২৮ মে : সম্প্রীতি, ত্যাগ ও ভ্রাতৃত্বের বার্তা নিয়ে বৃহস্পতিবার কমলপুর শহর সংলগ্ন মোহনপুর গ্রামের মোহনপুর জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপিত হলো পবিত্র ঈদ-উল-যোহা (বকরিদ)।

এদিন সকাল থেকেই নতুন পোশাকে সজ্জিত হয়ে প্রচুর সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসল্লি ঈদের নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদ প্রাঙ্গণে সমবেত হন। কোরবানির মহান আদর্শ ও ত্যাগের শিক্ষাকে সামনে রেখে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়।

মসজিদের ইমাম সাহেব ঈদের নামাজ পরিচালনা করেন। নামাজ শেষে দেশ, জাতি এবং সমগ্র মানবজাতির শান্তি, সম্প্রীতি ও কল্যাণ কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। পাশাপাশি সমাজে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ অটুট রাখার আহ্বানও জানানো হয়।

নামাজ শেষে মুসল্লিরা একে অপরের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় ও কোলাকুলির মাধ্যমে ঈদের আনন্দ ভাগ করে নেন। এদিন মসজিদ প্রাঙ্গণে ছোট-বড় সকলের উপস্থিতিতে এক আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

উপস্থিত ধর্মপ্রাণ মানুষজন জানান, ঈদ শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ের উৎসব নয়, এটি শান্তি, ভালোবাসা, ত্যাগ ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীক। তাদের বক্তব্য, "হিন্দু-মুসলিম সবাই ভাই ভাই। আমরা সকলে মিলেমিশে একসঙ্গে বসবাস করতে চাই। ধর্ম যার যার, ভ্রাতৃত্ব সবার।"

এদিন মোহনপুর এলাকায় উৎসবের আবহের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও লক্ষ্য করা যায়।

পানিসাগরে বিপুল পরিমাণ বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার, আটক ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৮ মে : উত্তর জেলার পানিসাগর মহকুমায় স্পেশাল পুলিশ ব্রাঞ্চের গোপন তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত এক অভিযানে বিপুল পরিমাণ অবৈধ বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সংঘটিত এই ঘটনায় গাড়ির চালকসহ দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, একটি গাড়িতে অবৈধ সামগ্রী পাচার করা হচ্ছে বলে নির্দিষ্ট তথ্য পায় পুলিশ। এর পর পানিসাগর মহকুমার একটি নাকা চেকপোস্টে গাড়িটিকে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। প্রথমে গাড়িতে ঠান্ডা পানীয় ভর্তি কার্টুন দেখতে পাওয়া গেলেও, সন্দেহের ভিত্তিতে আরও গভীরভাবে তল্লাশি চালালে ওই কার্টুনগুলির নিচে লুকিয়ে রাখা অবস্থায় ৪০ কার্টুন বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার হয়।

উদ্ধার হওয়া সিগারেটের মধ্যে "মন্ট" ও "পেট্রোন" নামে দুটি ব্র্যান্ডের প্যাকেট পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকেই গাড়িতে থাকা দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। ধৃতদের নাম জুয়েল মিয়া ও বিজয় মগ। জুয়েল মিয়ার বাড়ি কুমারঘাট এলাকায় এবং বিজয় মগের বাড়ি আমবাসা এলাকায় বলে জানা গেছে।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, গাড়িটি আসামের ভাঙ্গা এলাকা থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। উদ্ধার হওয়া সিগারেটগুলির আনুমানিক কালোবাজারি মূল্য প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা হতে পারে বলে জানিয়েছেন কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিক আশুতোষ শর্মা।

এই পাচার চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। আটক দুই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং পুরো ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

ধর্মনগরে পারিবারিক কলহে গৃহবধূকে দা-এর কোপ, গ্রেপ্তার স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৮ মে : উত্তর জেলার ধর্মনগর থানার অন্তর্গত দেওয়ানপাশা এলাকার ৩ নং ওয়ার্ডে বুধবার রাতে এক নৃশংস ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পারিবারিক অশান্তির জেরে স্বামীর দা-এর কোপে গুরুতর জখম হন এক গৃহবধূ। বর্তমানে তিনি ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আহত গৃহবধূর নাম শিল্পী সেন বর্মন (৪৫)। অভিযুক্ত স্বামী জয়দেব বর্মন (৫০)-এর বাড়ি কাঞ্চনপুরে। জানা গেছে, গত বছরের ডিসেম্বর মাসে ওই দম্পতি দেওয়ানপাশা এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। বুধবার রাত আনুমানিক সাড়ে ৮টা নাগাদ তাদের ভাড়া বাড়িতেই এই রক্তাক্ত ঘটনা ঘটে।

ভাড়া বাড়ির মালিক শশাঙ্ক দেবনাথ জানান, বাড়িতে ওঠার পর থেকেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই অশান্তি ও ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকত। দীর্ঘদিন ধরেই তাদের পারিবারিক কলহ চলছিল বলে দাবি তাঁর। বুধবারও স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি মীমাংসার জন্য বৈঠকে বসেন। পাশাপাশি স্থানীয় চেতনাশক্তি সমিতির সদস্যরাও বেশ কিছুদিন ধরে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

জানা যায়, শিল্পী সেন বর্মন ডিভোর্স সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র খুঁজে না পেয়ে ধর্মনগর মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ ছিল, তাঁর স্বামী জয়দেব বর্মন নথিগুলি সরিয়ে রেখেছেন। এরপর মহিলা থানার পক্ষ থেকে অভিযুক্তকে ফোন করা হলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বলে অভিযোগ।

ঘটনার সময় বাড়ির মালিকের ছেলে চিৎকার শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে যান। দরজা খুলতেই তিনি দেখতে পান, শিল্পী সেন বর্মন রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে রয়েছেন। অভিযোগ, সেই সময় ধারালো দা হাতে ঘর থেকে পালিয়ে যান জয়দেব বর্মন।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে স্থানীয় বাসিন্দাদের খবর দেওয়া হয়। পাশাপাশি যুবরাজনগরের প্রাক্তন বিধায়িকা মলিনা দেবনাথ ও স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদেরও বিষয়টি জানানো হয়। খবর পেয়ে ধর্মনগর দমকল দপ্তরের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর আহত মহিলাকে উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান।

চিকিৎসক সূত্রে জানা গেছে, দা-এর কোপে মহিলার গলার পিছনের অংশে গভীর ক্ষত হয়েছে। বর্তমানে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছান প্রাক্তন বিধায়িকা মলিনা দেবনাথ সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। তাঁরা আহত মহিলার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন এবং পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

এদিকে ঘটনার পর ধর্মনগর থানার পুলিশ অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালিয়ে শেষ পর্যন্ত জয়দেব বর্মনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। বর্তমানে তিনি পুলিশি হেফাজতে রয়েছেন। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জামজুরী রাজধনগরে দুঃসাহসিক চুরি, আতঙ্কে এলাকাবাসী

আগরতলা, ২৮ মে : উদয়পুর মহকুমা শহর থেকে শুরু করে গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে চুরির ঘটনা। একের পর এক চুরির ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, আর্থিক অনটন কিংবা নেশার টাকা জোগাড়ের উদ্দেশ্যে অনেকেই অপরাধের পথে ঝুঁকছে। পাশাপাশি চুরির ঘটনার পর পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন এলাকাবাসী।

অভিযোগ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাকড়াবন থানার পুলিশ চোরদের পাকড়াও করতে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে চোরের দল আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। সরকারি অফিস, বিদ্যালয় থেকে সাধারণ মানুষের বসতবাড়ি, কোথাও নিরাপত্তা নেই বলেই দাবি স্থানীয়দের।

এরই মধ্যে বুধবার গভীর রাতে কাকড়াবন থানাধীন জামজুরী রাজধনগর এলাকায় ঘটে যায় এক দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা। জানা গেছে, জনৈক সুখেন সূত্রধরের বসতবাড়িতে চোরেরা হানা দেয়। সুখেন সূত্রধর টিএসআর জওয়ান হিসেবে অমরপুরে কর্মরত থাকায় তিনি বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন না। অন্যদিকে, তার স্ত্রী ও সন্তানও সেদিন শ্বশুরবাড়িতে ছিলেন। বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগকেই কাজে লাগায় দুষ্কৃতিকারীরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চোরেরা বাড়ির পাশের একটি আমগাছ বেয়ে ছাদে উঠে দরজা ভেঙে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে। এরপর তারা ঠাকুরঘরে ঢুকে আনুমানিক ৮ ভরি স্বর্ণালংকার, পিতলের বাসনপত্র এবং একটি মাটির ব্যাংক থেকে প্রায় দুই থেকে তিন হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয়।

ঘটনার বিষয়টি প্রথম নজরে আসে প্রতিবেশী রতন সূত্রধরের। তিনি নিজের বাড়ির ছাদ থেকে সুখেন সূত্রধরের বাড়ির ছাদের দরজা খোলা দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি সুখেন সূত্রধরকে জানান। খবর পেয়ে তিনি কর্মস্থল থেকে বাড়িতে ফিরে এসে চুরির ঘটনার সত্যতা জানতে পারেন।

পরে এলাকাবাসীর সহযোগিতায় কাকড়াবন থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। তবে অতীত অভিজ্ঞতার কথা তুলে এলাকাবাসীর একাংশের প্রশ্ন, এই ঘটনারও কি সঠিক তদন্ত হবে, নাকি অন্যান্য ঘটনার মতোই তা ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকবে? এলাকাবাসীর দাবি, দ্রুত চোরদের গ্রেফতার করে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে হবে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে গন্ডাছড়ায় সিপিআইএমের বিক্ষোভ মিছিল ও সভা

আগরতলা, ২৮ মে : দেশজুড়ে পেট্রল, ডিজেল সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে আন্দোলনে নামল সিপিআইএম। আজ বেলা প্রায় এগারোটা নাগাদ সিপিআইএম গন্ডাছড়া বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। এদিন গন্ডাছড়া মহকুমা সদরে দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীদের অংশগ্রহণে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে পুরাতন ইউকো ব্যাংকের সামনে এসে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত হয় এক প্রতিবাদ সভা।

বিক্ষোভ সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএমের গন্ডাছড়া বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, প্রাক্তন বিধায়ক ললিতমোহন ত্রিপুরা, দলের নেতা সুশান্ত হাজারী, পবিন ত্রিপুরা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিভিন্ন বক্তা সাম্প্রতিক সময়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং পেট্রল-ডিজেলের ক্রমাগত দাম বাড়ার ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। বক্তাদের অভিযোগ, মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে গরিব ও মধ্যবিত্ত পরিবার চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছে।

বক্তারা অবিলম্বে পেট্রল, ডিজেল সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের স্বার্থে মূল্যবৃদ্ধির লাগাম টানতে কেন্দ্র সরকারের কাছে আবেদনও জানান তারা।

সমাজকর্মী শুভম বিশ্বাসকে আদালতে পেশ, ৩ দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন

আগরতলা, ২৮ মে : আগরতলার অভয়নগর এলাকার ড্রাগস ডি-অ্যাডিকশন সেন্টারের পরিচালক তথা সমাজকর্মী শুভম বিশ্বাসকে বৃহস্পতিবার আগরতলা মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পেশ করে আমতলী থানার পুলিশ। বিজেপি যুব মোর্চা নেতা রাজেশ ঘোষের দায়ের করা মামলার ভিত্তিতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত ২৫ মে বাড়দোয়ালী ও বাধারঘাট এলাকার যুব মোর্চা কর্মীরা আমতলী থানায় শুভম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একটি ডেপুটেশন ও এফআইআর দায়ের করেন। অভিযোগে বলা হয়, শুভম বিশ্বাস সোশ্যাল মিডিয়ায় যুব মোর্চা নেতা রাজেশ ঘোষকে কুরুচিকর ভাষায় আক্রমণ, মানহানিকর মন্তব্য এবং প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছেন।

এছাড়াও যুব মোর্চার একাংশের পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয়, তার পরিচালিত ডি-অ্যাডিকশন সেন্টারের আড়ালে কিছু সন্দেহজনক মাদক সংক্রান্ত কার্যকলাপ চলছিল। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও নির্দিষ্ট প্রমাণ প্রকাশ করা হয়নি।

অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে আমতলী থানার পুলিশ। তদন্তের অংশ হিসেবে গতকাল শুভম বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে আসা হয়। পরবর্তীতে তাকে গ্রেপ্তার করে বৃহস্পতিবার আদালতে পেশ করা হয়।

এই বিষয়ে আমতলী থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পরিতোষ দাস সংবাদমাধ্যমকে জানান, ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ ও সোশ্যাল মিডিয়ায় করা পোস্টগুলির প্রাথমিক সত্যতা যাচাইয়ের পরই পুলিশ এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মামলার গভীরে পৌঁছাতে এবং ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখতে পুলিশের পক্ষ থেকে আদালতে শুভম বিশ্বাসের ৩ দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়েছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহল ও সামাজিক পরিসরে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। মামলার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর দিশায় সারাদেশে জনজাতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার দ্রুত বিকাশ হচ্ছে: দুর্গাদাস উইকি

আগরতলা, ২৮ মে : কেন্দ্রীয় জনজাতি বিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী দুর্গাদাস উইকি আজ ত্রিপুরার ঊনকোটি জেলার কৈলাশহরে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করেন। বৈঠকে তিনি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত, প্রধানমন্ত্রী কর্মসৃজন কর্মসূচি, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা, পি,এম-বিশ্বকর্মা, পি,এম-জনমন, পি,এম সূর্যঘর মুফত বিজলি যোজনা, সয়েল হেলথ কার্ড, প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা ইত্যাদি প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করেন। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাশ,বিধায়ক বীরজিৎ সিংহ, ঊনকোটি জেলার জেলা শাসক মেঘা জৈন প্রমুখ।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী উইকে কৈলাশহর সার্কিট হাউসে ঊনকোটি জেলার জনজাতি নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও বৈঠক করেন। তিনি কুমারঘাট মহকুমার অন্তর্গত দক্ষিণ ঊনকোটি এডিসি ভিলেজে ত্রিপুরা গামীণ আ- জীবিকা মিশনের আগরবাতি তৈরি"র ইউনিট"টি পরিদর্শন করেন। কুমারঘাট ব্লক সদরে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ কেন্দ্র, পঞ্চায়েত রিসোর্স সেন্টার এবং টি.আর.এল.এম"এর উৎপাদিত সামগী সম্ভার বিপনন কেন্দ্রও পরিদর্শন করেন। এরপর কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী স্ব সহায়ক দলের সংগে যুক্ত দিদিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

কুমারঘাটে একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল পরিদর্শনকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী উইকি আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে স্কুলের পঠন-পাঠন নিয়ে কথা বলেন। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার জনজাতিদের সার্বিক বিকাশে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। এর ফলে সারা দেশে জনজাতিদের আর্থ সামাজিক অবস্থার দ্রুত বিকাশ হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী উইকি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ঊনকোটির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য পরিদর্শন করেন। ঊনকোটির প্রত্ন ইতিহাস কিংবদন্তি সম্পর্কে তিনি অবহিত হন। সঙ্গে ছিলেন, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাশ, জেলাশাসক মেঘা জৈন প্রমুখ।

রড চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৮ মে : ধারাবাহিক চুরির ঘটনায় নড়ে চড়ে বসল বিলোনিয়া থানার পুলিশ। লোহার রড চুরির অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে বিলোনিয়া থানার পুলিশ।

বৃহস্পতিবার বিলোনিয়া থানার ওসি সঞ্জিত দে সাংবাদিকদের জানান, বুধবার গভীর রাতে একটি অটোতে করে দুই বান্ডিল লোহার রড নিয়ে বিলোনিয়ার ৮০ ফুট রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের টহলদারি দলের সন্দেহ হয়। এরপর অটোটিকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, অটো চালক ও এক যাত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তাদের কথাবার্তায় অসঙ্গতি ধরা পড়ে। পরে তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, অটোতে থাকা রডগুলি বিলোনিয়া থানাধীন সাতমুড়া এলাকায় ওয়াটার ট্যাঙ্ক নির্মাণকারী সংস্থা ইকো প্রটেকশন গ্রুপের। সংস্থার নির্মাণ সাইট থেকেই রডগুলি চুরি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ।

এই ঘটনায় ইকো প্রটেকশন গ্রুপ বিলোনিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের শুক্রবার আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন বিলোনিয়া থানার ওসি সঞ্জিত দে।

রামনগর মণ্ডলে দু'দিনব্যাপী পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযানের সূচনা

আগরতলা, ২৮ মে : রামনগর মণ্ডলের কর্মীদের নিয়ে বৃহস্পতিবার আগরতলার বিজয় কুমার বালিকা বিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে দু'দিনব্যাপী "পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান"। বিজেপির সাংগঠনিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ শিবিরে বিপুল সংখ্যক দলীয় কর্মী ও নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

এদিনের প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অমিত রক্ষিত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ দলের অন্যান্য পদাধিকারী ও নেতৃত্বরা।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, এই প্রশিক্ষণ শিবিরের মূল উদ্দেশ্য হল কর্মীদের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, দলীয় আদর্শ ও নীতি সম্পর্কে আরও সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান এবং আগামী দিনে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে তোলা। শিবিরে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এদিন বক্তারা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের আদর্শ ও দর্শনের উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং সেই আদর্শকে সামনে রেখে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি দলীয় কর্মীদের নিষ্ঠা ও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার পরামর্শও দেওয়া হয়।

দু'দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে ঘিরে দলীয় কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

জনজাতিদের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা লাভের বিষয়ে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ : রাজ্যপাল

আগরতলা, ২৮ মে : জনজাতি ভাই-বোনদের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা লাভের বিষয়ে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রত্যেক জনজাতি ভাই-বোন যাতে সমাজে তাদের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা লাভ করতে পারেন সেই লক্ষ্যেই বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তির সদ্ব্যবহারে রাজ্য সরকার গুরুত্ব আরোপ করেছে।

রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডিড নাল্লু আজ সকালে প্রজ্ঞা ভবনের ১ নং হলে আয়োজিত 'জনজাতীয় গরিমা উৎসব ২০২৬ বীরসা লিভস ইন নিউ ভারত উইক'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষনে একথা বলেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল, জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ভগবান বীরসা মুন্ডার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। এ উপলক্ষে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রথম ডিজিট্যাল ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্ট অ্যাটলাসের উদ্বোধন করেন। পাশাপাশি তিনি ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাটলাসেরও উদ্বোধন করেন এবং জনজাতি কল্যাণ দপ্তর কর্তৃক এফআরএ অ্যাটলাস বুকলেট প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্ট সম্পর্কিত এবং জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রকল্প নিয়ে নির্মিত একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ভিডিও প্রদর্শিত হয়। এছাড়াও একটি ইন্টারেক্টিভ সেশনের আয়োজন করা হয়, যেখানে রাজ্যপাল এসটি পোস্ট-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বলেন, সপ্তাহব্যাপী এই উদযাপন কেবল একটি স্মারক অনুষ্ঠান নয়, বরং ভগবান বিরসা মুন্ডার চেতনা- জনজাতির অধিকার, বনভূমি ও আত্মপরিচয় রক্ষার সংগ্রামের চেতনা- যা আজও একবিংশ শতাব্দীতে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক ও জীবন্ত রয়েছে। তিনি বলেন, ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্ট বাস্তবায়ন, প্রতিশ্রুতি ও কার্যকারিতার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা এক উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে উঠে এসেছে। রাজ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তিগত বনাধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

রাজ্যপাল উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রথম ডিজিট্যাল ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্ট (এফআরএ) সম্পর্কে বলেন, এটি ত্রিপুরা স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারের সহযোগিতায় তৈরি হয়েছে, যারা প্রযুক্তি ও জ্ঞান সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তিনি বলেন, এই অ্যাটলাস শুধুমাত্র একটি মানচিত্র নয়; এটি একটি কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত-সহায়ক ব্যবস্থা, যা রাজ্য, জেলা, মহকুমা ও গ্রামসভা স্তরে ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্ট বাস্তবায়নে পরিকল্পনা গ্রহণ, পর্যবেক্ষণ এবং তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রথমবারের মতো রাজ্যে এমন একটি সমন্বিত ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা হয়েছে যা প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে।

মুহুরীপুরে বাইসাইকেল চুরির অভিযোগে যুবক আটক, ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকাবাসী

শান্তিরবাজার, ২৮ মে : শান্তিরবাজার মহকুমাজুড়ে ক্রমবর্ধমান চুরির ঘটনায় আতঙ্ক ও ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। বাইসাইকেল, মোটরবাইক, গ্যাস সিলিন্ডার থেকে শুরু করে গৃহপালিত পশু পর্যন্ত চুরি হয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠছে বিভিন্ন এলাকায়। এরই মধ্যে আজ বাইখোড়া থানাধীন মুহুরীপুর মথুলা সর্দার পাড়া এলাকায় বাইসাইকেল চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা যায়, এদিন সকালে সঞ্জয় কর নামে এক ব্যক্তির বাইসাইকেল চুরি হয়ে যায়। বিষয়টি জানাজানি হতেই স্থানীয় লোকজন একত্রিত হয়ে চোরের সন্ধানে তৎপর হন। পরে রতনপুর এলাকা থেকে চুরি যাওয়া বাইসাইকেলসহ এক অভিযুক্ত যুবককে আটক করে এলাকায় নিয়ে আসেন তারা।

স্থানীয় সূত্রে খবর, চুরি হওয়া সাইকেলটি রতনপুর এলাকায় নিয়ে গিয়ে বিক্রি করার চেষ্টা করা হয়েছিল। খবর পেয়ে এলাকাবাসী সেখানে গিয়ে সাইকেলসহ অভিযুক্তকে আটক করেন।

সাইকেলের মালিক সঞ্জয় কর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, অভিযুক্ত যুবকের অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করে তাকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তবে এলাকাবাসীর একাংশের অভিযোগ, প্রতিনিয়ত ঘটে চলা চুরির ঘটনায় পুলিশ প্রশাসন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষ বাধ্য হয়েই নিজেরাই চোর ধরতে মাঠে নামছেন।

এলাকাবাসীর দাবি, চুরির সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে এবং এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে প্রশাসনকে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বক্সনগর মসজিদ ঈদগাহ ময়দানে ঈদ-উল-আযহার নামাজ আদায়

বক্সনগর, ২৮ মে: ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের পবিত্র উৎসব ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে শনিবার সকাল থেকেই ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে বক্সনগর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ ঈদগাহ ময়দানে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৭টা থেকে শুরু হওয়া এই নামাজে অংশ নেন এলাকার অসংখ্য ধর্মপ্রাণ মুসল্লি।

নতুন পোশাকে সজ্জিত হয়ে ছোট-বড় সকলেই ঈদগাহ ময়দানে উপস্থিত হন। ইসলামী রীতি ও ধর্মীয় নীতিমালা মেনে ঈদের নামাজ আদায় করা হয়। নামাজ শেষে মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান করেন ইমাম সাহেব। তিনি আল্লাহতালার নিকট সমগ্র রাজ্যবাসী ও বক্সনগরবাসীর শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া করেন।

নয়াদিল্লিতে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ২৮ মে : নয়াদিল্লিতে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। সাক্ষাতের পর সামাজিক মাধ্যমে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, দেবেন্দ্র ফড়নবীসের সঙ্গে প্রতিবারের মতো এবারও অত্যন্ত আনন্দদায়ক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সময় কাটে।

সাভারকার জন্মজয়ন্তীতে কমলপুরে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গ্রীন বোর্ড ফাউন্ডেশনেব

কমলপুর, ২৮ মে : এক ইউনিট রক্ত বাঁচাতে পারে একটি প্রাণ" এই বার্তাকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার কমলপুর শহর সংলগ্ন ভট্টাচার্য্য পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হলো এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির। বিনায়ক দামোদর সাভারকারের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত এই মানবিক কর্মসূচিতে রক্তদানের মাধ্যমে মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন গ্রীন বোর্ড ফাউন্ডেশনের সদস্যরা।

মাই ভারত ধলাই ত্রিপুরা, মিনিস্ট্রি অফ ইউথ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড স্পোর্টস, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার সহায়তায় এবং গ্রীন বোর্ড ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন বহু যুবক-যুবতী ও সমাজসেবী মানুষ।

এদিনের শিবিরে মোট ২২ জন স্বেচ্ছাসেবী রক্তদান করেন। প্রত্যেক রক্তদাতার মুখে ছিল মানুষের জীবন রক্ষার তৃপ্তির হাসি। আয়োজকদের বক্তব্য, "রক্তের অভাবে যেন কোনো মানুষের প্রাণ না যায়, সেই লক্ষ্য নিয়েই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।"

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রীন বোর্ড ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান তপন যাদব, সভাপতি পার্থ চক্রবর্তী, মাই ভারত ধলাইয়ের আধিকারিক চন্দ্র মোহন, কমলপুর ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অর্জুন দেব এবং কমলপুর বিএসএম হাসপাতালের চিকিৎসক পার্থ সরকার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

উপস্থিত অতিথিরা সাভারকার জন্মজয়ন্তীর তাৎপর্য তুলে ধরে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের মানবিক ও সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas